ইরশাদাতে হযরত গাঙ্গুহী রহ.

তাফসীর, হাদীস, তাসাওউফ, ফিকহ, জীবনী, ইতিহাসজাতীয়
গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদি বিষয়সমূহের উপর প্রামাণ্য, জ্ঞানগর্ভ
এবং দুর্লভ বাণীসমূহের এক অনবদ্য রত্নভাণ্ডার

মালফূযাত
আলেমে রাব্বানী, ফকীহুন নফ্স, কুতুবুল ইরশাদ
হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.

গ্রন্থনা
মুফতী আবদুর রউফ রহিমী ছাহেব
মুদাররিস : জামি'আ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ভারত

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
সিনিয়র মুদাররিস : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
খতীব : লেক সার্কাস জামে মসজিদ, কলাবাগান, ঢাকা

প্রকাশনায়
দারুল কুতুব
উত্তরা, ঢাকা–১২৩০

ইরশাদাতে হযরত গাঙ্গুহী রহ.

মালফূযাত : হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.
গ্রন্থনা : মুফতী আবদুর রউফ রহিমী ছাহেব
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ মাশহুদুর রাহমান
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

প্রকাশ কাল
জুমাদাল উলা ১৪৪২ হিজরী
জানুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত]

মূল্য : চারশত টাকা মাত্র

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের ....

.... কে

ইরশাদাতে হযরত গাঙ্গুহী রহ. বইখানা উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

নাম :

ঠিকানা :

স্বাক্ষর

মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান ছাহেব
কর্তৃক রচিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহ

১. বড়দের ছেলেবেলা (২৪জন মহামনীষীর শৈশবের বিস্ময়কর কাহিনী)
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. আহকামে সফর
৮. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
৯. বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা
১০. বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ
১১. বিনয়: উচ্চমর্যাদা ও সম্মানবৃদ্ধির উপলক্ষ
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৪. বিষয়ভিত্তিক বয়ান (অপ্রকাশিত)
১৫. তোমার লীলাই দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৬. ধূম্রজালে জিহাদ
১৭. ইসলাহী মাজালিস (দ্বিতীয় খণ্ড)
১৮. মাজালিসে আবরার
১৯. রাসায়িলে আবরার
২০. আততাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২১. মনীষীদের ছোটবেলা
২২. মালফূযাতে ফুলপুরী রহ.
২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নূরের তৈরী?
২৪. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত রহ.
২৫. এনজিও আগ্রাসন : দেশে দেশে
২৬. মালফূযাতে রায়পুরী রহ.
২৭. ইরশাদাতে আকাবির
২৮. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী রহ.
২৯. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
৩০. মাজালিসে সিদ্দীক
৩১. আহকামে মুসাফির

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সংকলকের বক্তব্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই বান্দায়ে নাচীজের ওপর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহসমূহের মধ্যে এটাও একটা অনুগ্রহ যে, ঐ মহান সত্তা এই অধমকে যুগের আবূ হানীফা, ফকীহুন নফস, কুতুবুল ইরশাদ, ইমামে রাব্বানী হযরত আকদাস হযরত মাওলানা আলহাজ্ব রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মালফূযাত ও ইরশাদাত তথা হযরতের মুখনিঃসৃত মূল্যবান বাণীসমূহ সংকলন করার সৌভাগ্য নসীব করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ আলা যালিক।

এই মূল্যবান মালফূযাত ও বাণীসমূহ ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ ও তাযকিরাতুর রশীদের শত শত পৃষ্ঠায় ছড়ানো ছিটানো ছিল। যদ্দরুন আওয়াম ও খাওয়াস তথা সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য এ থেকে উপকৃত হওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। এ জন্য আমার অন্তরে এ আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে, যদি এই মহামূল্যবান মণিমুক্তাসমূহ আবদ্ধ ছিপি হতে মুক্ত হয়ে সর্ব সাধারণের নজরে চলে আসে, তাহলে উম্মতে মুসলিমার জন্য অত্যন্ত দামি রত্নভাণ্ডার হিসেবে প্রমাণিত হবে। আর এ সমস্ত কথার দ্বারা না জানি কত মানুষের কত জটিল ও দুর্বোধ্য সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা, হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর এই সব কথা বিন্দুতে সিন্ধু ভরার সাথে সাথে خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَ دَلَّ বা "সর্বশ্রেষ্ঠ কথা সেটাই যেটা পরিমাণে কম হয় কিন্তু গভীর মর্মস্পর্শী হয়" এর বাস্তব উপমা।

বান্দা এই আকাঙ্ক্ষার কথা ইদারায়ে তালীফাতে আশরাফিয়া মুলতান এর মালিক জনাব ক্বারী মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহেব রহ.-এর নিকট ব্যক্ত করলে তিনি সানন্দে সম্মত হন এবং এটা প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাথে সাথে তিনি আমাকে এ পরামর্শও দেন যে, যদি উল্লিখিত দুটি কিতাব ব্যতীত 'মাকাতীবে রশীদিয়্যাহ' এর মধ্যে সাধারণ মানুষের সংশোধনবিষয়ক হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর যেসব কথাবার্তা আছে সেগুলো সংকলিত করা হয়, তাহলে খুব ভালো হবে। এ জন্যই এ কিতাব ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ,

তাযকিরাতুর রশীদ এবং মাকাতীবে রশীদিয়্যাহ এই তিনটি গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

শিরোনামগুলো আমি অধমেরই দেওয়া। যা নিঃসন্দেহে রেশমি কাপড়ের মধ্যে চটের তালি লাগানোর নামান্তর। কিন্তু যেহেতু পাঠকবৃন্দের সুবিধা এবং উপকারিতার প্রতি লক্ষ রেখে লাগানো হয়েছে, এ জন্য আশা করি আমাকে অপারগ গণ্য করা হবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট বিনীত অনুরোধ, যদি এই সংকলন বা শিরোনামসমূহে সংশোধনযোগ্য কোনো ব্যাপার আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাকে অবহিত করবেন।

সর্বশেষে আমি মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি যেন মহান আল্লাহ এ সংকলনের দ্বারা প্রথমত আমাকে আর দ্বিতীয়ত পাঠকবৃন্দকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। এবং এ উদ্যোগকে কবূল করে সংকলক-প্রকাশক পাঠকদের জন্য আখেরাতের পাথেয় বানিয়ে দিন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বান্দা আবদুর রউফ রহিমী
জামি'আ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, নওয়াব শাহ
২০ রজব ১৪২৩ হিজরী

অনুবাদকের আরয

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ـ أَمَّا بَعْدُ

আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! আলহামদুলিল্লাহ!!! আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে লাখো কোটি শোকর যে, তিনি আমার মতো গুনাহগার মানুষের দ্বারা দ্বীনের লাইনে ভাঙাচুরা কিছু খেদমত নিচ্ছেন।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"এটা তো মহান আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি এটা দান করেন। আর আল্লাহ তো বিরাট বড় অনুগ্রহশীল সত্তা"। (সূরা জুমুআ : ৪)

এটাকেই জনৈক ফারসী কবি বলেছেন :

این سعادت بزور بازو نیست + تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

অর্থাৎ এই সৌভাগ্য তোমার বাহুবলে অর্জিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দানকারী খোদা দান না করেন।

অন্য আরেকজন কবি বলেছেন :

داد اورا قابلیت شرط نیست + بلکہ شرط قابلیت داد اوست

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দানের জন্য যোগ্যতা পূর্বশর্ত নয় বরং যোগ্যতার জন্য শর্ত হলো সেটা মহান আল্লাহর দান হতে হবে।

যাই হোক, বর্তমান যুগে তাসনীফী খেদমত বা লেখালেখির মাধ্যমে দ্বীনের সেবা অত্যন্ত আযীমুশ শান একটি খেদমত।

আল্লাহ পাক যাঁদের তাওফীক দান করেন, একমাত্র তাঁরাই এ ময়দানে কাজ করতে পারেন। فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ يَا اَللّٰهُ

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ ارشادات حضرت گنگوہی رح আলেমে রাব্বানী, ফকীহুন নফস, কুতুবুল ইরশাদ, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর মালফূযাত বা বাণীসমূহের অনবদ্য সংকলন।

যা মাজমুআয়ে ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ, তাযকিরাতুর রশীদ ও মাকাতীবে রশীদিয়্যাহ এই গ্রন্থত্রয় থেকে সংকলন করেছেন হযরত মাওলানা মুফতী আবদুর রউফ রহিমী ছাহেব (দা. বা.) আল্লাহ পাক তাঁকে উম্মাতে মুসলিমার পক্ষ থেকে জাযায়ে খাইর বা উত্তম বদলা দান করুন। আমীন।

মূল উর্দু গ্রন্থটি দুইশ' বত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী। এতে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর প্রায় চারশ' মালফূযাত সন্নিবেশিত হয়েছে। আমরা এর মধ্য হতে বেশ কিছু মালফূযাতের অনুবাদ করেছি। যে সকল মালফূযাত সম্পর্কে ধারণা হয়েছে যে, তা আমাদের দেশ ও সমাজের উপযোগী কেবল সেগুলোর অনুবাদই করা হয়েছে। কোথায় সামান্য ব্যাখ্যাও যেমন করা হয়েছে, তদ্রূপ কোনো কোনো জায়গায় সংক্ষেপণও করা হয়েছে।

বুযুর্গানে দ্বীন বিশেষত আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের মালফূযাতের প্রতি অধমের রয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণ। সব সময় এ জাতীয় গ্রন্থ ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার চেষ্টা করি।

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ + لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

সেই ধারাবাহিকতায় গত প্রায় এক বছর পূর্বে মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দ সংলগ্ন একটি মাকতাবা থেকে মূল কিতাবটি আনানো হয়। প্রথমে উড়ন্ত দৃষ্টিতে পুরো কিতাব অধ্যয়নের পর ২৫ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭ হিজরীতে এর অনুবাদের কাজ আরম্ভ করি। অবশেষে বহুমুখী ব্যস্ততার মধ্যেও একমাত্র মাওলায়ে কারীমের খাস তাওফীকের বদৌলতে আজ প্রায় ৮ মাস পর ২২ শে সফর ১৪৩৮ হিজরী এর অনুবাদ সমাপ্ত হলো। فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) কে ছিলেন? কী তাঁর পরিচয়? এ ব্যাপারে শুধু এতটুকুই বলব যে, দিনের গনগনে সূর্যের পরিচয় এর কোনো প্রয়োজন নেই।

তারপরও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ব্যক্তিগত তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে মূল কিতাবে উপস্থাপিত হযরতওয়ালার (রহ.) সংক্ষিপ্ত জীবনী তরজমা করে দিয়েছি।

দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটানোর মতো।

لِأَنَّ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

আলহামদুলিল্লাহ! হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার আকর্ষণ ছোটকাল থেকেই। কেননা, আমাদের আসাতিযায়ে কিরামের মুখে বিশেষত উসতাদে মুহাতারাম হযরত মাওলানা আবদুল হামীদ ছাহেব (খুলনার হুযূর [দা. বা.])-এর মুখে প্রায় সময় হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর আলোচনা শুনতাম।

এভাবেই মহব্বতের সূচনা। সেই মহব্বত আরো দৃঢ় হয় ১৯৯৮ ঈসায়ীতে দারুল উলূম দেওবন্দে দ্বিতীয়বার দাওরায়ে হাদীস পড়াকালীন কুরবানীর ছুটিতে কয়েকজন নিষ্ঠাবান তালিবে ইল্‌ম বন্ধুর সাথে গাঙ্গুহ সফরের মাধ্যমে। আজীব সুকূন অনুভূত হয়েছিল হযরতের মাদরাসা, মসজিদ ও মাকবারায়। যা আজ প্রায় দুই যুগ পরও স্মৃতির মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করছে।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর কবরকে নূরের দ্বারা ভরে দিন। আমাদেরকে হযরতের উলূম ও মাআরিফ হতে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে বিনীত অনুরোধ, অনুবাদজনিত যে কোনো ধরনের অসঙ্গতি কারো দৃষ্টিগোচর হলে মেহেরবানী করে আমাকে জানিয়ে চির কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

মহান আল্লাহ এ গ্রন্থটিকে কবূলিয়্যাত এর মর্যাদায় ভূষিত করে আমার নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। অত্র গ্রন্থের প্রকাশক মুহতারাম আব্বাজান জনাব ইঞ্জিনিয়ার মাশহুদুর রহমান সাহেব দা. বা.-কে উত্তম বিনিময় দান করুন। নতুন ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, দারুল কুতুবকে আল্লাহ তা'আলা কবূল করে নিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

তারিখ
১৬ জুমাদাল উলা ১৪৪২ হিজরী
০১ জানুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী
রোজ : শুক্রবার, সকাল ৭ : ০৫ মি.

বিনীত
মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

ইরশাদাতে হযরত গাঙ্গুহী রহ.

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুতুবুল ইরশাদ হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	
জন্ম	২৯
নাম ও বংশপরিচয়	২৯
ছেলেবেলার অবস্থা	২৯
শিক্ষা-দীক্ষা	৩১
প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ	৩২
বিবাহ ও পবিত্র কুরআনের হিফয	৩২
সন্তানাদি	৩২
বাইআত ও খিলাফত	৩২
ইমামে রাব্বানী আপন শাইখের দৃষ্টিতে	৩৩
খলীফা ও ছাত্রবৃন্দ	৩৩
বিনয় ও নম্রতা	৩৪
ক্ষমার গুণ	৩৫
মারেফতের সমুদ্র	৩৬
সুন্নাতের অনুসরণ ও আত্মবিলোপের বিশেষ অবস্থা	৩৬
ইন্তিকাল	৩৭
ফকীহ হিসেবে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর অবস্থান...	৩৮
হযরতওয়ালা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর তাফাক্কুহের ব্যাপারে হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ.-এর সাক্ষ্য	৪১
কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মূল্যবান অসিয়্যতসমূহ	৪২
হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর অমীয় বাণী	
১. মুজাহাদার পর যদি মনে করে আমার তো কিছুই অর্জিত হয়নি, তাহলে সবকিছুই হাসিল হয়েছে	৪৩
২. সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ দায়িত্বে নেওয়া	৪৩
৩. কারো কাছে কোনো কিছু আশা করবে না	৪৩
৪. গুনাহ করে আফসোসের পরিবর্তে তাওবা করুন	৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫. কঠোরতার মাধ্যমে সংশোধন হয় না	৪৩
৬. চাঁদা গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ	৪৪
৭. মাদরাসা উদ্দেশ্য নয়, আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য	৪৪
৮. এক গ্লাস পানির শুকরিয়াও আদায় করতে পারবে না	৪৪
৯. ঘাবড়ে যেয়ো না। দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে থাক	৪৪
১০. নফস থেকে যে পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি হবে ঐ পরিমাণই মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে	৪৪
১১. হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর পক্ষ থেকে বাইআতের তাকীদ	৪৫
১২. পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ব ও আমাদের উদাসীনতা	৪৫
১৩. সমস্ত যিকিরের সারকথা	৪৫
১৪. মনোযোগ ছাড়াও মুখের যিকির উপকারী	৪৫
১৫. শরীয়তের অনুগত ব্যক্তি শরীয়তবিরোধী ব্যক্তি হতে ভালো	৪৫
১৬. কারো সমালোচনার পরিবর্তে আল্লাহর যিকিরের মধ্যে লেগে থাকায় উপকার	৪৬
১৭. আল্লাহ পাক যতটুকু তাওফীক দেন করতে থাকুন। হিম্মত হারাবেন না	৪৬
১৮. কাশফ ও কারামাত সত্ত্বেও অহংকারী ব্যক্তির কিছুই হাসিল হয় না	৪৬
১৯. মুরীদের এ কথা চিন্তা করা যে 'আমার সংশোধনের পরে আমি মানুষদেরও সংশোধন করব' এটা ফাসেদ নিয়্যত!!	৪৬
২০. ফারায়েয ও সুনানে মুয়াক্কাদার পর আল্লাহ পাকের যিকিরেই বন্দেগীর ফায়েদা	৪৭
২১. সময়ের পিতা এবং সময়ের সন্তান	৪৭
২২. ছাহেবে হাল	৪৭
২৩. হাকীকতে হাল	৪৮
২৪. হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর স্বর্ণ বানাতে নিষেধ করা	৪৯
২৫. গুরু নানকের কারামতের কারণে শিখরা তাকে মান্য করে	৫০
২৬. শাইখের তাসাওউর দু-প্রকার	৫০
২৭. যিকরে ইলাহীর উপকারিতা	৫০
২৮. স্বপ্নে হজ্ব করার ব্যাখ্যা এবং এ প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্য ঘটনা	৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৯. আমি আল্লাহর সন্ধানে এসেছি স্বর্গের সন্ধানে নয়	৫৩
৩০. শাহ কামীস রহ.-এর মাজার এর তাহকীক	৫৪
৩১. যে কাজের জন্য এসেছ ঐ কাজ কর	৫৫
৩২. আমাদের এখানে কাজই হলো আল্লাহ আল্লাহ করা। ভূতের সাথে কে থাকবে?	৫৫
৩৩. বালকদের বাইআত না করার কারণ	৫৬
৩৪. দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ.কে বন্দী করা আর শাহ নিযামুদ্দীন রহ.কে দেশান্তরিত করে দেওয়া	৫৬
৩৫. কলন্দর ছাহেব রহ.-এর মাযার প্রসঙ্গে	৫৭
৩৬. গোপনে ইসলামের তাবলীগের আশ্চর্য ঘটনা	৫৭
৩৭. শিখদের হযরত হাজী ছাহেব রহ.কে সম্মান করা	৫৯
৩৮. কুফরের অন্ধকার দূর করার পন্থা	৬০
৩৯. বর্তমানকালের ওয়ায়েযদের অবস্থা	৬১
৪০. শাহ আহমাদ সাঈদ সাহেব রহ.-এর বিনয়	৬১
৪১. পিতা-মাতা সন্তানকে যতটুকু মহব্বত করেন সন্তান ততটুকু মহব্বত পিতা-মাতাকে না করার কারণ	৬১
৪২. শাহ ইসহাক ছাহেব রহ.-এর নিজ বিরোধী মৌলভী ছাহেবকে খামুশকারী উত্তর প্রদান	৬২
৪৩. আল্লাহর ওলীদের শরীর কবরে ঠিক থাকে কি?	৬২
৪৪. হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর বিনয়	৬২
৪৫. হাফেয মেনঢু-এর ব্যাপারে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর অভিমত	৬৫
৪৬. যামেন আলী জালালাবাদীর একটি ঘটনা	৬৫
৪৭. এক ধর্মদ্রোহীর পাশ দিয়ে ভিন্ন তিন ধরনের মানুষের অতিক্রম করা	৬৬
৪৮. এক বেদ্বীন ব্যক্তির তাসাররুফের কাহিনী	৬৬
৪৯. আরেকজন ভণ্ডপীরের কাহিনী	৬৯
৫০. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর দিকে সামার সম্বন্ধ করা ভুল	৭০
৫১. সুন্নাত অনুসরণের প্রতিক্রিয়া	৭০
৫২. শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী রহ.-এর “আমার পা প্রত্যেক ওলীর মাথার উপর” বলাটা কেমন?	৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৩. রুটি খেল শোকরের সাথে আর দুনিয়া উপার্জন করল ধোঁকাবাজির সাথে	৭২
৫৪. বুযুর্গানে দ্বীনের মাথা শরীর পৃথক পৃথক হওয়া অতঃপর মিলে যাওয়া	৭২
৫৫. লোকজনের হযরত শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব (রহ.)কে ভালো বলা এবং তাঁর বংশের অন্যান্য বুযুর্গদের খারাপ বলার কারণ	৭৩
৫৬. শয়তানের বুযুর্গানে দ্বীনকে রসায়ন শেখার ধোঁকা দেয়া এবং শাহ আহমাদ সাঈদ রহ.-এর ঘটনা	৭৪
৫৭. শয়তান পীরের আকৃতি ধারণ করতে পারে কি?	৭৫
৫৮. যে ব্যক্তি বুযুর্গানে দ্বীনের কথা মানে না সে লজ্জিত হয়	৭৫
৫৯. উযুবিহীন কুরআন তিলাওয়াত	৭৬
৬০. এক কাযী ছাহেবের জটিল ব্যাখ্যার ঘটনা	৭৭
৬১. কোন্ গুনাহের কারণে বাইআত বাতিল হয়ে যায়?	৭৭
৬২. খৃস্টানদের রীতি-নীতি পছন্দকারী আলেমের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী	৭৭
৬৩. কবীরা গুনাহ বারবার করলে বাইআত বাতিল হয়ে যায়	৭৮
৬৪. সুন্নাত অনুসরণকারী উলামায়ে কেরামকে নবীজী পছন্দ করেন	৭৯
৬৫. গাধার উপর পানের পিক নিক্ষেপকারী বুযুর্গের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা	৭৯
৬৬. বুযুর্গানে দ্বীনের নজর দ্বারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার আকাঙ্ক্ষা করা এবং এর একটি দৃষ্টান্ত	৭৯
৬৭. যে দেশকে ইংরেজরা ৫৯ বছর ধরে জয় করেছে সে দেশের মানুষের মুসলমান হওয়ার কারণ	৮০
৬৮. সূফীগণ ফকীহগণের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ	৮০
৬৯. ইমাম মাহদী ছাড়া বিদআত খতম হবে না	৮০
৭০. যিকিরকারীর জন্য গোশত খাওয়া ক্ষতিকর নয়	৮১
৭১. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর সারারাত যিকিরের কাহিনী	৮১
৭২. যার অন্তরে অহংকার থাকে তার দ্বারা কিছুই হয় না। চাই যত বড় কাশফওয়ালাই হোক না কেন	৮১
৭৩. দু‘আ	৮২
৭৫. আবূ সাঈদ গাঙ্গুহী রহ.-এর সংশোধনের অদ্ভুত ঘটনা	৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৬. লোহারি গ্রামের এক মাজযূবের ঘটনা	৮৬
৭৭. মাজযূব হাফেয আব্দুল কাদের রহ.-এর ঘটনা	৮৭
৭৮. শাহ ওয়ালীউল্লাহ, মাওলানা ফখরুদ্দীন এবং মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর দাওয়াতের ঘটনা	৮৮
৭৯. মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর নাযুক মেযাজির ঘটনাসমূহ	৯০
৮০. মির্যা ছাহেব রহ.-এর পরীক্ষা ও মুজাহাদা	৯৪
৮১. মির্যা ছাহেব রহ. হাদিয়া পছন্দ না করার কারণ	৯৬
৮২. তোমরা হযরত আলী রাযি.-এর সন্তান আর আমি হযরত আলী রাযি.-এর দাস	৯৬
৮৩. হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর আব্বার ঘটনা	৯৬
৮৪. হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর বাইআত হওয়ার ঘটনা	৯৬
৮৫. হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর বাইআতের দ্বিতীয় ঘটনা	৯৮
৮৬. হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর সাইয়্যেদ আহমাদ ব্রেলভী রহ.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ ও খেলাফত লাভ	৯৮
৮৭. হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর পুকুরের ঘটনা	৯৯
৮৮. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত একই জুব্বা পরিধান করার ঘটনা	৯৯
৮৯. চল্লিশ বছর পর্যন্ত দৈনিক মাত্র একটি বাদাম খাওয়া	১০০
৯০. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস রহ.-এর অনাহারে থাকা	১০০
৯১. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস রহ.-এর সারারাত যিকির করা	১০১
৯২. পয়গাম নিয়ে আগন্তুক সফলকাম হয়ে গেছে	১০১
৯৩. আমি এমন কোনো স্থান পাইনি যেখানে আল্লাহ নেই	১০৩
৯৪. যেই তাজা ঘাস ভাঙতে চেয়েছি, তাকেই আল্লাহ পাকের যিকিরে মাশগুল পেয়েছি	১০৪
৯৫. এরা যেমন তোমার সন্তান তেমনি আমারও সন্তান	১০৪
৯৬. আমার কিছুই জানা নেই	১০৫
৯৭. মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব রহ.-এর একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যাপ্রদান	১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
৯৮. শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ.-এর স্বপ্নের মধ্যে হযরত আলী রাযি.কে জিজ্ঞাসা করা যে, কোন্ মাযহাব আপনার মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?	১০৫
৯৯. মোল্লা নিযামুদ্দীন লাখনভী রহ. ও জনৈক খান সাহেবের সংশোধনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা	১০৬
১০০. জনৈক বুযুর্গের কূপের মধ্যে পানির জন্য বদনা ডুবানো কিন্তু বদনায় পানির পরিবর্তে স্বর্ণ-রৌপ্য আসা	১০৭
১০১. পীর এবং মুরীদ কেমন হওয়া চাই?	১০৮
১০২. হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর স্বপ্নের মধ্যে হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.কে সান্ত্বনা দেয়া	১০৯
১০৩. হাফেয যামেন ছাহেব রহ.-এর একই মুহূর্তে দুইজন মানুষের দাওয়াত কবূল করা	১০৯
১০৪. হাফেয যামেন শহীদ রহ.-এর মাছ শিকার করা	১১০
১০৫. সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর ইয়াগিস্তান-এর প্রশাসকের সাথে জিহাদের ঘটনা	১১০
১০৬. সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ.-এর লাহোরের শাসকের সাথে জিহাদের ঘটনা	১১১
১০৭. সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.-এর সুন্নাত অনুসরণের ব্যাপারে তাগাদা দেয়া	১১৩
১০৮. ইবাদতে ইলাহী হবে নাকি বিবাহের আনন্দ?	১১৩
১০৯. আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে বান্দার সব সময় প্রস্তুত থাকা উচিত	১১৪
১১০. শীত মৌসুমে লেপ পাওয়ার পর সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর কর্মপদ্ধতি	১১৪
১১১. সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর দূরদৃষ্টির বদৌলতে একজন পতিতা মহিলার তাওবা করা	১১৪
১১২. সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর প্রভাবে শিয়া মৌলভীর জুতা ছেড়ে পলায়ন করা	১১৫
১১৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর শিয়া মুজতাহিদকে লা-জবাব করে দেওয়া	১১৬

বিষয় পৃষ্ঠা

১১৪. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর পালকির ওপর চলন্ত অবস্থায় পৃথিবী গোল হওয়ার মাসআলা বুঝানো ১১৭
১১৫. মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রামপুরীর রহ. নাযুক মেযাজী এবং এর চিকিৎসা ১১৭
১১৬. মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ ও সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর চিন্তাধারা ১১৮
১১৭. শাহ মুহাম্মাদ ওমর ছাহেব রহ.-এর গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাতের প্রতিষ্ঠাতা আকবার খানকে ওয়াযের সময় চপেটাঘাত করা ১১৮
১১৮. জনৈক পাহারাদারের শাহ মুহাম্মাদ ওমর ছাহেবকে মারা এবং ওযরখাহীর ঘটনা ১১৯
১১৯. মাওলানা রাহমাতুল্লাহ ছাহেব কীরানভী রহ.-এর হিজরত এবং থানাভবনের মাজযূবের ঘটনা ১২০
১২০. হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর কন্যাকে টাকা দেয়া এবং টাকা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ঘটনা ১২০
১২১. মারাত্মক চুলকানি সত্ত্বেও হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর সবক বাদ না দেয়া ১২১
১২২. এক ব্যক্তির হযরত জাফর সাদিক রহ. থেকে ইসমে আযম শেখা ১২১
১২৩. শাহ আব্দুল গনী ছাহেব রহ.-এর অনাহারে থাকা সত্ত্বেও দেড়শত রুপি ফিরিয়ে দেয়া ১২২
১২৪. অনাহার সত্ত্বেও হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ঋণ না নেয়া ১২৩
১২৫. ছাত্ররা শিক্ষককে অসুস্থ সাব্যস্ত করে ছুটি কাটানোর কাহিনী ১২৪
১২৬. মাওলানা মাযহার হুসাইন ছাহেব রহ. এর দাদার সরলতা ১২৪
১২৭. হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর একজন উস্তাযের শরীর টেঁপার নিন্দা করা ১২৪
১২৮. কয়েকটি ভ্রান্তি নিরসন ১২৫
১২৯. দুঃস্বপ্ন দেখলে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড় ১২৫
১৩০. একটি ছাগলের পেট থেকে ঘাসপাথর বের হওয়া ১২৬
১৩১. ইমদাদ পীরের ঘটনা ১২৬
১৩২. সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া কেমন? ১২৭

বিষয় পৃষ্ঠা

১৩৩. ইংরেজ এবং আফগানীর শক্তিপরীক্ষা ১২৭
১৩৪. ঘোড়া ব্যবসায়ীর ঘটনা ১২৮
১৩৫. ঝড়-তুফান থেমে যাওয়ার জন্য আমল করা কেমন? ১২৮
১৩৬. দুরূদে তাজ পড়া কেমন? ১২৯
১৩৭. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর উপর তাঁর শিক্ষক মহোদয়গণের স্নেহ ও মমতা ১২৯
১৩৮. হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝিনঝানবী রহ. এর কাছে বাইআত হওয়া ১২৯
১৩৯. মৌলভী আবদুল হকের হাফেয যামেন রহ. এর নিকট বাইআত হওয়া অতঃপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর বিরোধী হয়ে যাওয়া ১৩০
১৪০. বড়দের সাথে নিসবত হওয়াই ভালো ১৩১
১৪১. হযরত হাজী ছাহেব এবং হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর বয়সের আলোচনা ১৩১
১৪২. হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর কাশফের এক ঘটনা ১৩২
১৪৩. উলামায়ে কেরামের অবমাননাকারীদের চেহারা কেবলা হতে অন্যদিকে ঘুরে যায় ১৩২
১৪৪. এক মুরাকাবাকারী কর্তৃক নাক ডাকার আওয়াজকারীকে গলা কেটে হত্যা করা ১৩২
১৪৫. মাশায়িখে নকশবন্দিয়ার অনুচ্চস্বরে যিকিরের জন্য নির্জনতাকে জরুরী আখ্যা দেওয়া ১৩৩
১৪৬. অর্ধেকেই যখন ছোটে না তখন পুরোটা কীভাবে ছুটবে? ১৩৩
১৪৭. বিদআত ব্যতীত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচনা জায়েয ১৩৪
১৪৮. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর একটি স্বপ্নের আলোচনা ১৩৫
১৪৯. ইলমে রাম্ল শেখা কেমন? ১৩৫
১৫০. তার সাথে তো আমার মিঞার হাতও মনে হয় ১৩৬
১৫১. আল্লাহ তা'আলা যার অন্তর থেকে অহংকার বের করে দেন তিনিই প্রকৃত মানুষ ১৩৬
১৫২. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর জায়েয আছে কি? ১৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা

১৫৩. উশর কার উপর ওয়াজিব? জমির মালিক এর উপর নাকি কৃষকের উপর? ১৩৭
১৫৪. শিয়াদের কাফের বলার ব্যাপারে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর মতামত ১৩৭
১৫৫. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর তারাবীহ এর মধ্যে ভুল করা আর মাওলানা ইয়াকূব ও মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহারের লোকমা না দেয়া ১৩৮
১৫৬. হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর হযরত হাজী ছাহেব (রহ.)কে মাসায়িলের তাহকীক থেকে বিরত রাখা ১৩৮
১৫৭. সালেকের জন্য দু-ধরনের স্বপ্ন ভালো ১৩৯
১৫৮. ইমামুল মুসলিমীন কে? ১৩৯
১৫৯. যেমন কর্ম তেমন ফল ভোগ করতে হবে ১৩৯
১৬০. যেখানে উপকার হয় মানুষের সেখানেই যাওয়া উচিত ১৪০
১৬১. মানুষ যখন আল্লাহর জন্য কাজ করে তখন কবূল হয়েই যায় ১৪০
১৬২. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর নিজ হজ্ব শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া অতঃপর সেটা দূরীভূত হওয়া ১৪০
১৬৩. হযরত গাঙ্গুহী রহ.কে স্বর্ণ বানানো শিক্ষাদানকারী মাজযূবের ঘটনা ১৪১
১৬৪. দুনিয়াবাসীর অবস্থা ১৪৩
১৬৫. ছেলে বড় হলে পিতা খুশী হয় অথচ এটা মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বাভাস ১৪৩
১৬৬. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর স্বপ্নে হযরত নানূতবী রহ.কে বিবাহ করা ১৪৩
১৬৭. কবরে শাজারাহ রাখা কেমন? ১৪৪
১৬৮. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর নিকট বাইআত নবায়নের আবেদন করা ১৪৫
১৬৯. এই খানকাতেই জীবন কেটে গেছে এবং আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু দিয়েছেন ১৪৫
১৭০. কবরে গিয়ে শিরনী বণ্টন করা কেমন? ১৪৬
১৭১. একজন বক্তার তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে নিজের নিকট রাখা ১৪৬
১৭২. নামাযের দুরূদ শরীফের মধ্যে সায়্যিদুনা ও মাওলানা বলা কেমন? ১৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিভিন্ন প্রকার আমল সম্পর্কে হযরত রহ.-এর মালফূযাত

১৭৩. রিযকের প্রশস্ততার জন্য সূরা মুযযাম্মিল পড়া ১৪৮
১৭৪. যাদু থেকে হেফাযতের আমল ১৪৮
১৭৫. মোকাদ্দমায় সফলতা ও পেরেশানী থেকে নাজাতের তাদবীর ১৪৮
১৭৬. ঋণ শোধ ও রিযকের প্রশস্ততার জন্য আমল ১৪৯
১৭৭. দৃষ্টিশক্তি তেজ করার জন্য ১৪৯
১৭৮. স্বামীকে খুশী করার আমল ১৪৯
১৭৯. বন্ধ্যা মহিলার জন্য তাদবীর ১৪৯
১৮০. যে মহিলার সন্তান জীবিত থাকে না তার জন্য ব্যবস্থাপত্র ১৪৯
১৮১. প্রসব-বেদনার জন্য ১৫০
১৮২. দুশমনের ক্ষতি হতে হেফাযতের জন্য ১৫০
১৮৩. উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ১৫০
১৮৪. পুরোনো জ্বরের তাদবীর ১৫০
১৮৫. সব ধরনের অসুস্থতার জন্য ১৫১
১৮৬. উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা থেকে বিরত রাখার জন্য ১৫১
১৮৭. দুষ্ট জ্বিনে আক্রান্ত ব্যক্তির তাদবীর ১৫১
১৮৮. দুশমনের অনিষ্ট হতে হেফাযত ১৫২
১৮৯. দাঁত ব্যথার তাদবীর ১৫২
১৯০. সাধারণ অসুস্থতার জন্য ১৫২
১৯১. “ইয়া শাইখ আব্দুল কাদের” এর ওযীফা এবং তালিবে ইলমদের ওযীফা প্রসঙ্গে ১৫৩
১৯২. যেহেনের জন্য ক্ষতিকর জিনিসসমূহ এবং যেহেন প্রখর করার ওযীফা ১৫৩
১৯৩. উদ্দেশ্যসাধনের জন্য حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়া ১৫৪
১৯৪. যে গুনাহের গুনাহ হওয়ার বিষয়টা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত সেটাকে হালাল মনে করা কুফর ১৫৪
১৯৫. ফেতনার সময় স্বামীর অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের বের হওয়া নাজায়েয ১৫৪
১৯৬. উভয় ঈদের মাঝখানে বিবাহ করা ১৫৪

বিষয় পৃষ্ঠা

১৯৭. 'মিথ্যার সম্ভাবনা' কথাটার মর্ম ১৫৫
১৯৮. প্রচলিত মজলিসে মিলাদের বিধান ১৫৫
১৯৯. প্লেগ মহামারি ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়লে নামায বা আযানের বিধান ১৫৬
২০০. প্রচলিত মিলাদ এবং ফাতেহাখানীর বিধান ১৫৬
২০১. ওলী আউলিয়ার কবর তাওয়াফ করার বিধান ১৫৬
২০২. মৃত ব্যক্তির সাথে সামানা নিয়ে যাওয়া ১৫৬
২০৩. বুযুর্গানে দ্বীনের কদমবূসী করা ১৫৭
২০৪. ইয়া মুরশিদুল্লাহ বলা ১৫৭
২০৫. আখেরী চাহার শোম্বার কোনো ভিত্তি নেই ১৫৮
২০৬. তারাবীহতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া ১৫৮
২০৭. "অন্তরের উপস্থিতি ব্যতীত নামায হয় না" কথাটার মর্ম ১৫৯
২০৮. মূর্খদের সাথে তর্কে জড়াবেন না ১৫৯
২০৯. যে হাফেয ছাহেব কুরআনের তরজমা জানেন, আর যে জানেন না তাদের পার্থক্য ১৫৯
২১০. পত্র মারফত বাইআত গ্রহণ ১৬০
২১১. পত্র মারফত নিজ শাইখের পক্ষ থেকে বাইআতগ্রহণ ১৬০
২১২. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. এর বংশের আকীদাসমূহকে হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর সহীহ বলা ১৬০
২১৩. বিদআতী পীরের বাইআত প্রত্যাহার করা ওয়াজিব ১৬১
২১৪. প্রয়োজনের সময় শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী আমল করা ১৬২
২১৫. তাকলীদে শাখছী বা ব্যক্তির অনুসরণের তাহকীক ১৬২
২১৬. মাহরাম মহিলার সাথে বিবাহকারীর বিধান ১৬৫
২১৭. দাহ দর দাহ বা দশ বর্গগজ হাউজ : মাসআলাটার তাহকীক ১৬৬
২১৮. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত ১৬৭
২১৯. নাভির নিচে হাত বাঁধার প্রমাণ ১৬৯
২২০. তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে হাত না উঠানোর ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণ ১৬৯
২২১. অনুচ্চস্বরে 'আমীন' বলার প্রমাণ ১৭১

বিষয় পৃষ্ঠা

২২২. মুকতাদীর জন্য ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া নিষেধ ১৭২
২২৩. যোহর নামাযের সময়ের ব্যাপারে আহনাফের দলীল ১৭২
২২৪. পত্রযোগে বাইআত ১৭৩
২২৫. নামাযী ব্যক্তির (পায়ের) নিচ থেকে চট টেনে বের করা যুলুম ১৭৩
২২৬. পেট খারাপের আশঙ্কা থাকলে খাদ্য তরল ও শক্তিশালী রাখা উচিত ১৭৩
২২৭. ফজরের সুন্নাত এবং ফরযের মাঝখানে শোয়া ১৭৪
২২৮. শিয়া ব্যক্তির কাফন-দাফনের হুকুম ১৭৪
২২৯. ওয়াকফবিহীন জমিনে যদি মৃত ব্যক্তির লাশ মাটির সাথে মিশে যায় তাহলে সেখানে চাষাবাদের বিধান ১৭৪
২৩০. কুয়া থেকে মৃত জন্তু বের হলে কোন্ সময় থেকে কুয়াকে নাপাক ধরা হবে? ১৭৫
২৩১. স্বপ্ন দেখা না গেলে কোনো সমস্যা নেই ১৭৫
২৩২. ওয়াকফের কোন্ আলামতের উপর থামা উচিত? ১৭৫
২৩৩. কাইফিয়ত বা বিশেষ অবস্থা উদ্দেশ্য নয় আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক হলো উদ্দেশ্য ১৭৬
২৩৪. যিকিরের মধ্যে মহান আল্লাহর 'মুহীত' হওয়ার ধ্যান ১৭৭
২৩৫. যে যিকিরের দ্বারা অন্তর আনন্দিত হয় ঐ যিকির করা উচিত ১৭৭
২৩৬. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর সীমাহীন বিনয় ১৭৮
২৩৭. ইহসানের মধ্যে শয়তানের কোনো দখল নেই ১৭৯
২৩৮. ইহসানের হাকীকত বা বাস্তবতা ১৭৯
২৩৯. সামর্থ্য অনুসারে ইবাদত করা উচিত ১৭৯
২৪০. ঈমানদার ব্যক্তিকে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে বেশি কথা বলাও ইবাদত ১৮০
২৪১. প্রত্যেক মানুষ অন্যকে নিজের মতো মনে করে ১৮০
২৪২. নিসবত হাসিল হওয়ার অর্থ ১৮০
২৪৩. আখেরাতের ভয়ের চিন্তা থাকা প্রশংসনীয় ১৮০
২৪৪. সব ধরনের সালেকদের সামনেই 'কবয' ও 'বসত' এর হালত আসে ১৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪৫. নির্জনে যে জিনিস অর্জিত হয় সেটা মজমায় হাসিল হয় না	১৮১
২৪৬. মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধির জন্য নেক নিয়্যতে কিছু খাওয়াও ইবাদত	১৮২
২৪৭. 'নিসবত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দুটি বস্তুর পরস্পর সংযোগস্থাপন	১৮২
২৪৮. ঋণীগণ যাকাতের উপযুক্ত নয়	১৮৩
২৪৯. সমস্ত শোগল ও মুরাকাবার উদ্দেশ্য হলো কলবের মধ্যে মহান আল্লাহর উপস্থিতির ধ্যান	১৮৩
২৫০. অন্যের কাজের সুন্দর ব্যাখ্যা করা	১৮৩
২৫১. আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য সেটাই করেন যা তার জন্য মঙ্গলজনক	১৮৩
২৫২. অসুস্থতায় যেভাবে ধৈর্য ধরা হয় মানুষের কষ্টের উপর সেভাবে ধৈর্য ধরতে হবে	১৮৪
২৫৩. হিংসুকদের ক্ষতি থেকে হেফাযতের ওযীফা	১৮৪
২৫৪. বিলায়াতে নযরীর অর্থ	১৮৫
২৫৫. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত	১৮৫
২৫৬. যাদু থেকে হেফাযতের আমল	১৮৬
২৫৭. মাজযূব হয়ে যাওয়া এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার নয়	১৮৬
২৫৮. আল্লাহ তা'আলা কারো সম্পদ নষ্ট করেন না	১৮৬
২৫৯. আসল উদ্দেশ্য হলো আখেরাত	১৮৭
২৬০. নফসকে নিজ অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে আরো বেশি অবাধ্য হবে	১৮৭
২৬১. বিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি গুণ	১৮৮
২৬২. না পাওয়ার অনুশোচনা যদি হাসিল হয়ে যায় তাহলে সবকিছুই হাসিল হয়ে গেল	১৮৮
২৬৩. সব সময় মহান আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে আশাবাদী থাকা উচিত	১৮৯
২৬৪. যে কাজটা জরুরী তার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকা অনুচিত	১৮৯
২৬৫. হৃদয়ের স্পন্দনের সময় যে উষ্ণতা হয় সেটা হলো যিকিরের প্রতিক্রিয়া	১৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৬৬. দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শোগলপরিপন্থী	১৯০
২৬৭. কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখা খুব জরুরী	১৯১
২৬৮. জীবিকার ব্যাপার অত্যন্ত কঠিন	১৯১
২৬৯. শরীয়তের ইলম ও তরীকতের পথ ইয়াকীনের নূর অর্জনের উদ্দেশ্যে	১৯১
২৭০. নিজ গুনাহের ব্যাপারে ভীত থাকা অনেক বড় নেয়ামত	১৯৩
২৭১. স্বপ্নে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা	১৯৩
২৭২. গর্দান মাসাহ করা মুস্তাহাব	১৯৪
২৭৩. ফজরের ফরযের পর সুন্নাত নিষিদ্ধ হওয়া	১৯৪
২৭৪. জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ফজরের সুন্নাত পড়ার বিধান	১৯৪
২৭৫. দ্বীনী কিতাব পূর্ণ পড়া চাই	১৯৪
২৭৬. দৌলতে আখেরাত অর্জনের উপর ব্যথা ও আফসোসও নেয়ামত	১৯৫
২৭৭. উজুব বা খোদপসন্দীর চিকিৎসা	১৯৫
২৭৮. সার্বক্ষণিকতার দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়	১৯৬
২৭৯. ফতওয়ার মাধ্যমে কোনো জিনিস জায়েয হলে তাতে অসুবিধা নেই	১৯৭
২৮০. মহিলা মানুষ অন্যকে বাইআত করতে পারে না	১৯৭
২৮১. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের উদ্দেশ্যে	১৯৮
২৮২. ইমাম ছাহেব মুত্তাকী হলে ভালো	১৯৯
২৮৩. কুরআনে কারীমের অনুবাদে বিনা উযূতে হাত লাগানো	১৯৯
২৮৪. একই তায়াম্মুমে উযূ ও গোসলের নিয়্যত করা এবং তাহিয়্যাতুল উযুর বিধান	২০০
২৮৫. অসুস্থ অবস্থায় বসে আদায় করা নামাযের বিধান	২০০
২৮৬. ইহসানের হাকীকত	২০০
২৮৭. ব্যভিচারী ব্যক্তির জন্য ব্যভিচারিণী নারীর মা ও মেয়ে উভয়ে হারাম	২০০
২৮৮. খুতবার আযান বর্জনকারী গুনাহগার হবে	২০১
২৮৯. কুর্তার বোতাম খুলে রাখাও সুন্নাত	২০১
২৯০. কাগজেরও আদব আছে	২০১
২৯১. নামাযের মধ্যে সূরার সাথে বিসমিল্লাহ পড়া বৈধ	২০১

বিষয় পৃষ্ঠা

২৯২. রুপাকে রুপার দ্বারা পরিবর্তন করার সময় সমান হওয়া জরুরী ২০১
২৯৩. সুদের টাকায় হজ্ব করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে বটে কিন্তু সুদের গুনাহ হবে ২০২
২৯৪. সুদের একটি পদ্ধতি ২০২
২৯৫. উভয় ঈদের তাকবীরে ইমামের অনুসরণ ২০২
২৯৬. ভূপালে জুমুআর হুকুম ২০২
২৯৭. নামাযের মধ্যে চোখ বন্ধ করা ২০৩
২৯৮. শয়তান প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি অবলম্বন করতে পারে না ২০৩
২৯৯. আউয়াবীন নামায দুই রাকাত দুই রাকাত করে অথবা এক সালামে চার রাকাত পড়া উভয়টিই জায়েয ২০৩
৩০০. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ বরকতের উপলক্ষ ২০৩
৩০১. দুগ্ধপানের সময়সীমার বিধান ২০৪
৩০২. গরু কুরবানী করার বিধান ২০৫
৩০৩. গোশত বেশি খেলে অন্তর শক্ত হয়ে যায় ২০৫
৩০৪. ঈসালে ছাওয়াবের জিনিস সম্মানের সাথে দেয়া উচিত ২০৫
৩০৫. ইশরাকের সময় ২০৫
৩০৬. নতুন জুতা পবিত্র ২০৬
৩০৭. তাওয়াক্কুলের হাকীকত ২০৬
৩০৮. মক্কা মুকাররামায় গুনাহ করা মারাত্মক অন্যায় ২০৬
৩০৯. সূর্য হেলে পড়ার পর যোহরের নামাযের বিধান ২০৬
৩১০. ফাতেহাখানীর বিধান ২০৬
৩১১. মিহরাবের সংজ্ঞা ২০৭
৩১২. যিকিরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ২০৭
৩১৩. শোকর আদায়ের ইচ্ছা হওয়াও একটি নিয়ামত ২০৭
৩১৪. আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন ২০৭
৩১৫. সুন্নাতের অনুসরণের বিকল্প নেই ২০৮
৩১৬. আল্লাহ তা'আলার সত্তা পবিত্র ২০৮
৩১৭. বণ্টনবিহীন যৌথ সম্পত্তির হেবা প্রসঙ্গ ২১০

বিষয় পৃষ্ঠা

৩১৮. মহিলাদের জামাআত মাকরূহ ২১০
৩১৯. মুসাফির ব্যক্তির জন্য তারাবীহ না পড়ার অবকাশ আছে ২১০
৩২০. কাফেরকে কুরবানীর গোশত দেয়া ২১১
৩২১. ظا، دال، ضاد তিনটি পৃথক পৃথক হরফ ২১১
৩২২. স্বীয় হক আদায়ের জন্য ঝগড়া করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই ২১১
৩২৩. যিকিরের তাওফীক অনেক বড় নেয়ামত ২১২
৩২৪. যা কিছু হয় সব তাকদীরে লেখা আছে ২১৩
৩২৫. শাইখ হলেন বাহ্যিক এক মাধ্যমমাত্র ২১৩
৩২৬. মানুষের উচিত দুনিয়াবী কাজও আখেরাতের জন্য করা ২১৩
৩২৭. আল্লাহ তা'আলা যেটা নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটা হবেই ২১৩
৩২৮. মহান আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারকারীর বিধান ২১৪
৩২৯. দুই নামাযকে একত্রিত করার বিধান ২১৪
৩৩০. জুমুআ এবং যোহর নামাযের ওয়াক্ত ২১৫
৩৩১. আলোকিত হওয়ার সীমারেখা ২১৫
৩৩২. আসর নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ২১৫
৩৩৩. যোহর নামাযের ওয়াক্ত ২১৫
৩৩৫. আসর নামাযের সঠিক সময় ২১৬
৩৩৬. জামাআতে নামায আদায়কালে মুসল্লীদের কাঁধ ও পা মিলানোর ব্যাখ্যা ২১৬
৩৩৭. কাফেরদের রসমসমূহ পালনকারীর ইমামত ২১৭
৩৩৮. দ্বিতীয় জামাআতের হুকুম ২১৭
৩৩৯. দুনিয়ার প্রতি লালায়িত ব্যক্তির ইমামত ২১৭
৩৪০. একবার তারাবীহ এর নামায পড়ে অন্যত্র তারাবীহতে শামিল ২১৭
৩৪১. তারাবীহ এর মধ্যে সূরা ইখলাস একাধিক বার পাঠ করা ২১৭
৩৪২. মাকরূহ ওয়াক্তে আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়া ২১৮
৩৪৩. অনুমতি ব্যতীত আমানত ব্যয় করাটা খেয়ানত ২১৮
৩৪৪. জামাআতের জন্য এক মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে যাওয়া ২১৮
৩৪৫. যে মসজিদে মানুষ জুমুআর নামায পড়ে সেখানে নামায পড়লে সাওয়াব বেশি হবে ২১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৪৬. বিদআতী ইমামের পেছনে নামাযের বিধান	২১৯
৩৪৭. স্টেশন যদি শহরের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে কসর করবে	২১৯
৩৪৮. যাকাতের মধ্যে শস্য দেয়া জায়েয আছে	২১৯
৩৪৯. গর্ভপাতের বিধান	২১৯
৩৫০. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরকে যাকাত দেয়া	২২০
৩৫১. পত্র মারফত চাঁদের সংবাদ সংগ্রহ করা	২২০
৩৫২. হাজারী রোযার বিধান	২২০
৩৫৩. মাটির দ্বারা রোযা ভঙ্গকারীর বিধান	২২১
৩৫৪. একাধিক রোযা ভাঙার কাফফারা	২২১
৩৫৫. সূর্যোদয়ের পর ঢেঁকুর আসা রোযার জন্য ক্ষতিকর নয়	২২২
৩৫৬. মাসনূন ইতিকাফের কাযা এবং সাহরী বিলম্বিত করা	২২২
৩৫৭. হালাল সম্পদ হারাম টাকাওয়ালার নিকট বিক্রি করা	২২২
৩৫৮. মহাসড়কের অংশ নিজ বাড়ির অন্তর্ভুক্ত করা	২২২
৩৫৯. ক্রয়কৃত বাড়ি থেকে টাকা বের হয়ে আসলে ঐ টাকার মালিক কে হবে?	২২৩
৩৬০. বন্দীদের মাধ্যমে বানানো সতরঞ্জির উপর নামাযের বিধান	২২৩
৩৬১. বাইয়ে সারফ এবং হেবার বিধান	২২৩
৩৬২. তারাবীহ নামাযে পারিশ্রমিকের বিধান	২২৩
৩৬৩. 'তামলীক' শব্দ দ্বারা হেবার বিধান	২২৪
৩৬৪. রাস্তার অর্থ	২২৪
৩৬৫. প্রবল ধারণার উপর আমল করা	২২৪
৩৬৬. কোনো অফিসার বা জজের হাদিয়া নেয়া কেমন?	২২৪
৩৬৭. অ্যাসিস্ট্যান্টকে প্রদত্ত শিরনী ঘুষ	২২৫
৩৬৮. প্রশাসনকে যা দেয়া হয় সেটা ঘুষমুক্ত নয়	২২৫
৩৬৯. এক মসজিদের চাঁদা অন্য মসজিদে লাগানো	২২৫
৩৭০. মসজিদের চাঁদা স্বীয় মালের সাথে মিলালে গুনাহগার হবে	২২৫
৩৭১. মসজিদের চাঁদা দ্বারা মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করা	২২৫
৩৭২. সদকা-খয়রাতের ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করা যাবে না	২২৬
৩৭৩. পেঁচা হালাল নয়	২২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৭৪. কাফেরদের ঘরের জিনিস খাওয়ার বিধান	২২৬
৩৭৫. ভাগলপুরী কাপড়ের বিধান	২২৬
৩৭৬. যে জিনিসের ব্যাপারে পিতা মাতার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি আছে সেটা নেয়া জায়েয	২২৭
৩৭৭. যেসব পাত্র ব্যবহার করা হারাম সেগুলো বানানোও হারাম	২২৭
৩৭৮. পুরুষের জন্য কালো খেযাবের বিধান	২২৭
৩৭৯. মহিলাদের জন্য নামাযে পা ঢাকা জরুরী নয়	২২৭
৩৮০. রসম ও রেওয়াজের পাবন্দী করা গুনাহ	২২৭
৩৮১. মাথার চুলের অংশ-বিশেষ মুণ্ডন করা	২২৮
৩৮২. মুসলমান ব্যক্তির হাতে যবেহকৃত প্রাণী	২২৮
৩৮৩. দাড়ির সীমারেখা কতটুকু?	২২৮
৩৮৪. হারাম মালে তৈরি বাড়িতে থাকার বিধান	২২৮
৩৮৫. মহিলাদের চুড়ি পরিধান করা	২২৯
৩৮৬. লোহা এবং পিতলের আংটির বিধান	২২৯
৩৮৭. গাইরে মাহরাম পীরের সামনে মহিলার আসা	২২৯
৩৮৮. যে হাসিতে আওয়ায বের হয় না সেটা অট্টহাসি নয়	২২৯
৩৮৯. নখ নিজে কাটুক বা অন্যের দ্বারা কাটাক, সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে	২৩০
৩৯০. চামার বা মুচির রুটির বিধান	২৩০
৩৯১. খচ্চরের ব্যবসা জায়েয	২৩০
৩৯২. জীব-জন্তুকে খাসি করা জায়েয	২৩০
৩৯৩. যে ঘড়ির কেইস স্বর্ণ বা রুপার সে ঘড়ির বিধান	২৩০
হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. কর্তৃক সংকলিত তিনটি মালফূযাত	
৩৯৪. যিকিরের সময় ঘুম আসা	২৩১
৩৯৫. যে ব্যক্তি মনে করে যে আমার তো কিছুই অর্জিত হয়নি তাঁর সবকিছুই অর্জিত হয়েছে	২৩১
৩৯৬. তাহনীক	২৩১

কুতুবুল ইরশাদ হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম

৬ যিলকদ ১২৪৪ হিজরী মুতাবিক ১৮২৯ ঈসায়ী সোমবার গাঙ্গুহ নামক ছোট শহরে ঐ ঘরে যা শাইখুল মাশায়িখ হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর খানকা-সংলগ্ন ছিল।

নাম ও বংশপরিচয়

রশীদ আহমাদ বিন মাওলানা হেদায়েত আহমাদ বিন কাযী পীর বখশ।

মাতা এবং পিতা উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেযবান হযরত আবূ আইউব আনসারী রাযি.-এর বংশধর। ১২৫২ হিজরীতে যখন হযরত রহ.-এর বয়স মাত্র সাত বছর, তখন তাঁর সম্মানিত পিতা মাত্র ৩৫ বছর বয়সে গোরখপুরে ইন্তিকাল করেন। দাদা কাযী পীর বখশ হযরতকে লালন-পালন করেন।

হযরতের মামা ছিলেন চারজন : (১) মাওলানা মুহাম্মাদ নাকী ছাহেব। যিনি হযরতের শ্বশুরও। (২) মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী ছাহেব। (৩) মাওলানা আব্দুল গনী ছাহেব। (৪) মৌলবী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব। যিনি হযরত রহ. থেকে মাত্র আট বছরের বড় ছিলেন। (তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)

ছেলেবেলার অবস্থা

হযরত ছেলেবেলা থেকেই খোদাভীরু, উদার-হৃদয়, ইবাদতগুযার, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। জিদ, হঠকারিতা, গোড়ামিকে তিনি প্রকৃতিগতভাবেই ঘৃণা করতেন। তাঁর মধ্যে ইবাদতের শখ, আখেরাতের চিন্তার প্রতিক্রিয়া ছেলেবেলা থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল।

এ সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যে তাঁর ছেলেবেলার সমস্ত অবস্থা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়। এ জন্য তাযকিরাতুর রশীদ গ্রন্থ থেকে নমুনা হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

একটি ঘটনা : হযরত রহ.-এর বয়স তখন মাত্র সাড়ে ছয় বছর। ঐ সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একদিন তিনি বৈকালিক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে

ময়দানে চলে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাকালীন শীতল বাতাসে দেহ-মন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। হযরতের বয়স যদিও কম ছিল, কিন্তু ঐ সময় থেকেই তাঁর মধ্যে ইবাদত-বন্দেগীর দারুণ স্পৃহা ছিল। এ জন্য তিনি দ্রুত কদম ফেলে ফিরে আসলেন। হাতে ফুলের দুটি তোড়া ছিল। ঘরে পৌঁছেই বললেন : আম্মাজান! জলদি এগুলো ধরুন, আমি নামাযের জন্য যাচ্ছি। দ্রুত মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে, জামা'আত দাঁড়িয়ে গেছে। উযূর জন্য গেলেন। দেখলেন যে, লোটা শূন্য। ফলে পানি উঠানোর জন্য বালতি কুয়ার মধ্যে ফেললেন। মন ছিল তাঁর নামাযে আর হাত ছিল দড়িতে। ধ্যান ছিল জামা'আতে শরীক হওয়ার দিকে। হঠাৎ করে দড়িতে পা জড়িয়ে যাওয়ায় ধপাস করে কুয়ায় গিয়ে পড়লেন।

হযরতের মামা মুহাম্মাদ শফী ছাহেবের বর্ণনা : যেহেতু বালতি ও দড়ি তাঁর সাথেই কুয়ায় পড়ে গেছে, এ জন্য আল্লাহর কুদরত বালতিকে উল্টো করে হযরতকে তার উপর বসিয়ে দেয়। এভাবে তিনি বালতির সাথেই পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকলেন।

যাই হোক, ফলাফল এটাই যে, মহান আল্লাহ তাঁর হিফাযত করেছেন। যখন তাঁর কুয়ায় পড়ে যাওয়ার দুর্ঘটনা ঘটে, তখন মাগরিবের নামায এক রাকাত হয়ে গিয়েছিল। সালাম ফেরানো শেষে লোকজন কুয়ার দিকে দৌড়ে গেল। হযরত রহ.-এর দাদী ছাহেবার ভাই ফয়েয আলী ছাহেব বললেন : মনে হয় রশীদ আহমাদ পড়ে গেছে। সবাই হতবাক হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। ভেতর থেকে আওয়াজ আসল : "ঘাবড়াবেন না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।" যখন তাঁকে বের করা হলো, তখন জানা গেল যে, পায়ের ছোট আঙুলে হাল্কা চোট লেগেছে মাত্র।

এ ঘটনা দ্বারা হযরত রহ.-এর দৃঢ়তা ও অবিচলতা, বিপদে ঘাবড়ে না যাওয়া, মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা, ইবাদাতের জন্য কষ্ট করা এবং কোনো অভিযোগ মুখে না আনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

এগুলো হলো ঐ সব গুণ, যা সাধারণ মানুষদের অনেক মুজাহাদা ও মেহনত করে অর্জন করতে হয়। কিন্তু এগুলো হযরতের মধ্যে তাঁর ছেলেবেলাতেই বিদ্যমান ছিল।

শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত গাঙ্গুহী রহ. যৌবনের প্রারম্ভেই স্বীয় মেঝ মামা মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী ছাহেবের নিকট ফারসী ভাষা পড়েন। যিনি ফারসী ভাষার সর্বজন স্বীকৃত উসতায ছিলেন।

কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি ফারসীর কিছু অংশ মাওলানা মুহাম্মাদ গাউছ ছাহেবের নিকটও পড়েছেন। ফারসী থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরত রহ.-এর আরবী ভাষা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি সরফ ও নাহুর প্রাথমিক কিতাবগুলো মাওলানা মুহাম্মাদ বখশ রামপুরী রহ.-এর নিকট পড়েন এবং এই উসতায থেকেই তিনি 'হিযবুল বাহর' ও 'দালায়িলুল খাইরাত' এর অনুমতি হাসিল করেন।

অতঃপর এই স্নেহশীল উসতাযের পরামর্শের উপর আমলকরত উলূমে আরবীয়্যাতে পূর্ণতাসাধনের উদ্দেশ্যে দিল্লি সফর করেন। যা তদানীন্তন সময়ে ছিল ইলম ও আদবের প্রধান কেন্দ্র।

এখানে বিভিন্ন উসতাযের দরসে তিনি উপস্থিত হন। কিন্তু কোনো স্থানেই মন বসেনি। হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়নি।

অবশেষে উসতাযুল কুল হযরত মাওলানা মামলূক আলী ছাহেব রহ.-এর দরসে পৌঁছলে হৃদয়-মনে প্রশান্তি নেমে আসে। এটা ১২৬১ হিজরীর ঘটনা। আর এখানেই কাসিমুল উলূম ওয়াল খাইরাত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী রহ.-এর সাথে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনিও মাওলানা মামলূক আলী ছাহেব রহ.-এর নিকট ইলম শিখতেন।

হযরত রহ. নিজ সাথী-সঙ্গী ও সতীর্থদের মধ্যে সব সময় শীর্ষে থাকতেন। আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার কারণে শিক্ষকবৃন্দ তাঁর দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। কখনো সবকে অনুপস্থিত থাকলে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য স্বয়ং শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত হতেন।

আর পবিত্র হাদীস তিনি কুদওয়াতুল উলামা, যুবদাতুস সুলাহা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী ছাহেব মুহাজিরে মাদানী রহ.-এর নিকট পড়েছেন।

হযরত শাহ ছাহেব রহ. অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। সুনানে ইবনে মাজার টীকা 'ইনজাহুল হাজাহ' হযরত শাহ ছাহেব রহ. এরই লেখা।

প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ

১। ফারসীতে মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী ছাহেব রহ. (সম্পর্কে আপন মামা) ও মৌলভী মুহাম্মাদ গাউছ ছাহেব রহ.।

২। আরবীতে উসতাযুল কুল হযরত মাওলানা মামলূক আলী ছাহেব রহ.।

৩। হাদীসে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী ছাহেব মুহাজিরে মাদানী রহ.

বিবাহ ও পবিত্র কুরআনের হিফয

একুশ বছর বয়সে তাঁর সম্মানিত দাদাজান তাঁর বিবাহ তাঁর আপন মামাতো বোন মুহতারামা খাদীজা রহ.-এর সাথে করিয়ে দেন।

বিবাহের পরপরই এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই নিজে নিজে কুরআনে কারীম হিফয করে ফেলেন এবং ঐ বছরই তারাবীহতেও শুনিয়ে দেন।

সন্তানাদি

১২৭৪ হিজরীর রবীউছ ছানী মাসে প্রিয় কন্যা সাফিয়্যা খাতুনের জন্ম হয়। ১২৭৮ হিজরীর জুমাদাস ছানিয়ায় প্রিয় পুত্র হাকীম মাসউদ আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৭ হিজরীর রজব মাসে মৌলভী মাহমূদ আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন। যিনি যৌবনকালেই ইন্তিকাল করেন। (তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)

বাইআত ও খিলাফত

সায়্যিদুত তায়িফাহ, কুতুবুল আলম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. [ইন্তিকাল ১৩১৭ হি.] এর হাতে বাইআত হন। এরপর তো তাঁর উপরই জীবন উৎসর্গ করেন।

বাইআতের সময় দীর্ঘ অবস্থানের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু একটানা ৪২ দিন অবস্থান হয়ে যায়। ৮ম দিন হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন, "মিঞা মৌলভী রশীদ আহমাদ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন সেটা আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম। আগামীতে এটাকে বাড়ানো আপনার কাজ।"

বিয়াল্লিশতম দিনে বিদায়ের সময় হযরত হাজী ছাহেব রহ. নসীহত করলেন : আপনার নিকট কেউ বাইআতের জন্য আসলে তাকে বাইআত করে নেবেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ. আরো বলেন : আমার নিকট আবার কে

দরখাস্ত করবে? হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন : "যেটা বলছি সেটা করবেন"। (তালীফাতে আশরাফিয়্যাহ)

ইমামে রাব্বানী আপন শাইখের দৃষ্টিতে

মাওলানা আব্দুল মুমিন বর্ণনাকারী। একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর নিকট অভিযোগ করে বলল : হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. আলেম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সুন্দর ব্যবহার পাওয়া যায় না!! এর প্রত্যুত্তরে হযরত হাজী ছাহেব রহ. বলেছিলেন : "মিঞা! গনীমত মনে কর যে মাওলানা লোক বসতিতে থাকেন। আমার রশীদ তো মালাকূতিয়্যতের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মানুষের সংশোধনের কাজ না নিতেন, তাহলে আল্লাহ জানেন যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকত। ইলমী খেদমত এবং অন্য একটি বড় কাজ তাঁর থেকে নেওয়া আল্লাহ পাকের মঞ্জুর ছিল এ জন্য কোমর ধরে নিচে নামানো হয়েছে এবং লোক বসতির মধ্যে তাঁকে রাখা হয়েছে।" (তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)

এতদ্ব্যতীত যদি ঐ সব চিঠি দেখা হয় যা হযরত হাজী ছাহেব রহ. হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর নামে পাঠিয়েছেন এবং অনেক উঁচু উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এর দ্বারাও বোঝা যায় যে, হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর মর্যাদা হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর দৃষ্টিতে কত উঁচু ছিল। দু-একটি উদাহরণ লক্ষ করুন : ১। "ফকীর ইমদাদুল্লাহ উফিয়া আনহুর পক্ষ থেকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরকতওয়ালা স্নেহাস্পদ মৌলভী রশীদ আহমাদ ছাহেব আম্মাত ফুয়ূযুহুম এর খেদমতে"!!

২। ফকীর ইমদাদুল্লাহ উফিয়া আনহুর পক্ষ থেকে উলূমে শরীয়ত ও তরীকতের ঝর্ণাধারা আমার স্নেহের মাওলানা রশীদ আহমাদ ছাহেব মুহাদ্দিছে গাঙ্গুহী সাল্লামাহুল্লাহু তা'আলার খিদমতে"!! (মাকাতীবে রশীদিয়্যাহ)

খলীফা ও ছাত্রবৃন্দ

এখানে মাত্র কয়েকজন খলীফা ও শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ 'তাযকিরাতুর রশীদ' গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।

খলীফাদের মধ্যে ৩১ জনের নাম 'তাযকিরাতুর রশীদে' লিপিবদ্ধ আছে।

১। হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ ছাহেব সাহারানপুরী রহ.

২। হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব দেওবন্দী রহ.

৩। হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী রহ.

৪। হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব রহ.

৫। মাওলানা মুহাম্মাদ রওশন খান ছাহেব রহ.

৬। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দীক ছাহেব মুহাজিরে মাদানী রহ.

৭। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

৮। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহেব রহ.

৯। হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ সালিহ ছাহেব রহ.

১০। হযরত মাওলানা কুদরতুল্লাহ ছাহেব রহ.

ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ :

১। মাওলানা হাকীম জামীলুদ্দীন ছাহেব নাগীনভী রহ.

২। মাওলানা হাকীম নাসীরুদ্দীন মিরাঠী রহ.

৩। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল কারীম পাঞ্জাবী রহ.

৪। মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দীক আহমাদ রহ.

৫। মাওলানা হামেদ হাসান দেওবন্দী রহ.

৬। মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব মুরাদাবাদী রহ.

৭। মাওলানা সাদিকুল ইয়াকীন ছাহেব রহ.

৮। মাওলানা হাফেয আহমাদ ছাহেব রহ.
মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ

৯। মাওলানা হাবীবুর রহমান উছমানী রহ.

১০। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব কান্ধলভী রহ. শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর পিতা। প্রমুখ। (তাযকিরাতুর রশীদ, তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)

বিনয় ও নম্রতা

হযরত রহ.-এর বিনয় এত বেশি ছিল যে, সাধারণ মুসলমানদের মাধ্যমে নিজের জন্য দু'আ করাতেন এবং বলতেন : "মানুষের সুধারণার কারণে নাজাতের আশা রাখি"। "من آنم کہ من دانم" অর্থাৎ "আমি জানি আমি কেমন"। বেশ কিছু চিঠিতে তিনি এভাবে লিখেছেন : "আমাকে দু'আর মধ্যে অবশ্যই শামিল রাখবে আর আল্লাহ করুন যেন তোমার ধারণা অনুযায়ী আমার সাথে আল্লাহ পাকের আচরণ হয়।"

একবার মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব নিজ কলবের অবস্থার কিছু অভিযোগ এর কথা বললেন যে, আমার তো কোনো উপকার ও প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয় না। মনে চায় যে, এসব ছেড়ে দিই।

হযরত রহ. তঁাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : "মিয়া! কাজ করতে থাক, হিম্মত হারিয়ো না। চলমান কাজ ছাড়ার কথা কে বলেছে? অনেক কিছুই হচ্ছে"।

তখন ঐ হাকীম ছাহেব আরয করলেন : "হযরত! কীভাবে আমি প্রশান্তি লাভ করব যখন আমি দেখতে পাচ্ছি কলবের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই"!

ঐ সময় হযরত রহ.-এর চোখে অশ্রু চলে আসে এবং ধরা গলায় বলেন : আল্লাহর বান্দা! তোমার নিজ মুরব্বীর কথার উপর ভরসা নেই? আমাকে দেখ না, সাধারণ মুসলমানদের সুধারণার উপর বেঁচে আছি।

মানুষ হযরতের সথে যত বেশি সম্মান ও মহব্বতের আচরণ করত হযরতের বিনয় ও নম্রতা তত বেশি বেড়ে যেত। আর এভাবে দু'আ করতেন : "হে আল্লাহ! আমি কেমন তা তো আপনি জানেন। কিন্তু আমার সাথে মানুষের সুধারণা অনুযায়ী আপনি আচরণ করুন"।

ক্ষমার গুণ :

মাওলানা সিরাজ আহমাদ ছাহেব একবার চেয়েছিলেন মৌলভী আহমাদ রেযা খানের গালিগালাজের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করার পরও হযরত এর অনুমতি দেননি। বরং বললেন, "এসবের উত্তর দিয়ে কী লাভ? শুধু সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। সে (তোমার) কথা মানবে এই আশা করা বৃথা।"

এমন পরিস্থিতিতে হযরতের কোনো কোনো খাদেম উত্তর লেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে হযরত তাদের আটকে দিয়েছেন এবং বলেছেন : "মানুষ যে পরিমাণ সময় কারো সমালোচনায় ব্যয় করে ঐ সময়টুকু যদি আল্লাহ আল্লাহ করে, তাহলে কতই না উপকার হতো"। (তাযকিরাতুর রশীদ)

গালিগালাজ ও কদর্য লেখার মাধ্যমে যে পরিমাণ কষ্ট তিনি মৌলভী আহমাদ রেযা খানের মাধ্যমে পেয়েছেন, এত কষ্ট অন্য কারো মাধ্যমে পাননি। কিন্তু আল্লাহর কসম! হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর মুখ থেকে সারাজীবনেও কখনো এমন কোনো কথা শোনা যায়নি, যার দ্বারা এটা জানা যায় যে, হযরত তাকে নিজের দুশমন মনে করেন।

ঐ সময় মৌলভী আহমাদ রেযা খানের কুষ্ঠরোগ হয়েছিল এবং রক্ত দূষিত হয়ে পড়েছিল। অনেকেই এটা ভেবে আনন্দিত হলো যে, হক্কানী উলামায়ে কেরামকে গালি দেওয়ার শাস্তি দুনিয়াতেই প্রকাশ পেয়ে গেল কিন্তু যখন একজন হযরতের খেদমতে আরয করল যে, "ব্রেলভী মৌলভী কুষ্ঠরোগী হয়ে গেছে" তখন হযরত ঘাবড়ে গেলেন এবং বললেন : "মিঞা! কারো বিপদে আনন্দিত হওয়া অনুচিত। আল্লাহ ভালো জানেন কার তাকদীরে কী লেখা আছে।"

একদিন হযরত ডাক মারফত আসা পত্রসমূহ শোনার উদ্দেশ্যে বসলেন। সর্বপ্রথম পত্র যেটা পড়া হলো, সেটা ছিল বোম্বে থেকে আসা একটি কার্ড, যাতে লেখা ছিল : "মৌলভী হেদায়েত রাসূলকে জনৈকা বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করার অপরাধে আদালত হতে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে"। কোনো কোনো শ্রোতা এ সংবাদ শুনে খুশী হলেন, যেহেতু এ লোক হযরত রহ. এর ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু হযরত রহ.-এর পবিত্র যবানে সঙ্গে সঙ্গে বের হলো : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মারেফতের সমুদ্র

মাওলা নগরের রঈস সায়্যিদ তাহির ছাহেব কসম খেয়ে বলেন : একদিন আমি আমার মুরশিদ হযরত মাওলানা ফযলে রহমান ছাহেব গঞ্জমুরাদাবাদী রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনা হচ্ছিল। ইত্যবসরে কোনো একজন হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর হালত জিজ্ঞেস করলেন। আমার খুব মনে আছে। হযরত মাওলানা ফযলে রহমান ছাহেব রহ. বলেছিলেন : "মাওলানা রশীদ আহমাদ রহ.-এর হালত সম্পর্কে কী জিজ্ঞেস কর! উনি তো মারেফতের সমুদ্র পান করে ফেলেছেন অথচ সামান্য ঢেকুরও তোলেননি অর্থাৎ আত্মতৃপ্তিতে ভোগেননি"।

সুন্নাতের অনুসরণ ও আত্মবিলোপের বিশেষ অবস্থা

সুন্নাতে নববীর অনুসরণ এবং শরীয়তের আনুগত্য, যা হযরতের তবিয়ত বনে গিয়েছিল এরই ফলাফল ছিল যে, দশ বছর পর উপস্থিত ব্যক্তিও হযরতকে ঐ অবস্থার উপরই দেখত যে অবস্থায় দশ বছর পূর্বে দেখেছে।

শরীয়তের অনুসরণের ক্ষেত্রে এত বেশি মযবুতি ও দৃঢ়তার এটাও ফলাফল ছিল যে, তাঁর অস্তিত্ব ও তাঁর চলাফেরা ও ওঠাবসাই সুন্নাতে নববীর আশেকদের জন্য বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ছিল।

এটাই সেই পরশ পাথর ছিল, যা দেখে বড় বড় আলেমগণ গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষের হেদায়েত নসীব হয়েছে।

দেওবন্দের দস্তারবন্দী জলসায় আছরের নামাযের সময় মানুষের ভিড় ও মুসাফাহার আধিক্যের দরূন তাড়াহুড়া সত্ত্বেও যখন তিনি জামাআতে শরীক হলেন, তখন কিরাআত আরম্ভ হয়েছিল। সালাম ফেরানোর পর দেখা গেল যে, তাঁর উদাস চেহারায় বিষণ্নতার গভীর ছাপ। তিনি ব্যথাভরা কণ্ঠে বলছিলেন : আফসোস! বাইশ বছর পর আজ তাকবীরে উলা ছুটে গেল!

(তাযকিরাতুর রশীদ)

ইন্তিকাল

১৩২৩ হিজরীর ১২ বা ১৩ জুমাদাল উলার রাত্রে হুজরা মুবারকে নফল নামায আদায় করছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট মুনাজাতে মশগুল ছিলেন। ইত্যবসরে দুই আঙুলের মধ্যে কোনো বিষাক্ত প্রাণী দংশন করে। মুনাজাতে বিভোর থাকার ফলে সাময়িকভাবে অনুভূত হয়নি। কিন্তু সুবহে সাদিকের পর দুই আঙুল ও কাপড়ের মধ্যে রক্তের লাল দাগ দেখা যায়। জায়নামাযও রক্তে ভেজা ছিল। এই জখমই মৃত্যুরোগের ভূমিকা হয়ে গেছে। কষ্ট বাড়তে থাকল। এর মধ্যে তীব্র জ্বরের হামলা হলো। অবশেষে ১৩২৩ হিজরীর জুমাদাল উখরা মুতাবিক ১৯০৫ ঈসায়ী সালের ১১ আগস্ট পবিত্র জুমু'আর দিন জুমু'আর আযানের পরপরই দুপুর সাড়ে বারোটা বাজে নিজ প্রভুর সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত মোট আটাত্তর বছর সাত মাস তিন দিন হায়াত পেয়েছেন।

উত্তরসূরিদের মধ্যে সাহেবজাদা মাওলানা হাকীম মাসউদ আহমাদ ছাহেব, নাতি সাঈদ আহমাদ বিন সাহেবযাদা মাহমূদ আহমাদ ছাহেব মরহুম এবং সাহেবযাদী সাফিয়্যা খাতুন ছিলেন।

রূহানী সন্তানদের সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব। যাঁরা আজ পূর্ব হতে পশ্চিমে তথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরতের উপর কিয়ামত পর্যন্ত রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমীন।

ফকীহ হিসেবে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর অবস্থান এবং তাঁর সংকলিত ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ

–হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.
মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই দারুল উলূমের শূরার সদস্য। এবং দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে মাদরাসার কল্যাণ ও উন্নতির কাজে তিনি সব সময় উদ্যোগী ছিলেন।

১২৯৭ হিজরীতে হযরত কাসিমুল উলূম ওয়াল খাইরাত কাসেম নানূতভী রহ.-এর ইন্তিকালের পর মাদরাসার সকল দায়িত্বশীলদের নজর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর দিকে নিবদ্ধ হয়। এবং তাঁকেই মাদরাসার প্রধান মুরব্বী বানানো হয়।

হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর এখানে ফতোয়ার আধিক্য ছিল। আর এখান থেকেই দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ার প্রাথমিক যুগ আরম্ভ হয়। আর ফিকহ-ফতোয়ার অধ্যায়ে ঐ যুগের পুরো জামা'আতের মধ্যে মহান আল্লাহ হযরত গাঙ্গুহী রহ.-কে বাছাই করে নিয়েছেন। ঐ যুগের সমস্ত উলামা মাশায়িখ ফতোয়ার ক্ষেত্রে হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়ার উপর আস্থা রাখতেন। আমি অধম আমার মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর নিকট থেকে নিজে শুনেছি যে, হযরত কাসেম নানূতভী রহ. হযরতওয়ালা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-কে এ যুগের আবূ হানীফা রহ. বলে আখ্যায়িত করতেন।

আর আমার মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গিও হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়ার ব্যাপারে এমনই ছিল।

আমার উসতাযে মুহতারাম, শাইখু মাশায়িখিল আছর, দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক ছদরে মুদাররিস, হযরাতুল আল্লাম মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ. বলতেন : এখন থেকে এক শতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত এই মানের ফকীহুন নফস উলামা কেরামের জামা'আতে নজরে পড়ে না।

হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর পবিত্র যবানে "ফকীহুন নফস" শব্দটি পরবর্তী যুগের ফকীহদের মধ্যে হয়ত 'আল বাহরুর রায়েক'-এর লেখকের ব্যাপারে শুনেছি অথবা হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর ব্যাপারে। এমনকি আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ.-এর জ্ঞান-গভীরতার স্বীকৃতি প্রদান করা সত্ত্বেও হযরত আনওয়ার শাহ ছাহেব রহ. তাঁকে "ফকীহুন নফস" বলতেন না।

যাই হোক, দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ার প্রাথমিক যুগ 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ'-এর মাধ্যমে আরম্ভ হয়। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের কথা যে, হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়ার অনুলিপি সংরক্ষণ করার কোনো ব্যবস্থাই শুরুর যুগে তো ছিল না। পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ কিছু ব্যবস্থা হলেও ঐ সব ফতোয়া প্রচার করার এবং হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর পুনরায় নজর বুলানোর সুযোগ হয়নি।

হযরতওয়ালা রহ.-এর ইন্তিকালের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরিত পত্রাবলিকে একত্রিত করে এ ফতোয়া সংকলন করা হয়েছে।

আর ইতোমধ্যে একটি সমস্যা এটাও দেখা দেয় যে, ১৩১৪ হিজরীতে (ইন্তিকালের ৯ বছর পূর্বে) হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি অনবরত পানি পড়ার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। নিজে লেখাপড়া থেকে অপারগ হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় অধিকাংশ পত্র এবং ফতোয়ার উত্তর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব কান্ধলভী রহ. (শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর আব্বা) লিখতেন। যার মধ্যে হযরত গাঙ্গুহী রহ. মাঝেমধ্যে কিছু কথা লেখাতেন। আবার কখনো বিষয়বস্তু বলে দিতেন যে, এ বিষয়ে লেখ। এ জন্য হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়ার যে পর্যায়ের নির্ভরযোগ্যতা হাসিল হওয়ার কথা ছিল, সেটার মধ্যে একটি বিশেষ সীমারেখা পর্যন্ত কমতি থেকে যায়।

'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ' নামে যে তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে কিছু কিছু মাসআলা এমনও আছে, যেগুলোর ব্যাপারে হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর খাস শাগরেদ, মুরীদ ও খলীফাগণ হযরতওয়ালার ফাতাওয়া প্রকাশিত ফতওয়ার বিপরীত বলে ব্যক্ত করে থাকেন।

এটার কারণ সম্ভবত এই যে, "ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া" কিতাবে যে ফতোয়া ছাপা হয়েছে, সেটা হয়তো হযরত রহ.-এর প্রথম জীবনের মত

ছিলো। পরবর্তিতে মত পরিবর্তন হয়েছে। পরবর্তি ও চূড়ান্ত মত সেটাই, যার কথা হযরতের খেদমতে অবস্থানকারী বড় বড় আলেমগণ ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ : দারুল হরবে (শত্রুকবলিত দেশ) সুদের ব্যাপারে 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাতে' ইমামে আযম আবু হানীফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী দারুল হরবে কাফেরদের থেকে সুদ নেওয়াকে নাজায়েয লিখেছেন। কিন্তু হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর একাধিক খলীফা এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. থেকে আমি বহুবার শুনেছি যে, হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়া এ ক্ষেত্রে ছাহেবাঈন (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.) ও অধিকাংশ ইমামের মতানুযায়ী ছিল। এবং এ কারণেই হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর পুস্তিকা 'তাহযীরুল ইখওয়ান'-এর উপর স্বাক্ষর করেননি। কেননা, ঐ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে হযরতের রহ. ভিন্ন মত ছিল।

এমনিভাবে سماع موتی বা মৃতব্যক্তি কবরে জীবিত মানুষের কথা শুনতে পায় কি না এ ব্যাপারে 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ'তে যে বিষয়বস্তু ছাপা হয়েছে, আমার উসতায ও মুরব্বী হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ. (সাবেক প্রধান মুফতী, দারুল উলূম দেওবন্দ) হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়া এ মতের বিপরীত বলতেন।

আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত।

সারকথা এটাই যে, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাথমিক যুগে ফতোয়ার আসল ভিত্তি হযরত গাঙ্গুহীই রহ. ছিলেন।

(দ্র : ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ। করাচী মুদ্রণ, পৃষ্ঠা : ৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড, ইমদাদুল মুফতিয়্যীন)

হযরতওয়ালা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর তাফাক্কুহের ব্যাপারে হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ.-এর সাক্ষ্য

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলতেন : হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতভী রহ. বলেন : "বর্তমান যুগে যদি কেউ এই কসম খায় যে, আজ আমি কোনো ফকীহকে অবশ্যই দেখব, তাহলে সে ঐ সময় পর্যন্ত স্বীয় কসম থেকে অব্যাহতি পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর রহ. সাথে সাক্ষাৎ না করবে।"

হযরত নানূতভী রহ.-এর এ কথাটির উদ্দেশ্য হলো : আমাদের এই অঞ্চলে শুধু হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. 'ফকীহ' বলার উপযুক্ত। অন্য কেউ নয়। (মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত রহ.)

কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মূল্যবান অসিয়্যতসমূহ

হামদ ও সালাতের পর

এটি একটি আম (সাধারণ) অসিয়্যত। সবাই পড়বেন, অন্যকে পড়ে শোনাবেন এবং সবাই আমল করবেন।

- ❒ নিজ সন্তানসন্ততি, স্ত্রী ও সকল বন্ধুকে গুরুত্বের সঙ্গে অসিয়্যত করছি যেন তারা শরীয়তের অনুসরণকে খুব জরুরী বিষয় মনে করে শরীয়ত অনুসারে আমল করে। দুনিয়ার বদ রসম বা কুপ্রথাসমূহের পেছনে পড়া খুবই খারাপ কাজ।
- ❒ পানাহার ও খাদ্যের স্বাদের পেছনে লেগে থাকা দ্বীন-দুনিয়ার খারাবীর মূল। এর থেকে খুব সতর্ক থাকবে।
- ❒ নিজ সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কাজ করার পরিণতি হলো অপদস্থ হওয়া। দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতে এর খেসারত দিতে হবে।
- ❒ মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করা মহান আল্লাহর মারাত্মক অসন্তুষ্টির একটি উপলক্ষ্য। এমন মানুষ দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়। আর আখেরাতেও দারুণ গঞ্জনার শিকার হবে। সকলের সাথে নরম ব্যবহার অপরিহার্য।
- ❒ মন্দ কাজ অল্প হলেও মন্দ। আর ভালো কাজ অল্প হলেও ভালো।
- ❒ লৌকিকতাপূর্ণ কাজ আনন্দ-বেদনার বিদআত থেকে মুক্ত হয় না। এর থেকে খুব সাবধান থাকবেন।
- ❒ মানুষ বা আত্মীয়-স্বজনের কটাক্ষ কিংবা সমালোচনার দরুন নিজ সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ করা অথবা শরীয়ত পরিপন্থী বা বিদআতী কাজ করা নির্বুদ্ধিতা। দ্বীন-দুনিয়ায় এর পরিণতি মারাত্মক।
- ❒ শরীয়ত অপচয়ের মারাত্মক নিন্দা করেছে। কুরআনে কারীমে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- ❒ আমার ইন্তিকাল হয়ে গেলে সামর্থ্য অনুসারে ঈসালে সাওয়াব করবেন। সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু একেবারেই করবেন না। শরীয়তবিরোধী কোনো লৌকিকতার আশ্রয় নেবেন না। যা কিছু হবে সুন্নাত অনুযায়ী হবে। (তাযকিরাতুর রশীদ, খণ্ড : ২, পৃ : ৩৪১)

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর অমীয় বাণী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. মুজাহাদার পর যদি মনে করে আমার তো কিছুই অর্জিত হয়নি, তাহলে সবকিছুই হাসিল হয়েছে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মুজাহাদা ও সাধনার পর যদি কেউ মনে করে যে, আমার কিছুই অর্জিত হয়নি, তাহলে ব্যস, সবকিছুই অর্জিত হলো।

২. সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ দায়িত্বে নেওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কখনো সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ নিজ দায়িত্বে নেবে না।

৩. কারো কাছে কোনো কিছু আশা করবে না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কারো নিকট থেকে কোনো কিছুর আশা করবে না। এমনকি আমার কাছ থেকেও কিছুর আশা করবে না। এ কথাটা দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতার মূল রহস্য।

৪. গুনাহ করে আফসোসের পরিবর্তে তাওবা করুন

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. জনৈক ব্যক্তির ভুলের উপর বললেন : কেন ঘটনা ছড়াচ্ছ? গুনাহ যখন হয়ে গেছে তখন তাওবা করে নাও।

৫. কঠোরতার মাধ্যমে সংশোধন হয় না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. জনৈক কঠোরতাকারী বক্তার ব্যাপারে বলেন : তিনি বেশি কঠোর ছিলেন। এত বেশি কঠোরতার দ্বারা সংশোধন হয় না।

৬. চাঁদা গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ

কেউ ব্যয় বহুল দ্বীনী কাজের পরিকল্পনা করে, চাঁদা সংগ্রহের দীর্ঘ ফিরিস্তি নিয়ে আসলে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলতেন : মিঞা! কেন মানুষের পেছনে পড়ে আছ? মসজিদ বা মাদরাসা যদি বানাতেই হয়, তাহলে কাঁচা দেয়াল তুলে বানিয়ে নাও। যদি সে বলত : হযরত! কাঁচা দেয়াল তো পড়ে যাবে! তখন বলতেন : মিঞা! পাকা দেয়ালও একসময় পড়ে যাবে। তো যখন পড়ে যাবে তখন আরেকটি বানিয়ে নেবে। কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের বন্দোবস্ত এর ফিকিরে কেন পড়ে আছ?

৭. মাদরাসা উদ্দেশ্য নয়, আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমাদের তো মাদরাসা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য। আর অযোগ্য ব্যক্তিকে মাদরাসার সদস্য বানানো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিপরীত কাজ। এ জন্য আমরা জেনে-শুনে এমনটি করব না।

৮. এক গ্লাস পানির শুকরিয়াও আদায় করতে পারবে না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মিঞা! আমরা তো মহান আল্লাহর দেয়া সামান্য এক গ্লাস পানির শুকরিয়াও আদায় করতে পারব না। অথচ এই শুকরিয়া আদায় করা হাজার বছর ইবাদতের তুলনায়ও বেশি দামি।

৯. ঘাবড়ে যেয়ো না। দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে থাক

শাইখুশ শুয়ূখ হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর একটি অমর বাণী সালিকদের সান্ত্বনার জন্য নকল করে বলেন : ঘাবড়ে যেয়োনা। দৃঢ়তার সাথে কাজ অব্যাহত রাখ।

১০. নফস থেকে যে পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি হবে ঐ পরিমাণই মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. নিজ উসতায হযরত শাহ আব্দুল গনী রহ.-এর বাণী নকল করে বলেন : নফস থেকে (অর্থাৎ, নফসের অবৈধ চাহিদা

পূরণ করা থেকে) যত বেশি দূরত্ব সৃষ্টি হবে, ততবেশী মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে।

১১. হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর পক্ষ থেকে বাইআতের তাকীদ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত হাজী (ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী) ছাহেব রহ. আমাকে বাইআতের জন্য খুব তাকীদ করেছেন, এ জন্য করে নেই। নতুবা ভেতর থেকে মন চায় না।

১২. পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ব ও আমাদের উদাসীনতা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হায় হায়! পৃথিবী কতই না ক্ষণস্থায়ী জিনিস অথচ আমরা কতই না উদাসীন।

১৩. সমস্ত যিকিরের সারকথা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সমস্ত যিকির-শোগল ও মুরাকাবার সারকথা হলো : মানুষের মনের মধ্যে সব সময় যেন মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিতির ধ্যান-খেয়াল থাকে।

১৪. মনোযোগ ছাড়াও মুখের যিকির উপকারী

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আল্লাহ পাকের যিকিরের মধ্যেই জীবনের উপকারিতা নিহিত। অন্যান্য সবকিছুই ক্ষতি আর ক্ষতি। কারো যদি যিকিরের মধ্যে কলব উপস্থিত না থাকে এবং যিকির শুধু মুখে মুখেই সীমাবদ্ধ থাকে তবুও তা উপকারহীন নয়।

১৫. শরীয়তের অনুগত ব্যক্তি শরীয়তবিরোধী ব্যক্তি হতে ভালো

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ঐ ব্যক্তি যে শরীয়তের অনুসারী, যদিও তার অন্তরে নূর না থাকে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যার অন্তরে নূর আছে বলে মনে হয় কিন্তু সে শরীয়তের খেলাফ চলে।

১৬. কারো সমালোচনার পরিবর্তে আল্লাহর যিকিরের মধ্যে লেগে থাকায় উপকার

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মানুষ যে পরিমাণ শক্তি কারো বদনাম করার মধ্যে ব্যয় করবে, ঐ পরিমাণ সময় যদি আল্লাহ আল্লাহ করে তাহলে কতই না উপকার।

১৭. আল্লাহ পাক যতটুকু তাওফীক দেন করতে থাকুন। হিম্মত হারাবেন না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বারবার বলতেন : আল্লাহ পাক যতটুকু করার তাওফীক দেন ততটুকুই করতে থাকুন। হিম্মত হারাবেন না। যদি কলবে প্রতিক্রিয়া নাও হয়, তারপরও যবানের দ্বারা যিকির হওয়া কি কম উপকারী? যখন যবান মহান আল্লাহর স্মরণের কারণে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে, তখন কলবও বেঁচে যাবে।

১৮. কাশফ ও কারামাত সত্ত্বেও অহংকারী ব্যক্তির কিছুই হাসিল হয় না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বলেন : কোনো ব্যক্তি যতই পরহেযগার হোক না কেন, যত কাশফ ও কারামাতই তার থেকে প্রকাশ হোক না কেন, মানুষের অন্তরে সে যতই প্রভাব সৃষ্টি করুক না কেন, কিন্তু যদি তার অন্তরে অহংকার থাকে। ব্যস, তাহলে বুঝে নাও তার দ্বারা কিছুই হবে না।

১৯. মুরীদের এ কথা চিন্তা করা যে 'আমার সংশোধনের পরে আমি মানুষদেরও সংশোধন করব' এটা ফাসেদ নিয়্যত!!

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. জনৈক বুযুর্গের নাম নিয়ে বললেন : তাঁর সাহচর্যে এক ব্যক্তি বহু বছর থাকার পর অভিযোগ করল যে, কলবের হালত সংশোধিত হয়নি। ঐ বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন : মিঞা! সংশোধন বলতে তোমার উদ্দেশ্য কী? ঐ মুরীদ উত্তর দিল : হযরত! আপনার থেকে যে নেয়ামত পাওয়া যাবে, সেটা আপনার থেকে নিয়ে অন্যদের পৌঁছাব। শাইখ বললেন : ব্যস, এ নিয়্যতই হলো সমস্ত অনিষ্টের মূল। কেননা, শুরু থেকেই

পীর সাহেব হওয়ার ধান্ধা। এই বেহুদা খেয়াল অন্তর থেকে বের করে দাও। আর এটা খেয়াল কর যে, মহান আল্লাহ আমাকে এই যে বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত দিয়েছেন সেটার শুকরিয়া ও বন্দেগী আমার উপর ফরয। সুতরাং যারা এই আশায় যিকির ও শোগল করে বা নামায পড়ে যে, এর দ্বারা আমার উপকার অর্জিত হবে, এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা। তাদের নিয়্যত সঠিক নয়।

কিসের লাভ? কিসের পারিশ্রমিক? এই শরীর, এই চোখ, এই নাক, এই কান, এই ইন্দ্রিয়সমূহ যা মহান আল্লাহ আমাদের দিয়ে রেখেছেন। প্রথমে এগুলোর শোকর আদায় করে ফারেগ হোন। অতঃপর লাভ ও পারিশ্রমিকের আশা রাখুন।

২০. ফারায়েয ও সুনানে মুয়াক্কাদার পর আল্লাহ পাকের যিকিরেই বন্দেগীর ফায়েদা

হাফেয যাহিদ হাসান ছাহেব রহ.-এর একটি প্রশ্নের উত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ফরয ও সুন্নাতসমূহই আসল। এরপর আল্লাহ পাকের যিকিরের মধ্যেই আছে বন্দেগীর ফায়েদা। বাকি সব হলো ক্ষতি। যিকিরের মধ্যে যদি মন নাও বসে, স্রেফ যবান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে তারপরও তা উপকার শূন্য নয়।

২১. সময়ের পিতা এবং সময়ের সন্তান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কেউ হন সময়ের পিতা। আবার কেউ হন সময়ের সন্তান। সময়ের পিতা হলেন ঐ ব্যক্তি, হালত যার অনুগত থাকে অর্থাৎ যখন ইচ্ছা নিজের মধ্যে প্রাবল্যের কাইফিয়ত সৃষ্টি করতে পারে। আবার যখন ইচ্ছা তখন সেটাকে প্রতিহতও করতে পারে।

পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি সময়ের সন্তান, যে উভয় অবস্থায় অপারগ। এই বিশেষ অবস্থা সে আনতেও পারে না। ঠেকাতেও পারে না।

২২. ছাহেবে হাল

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একবার বলেন : যার কলবে যিক্‌রের প্রতিক্রিয়া চলে আসবে, ঐ ব্যক্তি দূরদৃষ্টিসম্পন্নদের নিকট 'ছাহেবে হাল' বা

বিশেষ অবস্থার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ঐ প্রতিক্রিয়া যা তার শরীরে প্রকাশ পায় যাকে আহলে যাহের 'হাল' বলে থাকে তার জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। অনেকের প্রাথমিক পর্যায়ে সৃষ্টি হয়। এরপর এ বিশেষ অবস্থা চলে যায়। আবার অনেকের মাঝপথে আসে, শেষে দূর হয়ে যায়। আবার অনেকের শেষে আসে এবং তা বজায় থাকে। আবার অনেকের মাঝপথে সৃষ্টি হয় এবং দূর হয় না। আবার অনেকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণস্বরূপ হযরত শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর কথা বললেন। এরপর বলেন। আবার অনেকের এ অবস্থা একেবারেই হয় না। উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য এটা কোনো জরুরী জিনিস নয়।

২৩. হাকীকতে হাল

একদিন জনৈক ব্যক্তি "হাল" এর হাকীকত বা বাস্তবতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এর উত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে একটি পশুশক্তি রাখা আছে। আর পশুদের শক্তি বিভিন্ন ধরনের হয়। কেননা পশুত্বের সম্পর্ক হলো এ জগতের সাথে। এর সাধ্য নেই সে শান্তি পায়। আবার প্রতিটি মানুষের মধ্যে 'রূহ' বা আত্মা আছে। এর সম্পর্ক হলো উর্ধ্ব জগতের সাথে। ঐ জগৎই তার শান্তির উপলক্ষ্য। যখন রূহ ঐ জগতের দিকে চলে তখন ঐ পশুত্বের কষ্ট হয়। তখন তার মধ্যে নড়াচড়া ও অস্থিরতা আরম্ভ হয়ে যায়। এখন এই পশুত্ব যদি দুর্বল হয়, তাহলে সে পরাজিত হয়ে বেহুঁশ হয়ে যায়। আর রূহ নিজ কাজ অব্যাহত রাখে। আর যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে কিছুক্ষণ ছটফট করে বেহুঁশ হয়ে যায়। আর যদি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়, সে ক্ষেত্রে রূহ নিজ কাজ করতেই থাকে। আর এদিকে সে ছটফট করতে থাকে। সর্বশেষে ঐ সময় অনুযায়ী বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যদি কারো মধ্যে বাঘের শক্তি থাকে, তাহলে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে তার মধ্যে শৌর্য ও সাহসিকতা চরম পর্যায়ে বেড়ে যায়। এ বিষয়বস্তুটি হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. নিজ গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছেন।

২৪. হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর স্বর্ণ বানাতে নিষেধ করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবার আমি হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা মুআযযামায় যাই। সেখানে একজন দরবেশ ছিলেন। তাঁর নাম হলো সাইয়্যেদ কাসেম নকশবন্দী। মক্কাবাসী তাঁকে খুব মান্য করত।

জনৈক ব্যক্তি তাঁর সামনে নকশবন্দিয়া সিলসিলার বুযুর্গদের ব্যাপারে অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলত। তিনি খুব ধৈর্য ধরতেন। একদিন গোস্বা হয়ে ঐ ব্যক্তির ওপর 'তাওয়াজ্জুহ' দিলেন। ফলে সে ছটফট করতে লাগল।

কাবা শরীফের প্রতিবেশীগণ যখন দেখলেন যে, এ ব্যক্তি এখন মারা যাবে, অবস্থা বড় খারাপ তখন খাটিয়ার উপর রেখে রশি দ্বারা বেঁধে তার বাড়িতে পৌঁছে দিল। আট দিন পর্যন্ত সে ছটফট করতে থাকল। অবশেষে তার আম্মা সাইয়্যেদ ছাহেবের নিকট মাফ চাইলে তিনি পানি পড়ে দম করে দিলেন এবং বললেন : তোমার বার্ধক্যের উপর আমার দয়া এসেছে নতুবা আমি কস্মিনকালেও তাওয়াজ্জুহ সরাতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত তার রূহ বের হয়ে না যেত।

তো হযরত হাজী ছাহেব রহ. আমার নিকট এ বুযুর্গের প্রশংসা করেছেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছি। খুব মহব্বতের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ দিয়েছেন এবং বলেছেন : এ যুগে হালাল খাদ্য খুব কঠিন হয়ে গেছে অথচ এর অনেক প্রয়োজন। আমি কারো নিকট থেকে কিছু নেই না। নিজেই স্বর্ণ বানাই। তুমিও শিখে নাও। আমি অস্বীকার করার পরও যখন তিনি বেশি পীড়াপীড়ি করলেন, তখন আমি আরয করলাম যে, হযরত! এখন তো এ পরিমাণ সময় নেই যে, আপনি আমার সামনে বানাবেন আর আমি দেখব। আর এটা ভালোও মনে হয় না যে, হজ্বে এসে স্বর্ণ বানাব। আপনার পক্ষ থেকে বেশি পীড়াপীড়ি থাকলে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিন। ফলে তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন এবং বললেন, যদি কিছু ভুলে যাও তাহলে আমার নিকট পুনরায় জিজ্ঞেস করে নিবে।

আমি এই সব কাহিনী হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর নিকট উল্লেখ করলাম। হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন : তুমি কখনো এটা বানিয়ো না। বরং ঐ স্বর্ণ বানানোর ব্যবস্থাপত্রও অন্তর থেকে মুছে ফেল। কেননা, এতে তাওয়াক্কুলের ক্ষতি হয়। আমি এমনটিই করেছি। অর্থাৎ এ ব্যবস্থাপত্রটি ঐ

সময় ব্যাগের মধ্যে ভরে রেখেছি। আর এটা চিন্তা করেছি যে, আমার বন্ধু হাকীমজী বলেছিলেন : আমার জন্য কিছু একটা নিয়ে এসো। ব্যস, এই তোহফা তাঁর জন্য ভালো মনে হয়েছে। দেশে ফেরার পর মরহুম হাকীম যিয়াউদ্দীন যখন আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলেন তখন ঐ কাগজটি যেমন ছিল ঠিক সেভাবেই তাকে দিয়ে দিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার কোনো প্রয়োজন আটকে থাকেনা।

২৫. গুরু নানকের কারামতের কারণে শিখরা তাকে মান্য করে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : গুরু নানক, যাকে শিখরা খুব মান্য করে, হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন শাকারগঞ্জ রহ.-এর খলীফাদের মধ্যে একজন। যেহেতু মাজযূব বা আল্লাহর ধ্যানে আত্মহারা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এ জন্য তার অবস্থা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে। কোনো কোনো মুসলমান তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আবার অন্যান্য সম্প্রদায় কাশফ ও কারামত অবলোকন করে তাকে মানতে আরম্ভ করেছে।

২৬. শাইখের তাসাওউর দু-প্রকার

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : খেয়াল দু-ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো আসা, যেমন সন্তানের খেয়াল আসা। যেটা আপনা আপনিই চলে আসে। এভাবে যদি মহব্বতের কারণে শাইখ বা পীর ছাহেবের তাসাওউর বা খেয়াল মনের মধ্যে চলে আসে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আরেকটা হলো খেয়াল আনা। অর্থাৎ জোরপূর্বক খেয়ালকে হাজির করা। তো এর কোনো প্রয়োজন নেই।

২৭. যিকরে ইলাহীর উপকারিতা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল : মিঞা! তোমার কোনো পীর আছে? তখন ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলল : পীর তো আমার অনেক আছে তবে দুই জন পীর হলো আমার আসল পীর। এক হলো তোতা পাখি। আরেক হলো সিপাহী। ব্যাপার এই যে, আমার মহল্লায় একজন সিপাহী থাকত। সব সময় সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে উর্দি পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে বাদশাহের নিকট নিজ চাকরিস্থলে চলে যেত। আমি তাকে দেখতাম, শেষে একদিন আমার খেয়াল হলো : যদি এই সিপাহী

একদিন নিজ চাকরিতে না যায়, তাহলে বাদশাহ তাকে অব্যাহতি দিয়ে দিবে। ঠিক তেমনিভাবে যদি তুমি আপন প্রভু আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহুর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাও, তাহলে তোমাকেও ঐ সিপাহীর মতো অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে। ব্যস, ঐ দিন থেকেই আল্লাহ পাকের যিকিরে লেগে গেছি। কখনো এর মধ্যে অবহেলা করি না।

আর তোতা পাখির পীর ছাহেব হওয়ার ঘটনা এই যে, আমার মহল্লায় আমার এক প্রতিবেশী তোতা পাখি পালত। ঐ তোতা পাখিটি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে মানুষদের আনন্দ দিত। একদিন একটি বিড়াল এসে তোতাটিকে খামচে দিল। বিড়ালের থাবা যখন ঐ তোতার উপর পড়ল, তখন সে 'টী, টী' ব্যতীত আর কিছুই বলতে পারল না। সমস্ত মন ভুলানো বুলি সে ভুলে গেল।

আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম। ঐ সময়ই মনের মধ্যে এ অনুভূতি আসল যে, এভাবেই মৃত্যু যখন মানুষকে ছোবল মারবে, তখন মানুষ সবকিছু ভুলে যাবে। শুধু ঐ আসল অবস্থা যা তার স্বভাব বনে গিয়েছিল, সেটাই মনে থাকবে। ফলশ্রুতিতে আমি সবকিছু বাদ দিয়ে মহান আল্লাহর স্মরণে লেগে গেছি, যাতে ইন্তিকালের সময় আল্লাহ পাকের স্মরণ ব্যতীত আর কিছু মুখ থেকে বের না হয়।

আমরাও আল্লাহর যিকির এ জন্যই করব যাতে ইন্তিকালের মুহূর্তে একমাত্র আল্লাহর নামই মুখ দিয়ে বের হয়।

২৮. স্বপ্নে হজ্ব করার ব্যাখ্যা এবং এ প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্য ঘটনা

একদিন আনুমানিক সকাল দশটায় হযরত গাঙ্গুহী রহ. বিছানায় শুয়ে ছিলেন। চোখ লেগে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে বললেন : আমি এ মুহূর্তে স্বপ্নে দেখলাম যে, মক্কা শরীফে হজ্বে আছি।

অতঃপর বলেন : হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর নিকট যদি কেউ স্বপ্নে হজ্ব করতে দেখার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতেন তাহলে হাজী ছাহেব রহ. বলতেন : "তুমি হজ্ব করবে"। কিন্তু আমি এর সাথে একটি কথা সংযুক্তি করেছি। সেটা হলো : যদি হজ্বে যেতে না পার তাহলে হজ্বের সওয়াব অবশ্যই পাবে।

ব্যাপার এই যে, একবার এক বুযুর্গ হজ্বে গমন করেন। হজ্ব শেষে একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, জনৈক ব্যক্তি বলছে : এ বছর ৩ লক্ষ মানুষ হজ্ব করেছে। কিন্তু কারো হজ্ব কবূল হয়নি। শুধু একজন যিনি হজ্বে না আসা সত্ত্বেও তাঁর হজ্ব কবূল হয়েছে। তখন ঐ বুযুর্গ ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন বড় আশ্চর্যজনক কথা! হজ্বে না আসা সত্ত্বেও তাঁর হজ্ব কবূল! এটা কীভাবে সম্ভব? ঐ ব্যক্তি উত্তরে বললেন : অবশ্যই কবূল হয়েছে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বুযুর্গ স্বপ্নের মধ্যেই বললেন : আচ্ছা ঐ ব্যক্তির নাম-ঠিকানা আমাকে বলুন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব। ঐ ব্যক্তি নাম-ঠিকানা বলে দিলেন যে, অমুক শহরে থাকে। এরপর তাঁর চোখ খুলে গেল।

খোঁজ-খবর নিয়ে বুযুর্গ ঐ ব্যক্তির ঠিকানা বের করে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি এমন কী আমল করেছেন যদ্দরুন এত বড় পুরস্কার পেয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন : আমি তো ফরয নামায ব্যতীত এমন বিশেষ কোনো আমল আমার মধ্যে দেখি না। বুযুর্গ বললেন : চিন্তা করে দেখুন, নিশ্চয়ই এমন কোনো আমল আছে যা আপনার আমলনামায় হজ্বে মাবরুর এর সাওয়াব লিখিয়েছে।

পরিশেষে ঐ ব্যক্তি বললেন : হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি এক বছর হজ্বের জন্য টাকা জমা করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত সামান পুরো হয়ে গিয়েছিল। শুধু রওয়ানা হতে দেরি। আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। এক রাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। মধ্যরাতে সে আমাকে জাগিয়ে বলল : আমার গোশত খেতে খুব মনে চাচ্ছে। আমি বললাম : আল্লাহর বাঁদি! এত রাত্রে আমি কোথা থেকে গোশত আনব? সে জিদ করল এবং বলল, যেখান থেকেই হোক না কেন আমাকে গোশত এনে খাওয়ান। আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। এবং শুধু স্ত্রীর মন খুশী করার জন্য 'আচ্ছা' বলে ঘর থকে বের হয়ে আসলাম। বের হওয়ার পর এক প্রতিবেশীর বাসা থেকে গোশতের গন্ধ আমার নাকে আসল। আমি সেদিকে গেলাম এবং দরজায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীকে আওয়াজ দিলাম। সে বেচারা আমার আওয়াজ শোনামাত্রই ঘাবড়ে গিয়ে বের হয়ে আসল। আমি বললাম : তোমার এখানে গোশত রান্না হচ্ছে। আমার গর্ভবতী স্ত্রী গোশত খাওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেছে আর আমার কাছে খুব পীড়াপীড়ি করেছে এ জন্য দয়া করে আমাকে অল্প গোশত দাও। সে আমার আবেদন শুনে চুপ হয়ে গেল আর গর্দান ঝুঁকিয়ে বলল :

গোশত তো আমার ঘরে অবশ্যই রান্না হচ্ছে কিন্তু এটা আপনার খাওয়ার উপযোগী নয়। আমি বললাম : এটা আবার কেমন গোশত যা তুমি খেতে পার অথচ আমি খেতে পারব না? সে বলল : আমার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস কর। যদি এটা তোমার খাওয়ার উপযোগী হতো, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে দিতে কোনো কার্পণ্য করতাম না। অবশেষে যখন আমি খুব বেশি পীড়াপীড়ি করলাম যে, বল এটা কিসের গোশত? তখন সে বাধ্য হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলতে লাগল : আমার পুরো পরিবার ৪ দিন যাবৎ অনাহারে আছে। সর্বশেষে বাধ্য হয়ে আমরা একটা কুকুর যবেহ করি এবং এখন সেটার গোশত রান্না হচ্ছে, যাতে সেটা খেয়ে আমরা জান বাঁচাতে পারি।

আমার প্রতিবেশীর এ কথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। আস্তে করে আমার ঘরে গেলাম। মনে মনে নিজেকে খুব ধিক্কার দিচ্ছিলাম যে, আমার প্রতিবেশীর এমন করুণ অবস্থা যে, এখন হারাম জিনিসও তার জন্য হালাল হয়ে গেছে আর তুমি কিনা হজ্বের ইচ্ছা করে বসে আছ। আমি চুপে চুপে জমাকৃত সব টাকা বের করে ঐ প্রতিবেশীকে এই বলে দিয়ে আসলাম যে, নাও, নিজ প্রয়োজন পুরা কর। সে নিতে যতই লজ্জা করছিল, আমি জোরপূর্বক তাকে দিয়েই দিলাম। ব্যস, সম্ভবত এই একটি আমলই আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে কবূল হয়েছে।

বুযুর্গ বললেন : মুবারক হোক। মিঞা! নিশ্চয়ই এটাই সেই আমল যার বরকতে তোমাকে হজ্বে শরীক মনে করা হয়েছে এবং লক্ষ হাজীদের মধ্যে তোমাকে কবূল করা হয়েছে।

২৯. আমি আল্লাহর সন্ধানে এসেছি স্বর্ণের সন্ধানে নয়

পীরজী মুহাম্মাদ জাফর ছাহেব একদিন আরয করলেন : হযরত! স্বর্ণ কিভাবে তৈরি হয়? বিভিন্ন বস্তু মিশানোর দ্বারা নাকি কুদরতী জড়পদার্থ দ্বারা? হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : স্বর্ণ তৈরি হয় বিভিন্ন উপকরণ মিলানোর দ্বারা। কিন্তু তুমি কখনো এটা শিখবে না। জনৈক বুযুর্গ আমাকে স্বর্ণ বানানোর ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন। আমি কখনো ঐ ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী স্বর্ণ বানানোর ইচ্ছাও করিনি। আর সেই ব্যবস্থাপত্র এখন আমার মনেও নেই।

আমাদের শাইখ হযরত হাজী ছাহেব রহ. একদিন বলেছেন : এক ব্যক্তি আমাকে স্বর্ণ বানানোর নিয়ম-কানূন বলেছিল। এবং বলেছিল যে, এই অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র দ্বারা স্বর্ণ তৈরি হবে। আমি ঐ ব্যক্তিকে বললাম : আমি হিন্দুস্তান ছেড়ে মক্কা মুআযযমায় এসেছি আল্লাহ পাকের সন্ধানে, স্বর্ণের সন্ধানে আসিনি।

৩০. শাহ কামীস রহ.-এর মাজার এর তাহকীক

পীরজী ছাহেবই রহ. বলছেন : একজন সূফী-প্রকৃতির মানুষ একবার আমাকে বললেন : শাহ কামীস রহ.-কে সাডহুরায় দাফন করা হয়নি। এমনিই মাজার বানিয়ে প্রসিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একজন নেককার সূরত মানুষের মুখে এ কথা শুনে আমার মনে সংশয় সৃষ্টি হলো এবং নিয়্যত করলাম যে, হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর নিকট বিষয়টি তাহকীক করব। কিছুদিন পর যখন গাঙ্গুহ আসলাম তখন এই ঘটনা মনে পড়ল। সত্যায়নের উপরিউক্ত কথার সত্যাসত্য যাচাইয়ের নিয়্যতে আমি হযরতের নিকট গিয়ে বসতে চাচ্ছিলাম যে, হযরতের সাথে কথা বলব কিন্তু হযরতের ভয়ে বলতে সাহস পাইনি।

কিছুক্ষণ পর হযরত নিজেই ইরশাদ করেন : যে সময় হযরত হাজী ছাহেব (র.) পাঞ্জলাসায় অবস্থান করছিলেন, রাও সিরাজুদ্দীন খান নাহীরাহ ও রাও আব্দুল্লাহ খান গাঙ্গুহ আসেন। আমি হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁদের সাঙ্গে পাঞ্জলাসা যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। যখন সাডহুরায় পৌছলাম, তখন শহরের ভিতরে যাইনি, বরং শাহ কামীস রহ.-এর মাজারে উপস্থিত হলাম। অতঃপর পাঞ্জলাসায় রওয়ানা হয়ে গেলাম। সেখানে পৌছে হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর নিকট আরয করলাম, হযরত! এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে যে, হযরত কামীস রহ.-কে নাকি সাডহুরা খানকায় দাফন করা হয়নি। এ কথা শুনে আমাদের শাইখ বললেন : তোমার নিকট যে ব্যক্তি এ কথা বলেছেন তিনি ভুল বলেছেন। হযরত শাহ কামীস রহ.-এর মাযার এখানেই। তিনি এখানেই শুয়ে আছেন।

আমাদের মুরশিদ হযরত হাজী ছাহেব রহ. বলতেন : আমার উপর হযরত শাহ কামীস রহ.-এর অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। কেননা, তিনি শাহ রহম আলী রহ.-এর সিলসিলায় বাইআত ছিলেন।

৩১. যে কাজের জন্য এসেছ ঐ কাজ কর

একদিন হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.-কে লক্ষ্য করে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মিঞা মৌলভী সাইয়েদ! এই যে তুমি মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে ভারতে এসেছ নিশ্চয়ই চা পান করাতে আসনি। যে কাজের জন্য এসেছ ঐ কাজ কর। অনর্থক ঝগড়ায় নিজ সময় নষ্ট করা অনুচিত।

অতঃপর বলেন : একদিন হযরত বাবা ফরীদ রহ. দাড়ি পরিপাটি করাচ্ছিলেন। বারবার আল্লাহ আল্লাহ করছিলেন। ক্ষৌরকার বলল : হযরত! কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ আল্লাহ বলা স্থগিত রাখুন। নতুবা ঠোঁট মুবারক কেটে যাবে। হযরত বাবা ছাহেব রহ. বললেন : "আমি ঠোঁট কাটার উপর ধৈর্য ধরতে পারব। কিন্তু আল্লাহর যিকর ছেড়ে দেয়ার উপর ধৈর্য ধরতে পারব না"।

৩২. আমাদের এখানে কাজই হলো আল্লাহ আল্লাহ করা। ভূতের সাথে কে থাকবে?

একদিন মীরাঠের এক ব্যক্তি হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল যে, হযরত! আমার স্ত্রীর উপর জ্বিনের আছর আছে। লোকেরা বলে যে, মামু আল্লাহ বখশ। হযরতওয়ালা বলেন : ভাই! ইলাহ বখশের পরিচয় হলো : কখনো হাসবে। কখনো কাঁদবে। হক হক করা। অথবা কুরআনে মাজীদের আয়াত তিলাওয়াত করা। যে রোগীর এ অবস্থা হবে তার ব্যাপারে বুঝবে যে সে ইলাহ বখশ। আমাদের কাজ তো শুধু আল্লাহ আল্লাহ করা। ভূতের সাথে কে থাকে?

এরপর হযরতওয়ালা বলেন : আমাদের ওখানে একজন মানুষ আছেন। তার নাম পীরজী গোলাম মুহাম্মাদ। তিনি অধিকাংশ সময় জ্বিন হাজির করার তদবীর করেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন : একদিন আমি বাইরে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। দুইজন মানুষ আমাকে জঙ্গল থেকে উঠিয়ে নিয়ে পাকা গিরাই এর জঙ্গলে নিয়ে ছেড়ে দিল। সেখানে দেখলাম হাজার হাজার মানুষের ফৌজ, সবাই আমার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত। সবাই বলছে : একে মার, একে মার, আমি খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত ও হয়রান ছিলাম যে, দেখি এখন কী হয়? হঠাৎ সাদা দাড়িওয়ালা একজন বয়স্ক ব্যক্তি আসলেন এবং ঐ লোকদের সম্বোধন করে বললেন : মিঞারা! তোমরা একে ছেড়ে দাও। একে

কেন মারতে চাও? এরপর ঐ বুযুর্গ আমাকে সেখান থেকে উঠিয়ে গাঙ্গুহের জঙ্গলে ছেড়ে দিলেন। আর বললেন যে, সামান্য টাকা-পয়সার লোভে এই যে তুমি জ্বিন হাজির করার তদবীর কর এটা ছেড়ে দাও। নতুবা আজ তোমার জান চলে যেত।

এরপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ঘটনাক্রমে মৌলভী মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব আগমন করলে আমি এ কিচ্ছা পীরজী গোলাম মুহাম্মাদের মুখেই মৌলভী ছাহেবকে শুনিয়ে দিয়েছি।

৩৩. বালকদের বাইআত না করার কারণ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বলেন : শাইখ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী এবং হযরত শাহ কামীস রহ.-এর যুগ একই ছিল। এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।

একদিন হযরতের খিদমতে দাড়িবিহীন একটি ছেলে উপস্থিত হলো। এবং বাইআতের দরখাস্ত করল। তিনি বাইআত করেননি। বরং এ কিচ্ছাটি বর্ণনা করলেন যে, একদা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী সেরহেন্দী রহ.-এর আব্বা বাইআত হওয়ার উদ্দেশ্যে শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর বয়স কম ছিল। হযরত বললেন : তুমি ইলম অর্জন কর। ইলম অর্জনের পর আমার ছেলে রুকনুদ্দীন এর নিকট বাইআত হয়ে যেয়ো। ফলশ্রুতিতে এমনটিই হয়েছে, হযরত শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর ইন্তিকালের পর হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ.-এর সম্মানিত পিতা গাঙ্গুহ এসে মৌলভী রুকনুদ্দীন ছাহেব রহ.-এর নিকট বাইআত হয়েছেন এবং সিলসিলার ফয়েয হাসিল করেছেন।

এরপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন "এ জন্যই আমি ছোট বালকদের বাইআত করি না। ছেলেরা! তোমরা ইলম হাসিল করো। ইলম হাসিল হওয়ার পরে বাইআত হয়ে যেয়ো।"

৩৪. দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ.কে বন্দী করা আর শাহ নিযামুদ্দীন রহ.কে দেশান্তরিত করে দেওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : শাহ্ নিযামুদ্দীন বলখী রহ. এবং মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ.-এর যুগ একই ছিল।

দিল্লী-সম্রাটের নিকট কেউ একজন চোগলখোরী করে বলল : বাদশাহ যাতে মরে যান এই বদ দু'আ করানোর উদ্দেশ্যে শাহযাদা মুজাদ্দিদ ছাহেব রহ. ও শাহ নিযামুদ্দীন ছাহেব রহ.-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল।!!

এটা শুনে দিল্লী-সম্রাট গোস্বা হয়ে হযরত মুজাদ্দিদ রহ.কে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখে। আর শাহ নিযামুদ্দীন ছাহেব রহ.-এর জন্য দেশান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। ফলশ্রুতিতে হযরত শাহ ছাহেব রহ. থানেশ্বর হতে বলখ তাশরীফ নিয়ে যান। এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

সে দিন থেকেই তিনি এই হিন্দুস্তানকে 'দারুল কুফর' বলে থাকেন। আর এ জন্যই আল্লাহর ওলীগণ এখানে থাকেন না। আর যাঁরা থাকেন তাঁরা শুধু হেদায়েতের উদ্দেশ্যে থাকেন।

৩৫. কলন্দর ছাহেব রহ.-এর মাযার প্রসঙ্গে

মৌলভী বিলায়াত হুসাইন ছাহেব একদিন জিজ্ঞাসা করেন : হযরত! কলন্দর ছাহেব রহ.-এর মাযার কর্নাল ও পানিপথ উভয় স্থানে কেন?

প্রত্যুত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আসল কবর পানিপথে। ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যখন কলন্দর ছাহেব রহ. পানিপথে খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন কর্নালের ভক্তবৃন্দ হযরতকে আনার জন্য গেল। সেখানে হযরতের ইন্তিকাল হয়েও গিয়েছিল। পানিপথবাসী লাশ নিতে দেয়নি। তখন কর্নালের এ লোকগুলো শরম দূর করার জন্য একটি শূন্য লাশের আকৃতি বানিয়ে এনে পর্দা করে দাফন করে দেয়।

অতঃপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : প্রাথমিক যুগে আমাদের হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। তিন দিন পর্যন্ত হযরত কলন্দর রহ.-এর কবরে মুরাকাবা করেছেন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারতেন না। অবশেষে হযরত মিঞাজী নূর মুহাম্মাদ রহ.কে দেখলেন যে, তিনি তাশরীফ এনেছেন। তিনি বললেন : ইমদাদ! এখানে কেন বসে আছ? এরপর কবর খনন করে দেখিয়ে দিলেন যে, কিছুই নেই।

৩৬. গোপনে ইসলামের তাবলীগের আশ্চর্য ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : শাহ হাকীমুল্লাহ ছাহেব রহ. নামক এক বুযুর্গ সাহারানপুরে থাকতেন। তাঁর খিদমতে জনৈক ব্যক্তি সালাম

দেয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হলেন এবং আরয করলেন যে, হযরত! আমি হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য যাচ্ছি। শাহ ছাহেব রহ. বললেন : "আচ্ছা যাও, হায়দারাবাদ যাওয়ার পথে অমুক শহর পড়বে, ঐ শহর-সংলগ্ন একটি ঝুপড়ি আছে। সেখানে একজন বুযুর্গ থাকেন। তার নাম হলো এই। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে ও আমার সালাম বলবে।"

এ ব্যক্তি বিদায় নিয়ে হায়দারাবাদ রওয়ানা হয়ে গেলেন। শাহ ছাহেব রহ.-এর কথামতো যখন ঝুপড়ির নিকটে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন যে সেখানে একটি মন্দির বানানো। সেটার সীমানা প্রাচীরের আশেপাশের অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী পৃথক পৃথক মূর্তি হাতে নিয়ে পূজা করছে। এ লোক দারুণ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এটা কী হচ্ছে? ফলে তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে একজন হিন্দু সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এ মন্দিরে কে থাকে? উত্তরে সেই নামই বলা হলো যা শাহ ছাহেব রহ. বলেছিলেন। এ ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে বললেন : তুমি তোমার গুরুর নিকট এ সংবাদ পৌঁছাও যে শাহ হাকীমুল্লাহ ছাহেব সাহারানপুরী রহ.-এর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হতে চায়।

হিন্দু সন্ন্যাসী বলল : আমরা তো ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি না, তবে আপনার পয়গাম দেউড়ীর সন্ন্যাসীদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে গুরুজী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

মোটকথা, এভাবে যখন ভিতরের পয়গাম পৌঁছল, তখন তিনি এই মুসাফির মেহমানকে ভিতরে ডেকে নিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, একজন সাদা দাড়িওয়ালা বুযুর্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আঙিনায় বসে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছেন। যখন অবসর হয়ে কুরআনে পাক গিলাফের মধ্যে রেখে দিলেন, তখন তার দিকে মনোযোগী হলেন। সালাম কালাম হলো।

আগন্তুক বললেন : হযরত! এখানের ব্যাপার তো আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছে। বাইরে মূর্তিপূজক যোগীদের সমাবেশ কীভাবে হলো? বুযুর্গ বললেন, মিঞা! কী জিজ্ঞেস করছ? বাইরে যত ভক্তবৃন্দ দেখছ সব হলো হিন্দু। তাদের ভিতরে আসা নিষেধ। যখন তাদের পর্যাপ্ত সংশোধন হবে তখন তারা দেউড়ীতে চলে আসবে। এরপর অবস্থা আরো উন্নত হলে আমার কাছে চলে আসবে। এখানে এসে মুসলমান হয়ে যাবে। এই যে লোকগুলো

আমার সামনে দেখছ, আলহামদুলিল্লাহ এরা সবাই মুসলমান। অবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নত হলে এদের ঐ সামনের দরজা দিয়ে বের করে দিব। ঐ দরজা দিয়ে যারা বের হবে, এরা বাইরের কারো সাথে সাক্ষাৎ করবে না। মোটকথা, এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সময় শেষ না হবে। যত মানুষ তুমি এখানে দেখছ, তাদের মধ্যে মর্যাদাগত তারতম্য আছে। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা পড়ার জন্য বলা হয়েছে। এবং প্রত্যেককে বলে দেয়া আছে যেন নিজের অবস্থা অন্যের নিকট প্রকাশ না করে।

এভাবে আল্লাহ পাকের রহমতে অসংখ্য কাফের মুসলমান হয়ে এখান থেকে বিদায় নিয়েছে। যদি এদের ইসলামের দিকে প্রকাশ্যে আহ্বান করা হতো, তাহলে এখানের লোকজন মুসলমানদের হত্যা করে ফেলত। আমাকেও মেরে ফেলত। এ জন্যই ইসলাম ও দ্বীনের খেদমতের এ অভিনব পন্থা আমি অবলম্বন করেছি।

এ ঘটনা শোনানোর পর হযরত ইমামে রাব্বানী গাঙ্গুহী রহ. বলেন : এভাবেই অধিকাংশ বুযুর্গ গোপনীয়ভাবে মাখলূকাতকে হেদায়াতের পথে আনার চেষ্টা করে থাকেন। এভাবে বাবা নানকও মুসলমান ছিলেন এবং গোপন পদ্ধতিতে মানুষকে হেদায়েত করতেন। তাঁর গ্রন্থের **১**ম কবিতা এই :

اول نام خدادا دوجا نام رسول　　　تیجا کلمہ پڑھ کے نانکا جو درگاہ پویں قبول

অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহর নাম নিবে এরপর নিবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম।

নানক! তুমি কালিমা পড়ে নাও যদি আল্লাহর দরবারে হতে চাও কবূল।

৩৭. শিখদের হযরত হাজী ছাহেব রহ.কে সম্মান করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বিদ্রোহের দিনগুলোতে হযরত হাজী ছাহেব রহ. কীথল নামক বড় একটি গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করেছেন। আমিও হযরতের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে একজন বুযুর্গ হযরত রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রায় সময় আগমন করতেন। শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর খুব বেশি ভক্ত ছিল। ফলে তাঁর সাথে শিখরাও হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হতো। এবং গুরুর অবস্থা দেখে হযরত হাজী ছাহেব (রহ)-এর আদব করত।

৩৮. কুফরের অন্ধকার দূর করার পন্থা

একদিন পীরজী মুহাম্মাদ জাফর ছাহেব আরয করলেন : হযরত! সূফী ইসমাঈল মদনপুরী নওমুসলিম আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন। এবং বলেছেন যে, আমি আমার আম্মাকে যতই বুঝাই কিন্তু তিনি মুসলমান হন না। আপনি দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইসলামগ্রহণের তাওফীক দান করেন।

তখন হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : সূফী ইসমাঈল নও মুসলিমকে বলে দিয়ো যেন সে এক দু'দিন পর পর গোশতের টুকরা তাঁর আম্মার মুখে কৌতুকচ্ছলে লাগিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে কুফরের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে এবং এই তদবীরের দ্বারা ইনশাআল্লাহ কয়েক দিন পর মুসলমান হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গেই হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একজন আইনজ্ঞ মুসলমান আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি বলছিলেন : আমি এবং একজন হিন্দু মুন্সী উভয়ে এক স্থানে চাকরি করতাম। ঐ হিন্দু আমার বাড়ির আশপাশেই থাকত আর রেওয়াজ অনুযায়ী চৌকির উপর বসে রুটি খেত। একদিন আমি তার বাসায় গিয়ে দেখলাম সে চৌকির উপর বসে রুটি খাচ্ছে, আমি তার চৌকির নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে ঘাবড়ে গেল আর বলল : ভাইজী! আমার চৌকী থেকে একটু দূরে থাকুন। আমি হাসতে থাকলাম এবং কিছুক্ষণ পর চলে আসলাম। পরের দিন আবার ঐ সময় গেলাম। এবার হাসতে হাসতে আমার লাঠি তার চৌকির সাথে লাগিয়ে দিলাম। সে লাফিয়ে উঠল আর বলল, হায় হায়! তুমি এটা কী করলে? আমার চৌকিই নষ্ট করে দিলে।

যেহেতু এক স্থানেই আমরা উভয়ে চাকরি করতাম, সব সময় ওঠাবসা হত এ জন্য সে আর কিছু বলতে পারল না। আমি হেসে চুপ হয়ে গেলাম।

তৃতীয় দিন আবার ঐ সময় আমি উপস্থিত হলাম। এবার চৌকির উপর আমার জুতাই রেখে দিলাম। এটা দেখে ঐ হিন্দু কিছুটা ক্ষুব্ধ হলো বটে কিন্তু কিছু বলল না। নীরব হয়ে গেল। পরের দিন আমি তার চৌকির উপর গিয়ে দাঁড়িয়েই গেলাম। এভাবে কয়েকবার এমন করার দ্বারা ঐ বেচারা প্রভাবিত হলো এবং মুসলমানদের প্রতি তার মনের মধ্যে যে ঘৃণা ছিল সেটাও দূর হয়ে গেল।

ঐ হিন্দু লোকটি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিল কি না তা আর আমার জানা নেই।

৩৯. বর্তমানকালের ওয়ায়েযদের অবস্থা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বলেন : বর্তমান কালের ওয়ায়েযরা ওয়ায করে গর্ব করে। মৌলভী নবাব কুতুবুদ্দীন ছাহেব রহ.-এর অবস্থা এই ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি এসে বলত : হযরত! আপনি যে ওয়ায করেছেন তা আমার স্ত্রী শোনেনি। ঐ সময়েই ঐ ব্যক্তির সাথে রওয়ানা হয়ে যেতেন এবং তার ঘরে গিয়ে পুনরায় ঐ ওয়াযটি করতেন।

এরপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমি যখন নবাব ছাহেব রহ.-এর খেদমতে সালাম করার জন্য উপস্থিত হতাম, তখন তিনি খুশী হতেন এবং বলতেন : "হা হা রশীদ আহমাদ।"

আমার ছাত্রজীবনের কথা। কিছুই খেয়াল ছিল না। এখন খুব মনে পড়ে।

৪০. শাহ আহমাদ সাঈদ সাহেব রহ.-এর বিনয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বলেন : শাহ আহমাদ সাঈদ ছাহেব রহ. অত্যন্ত পরহেযগার মানুষ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বলতেন : আমার দ্বারা পরহেয হয় না।

অতঃপর বলেন : অধিকাংশ মানুষ যারা পাহাড়ে চলে গেছে, পরহেযগারীর কারণে চলে গেছে। কিন্তু আমরা কোথায় যাব? আমার দ্বারা তো কোনো পরহেযগারীই হয় না।

৪১. পিতা-মাতা সন্তানকে যতটুকু মহব্বত করেন সন্তান ততটুকু মহব্বত পিতা-মাতাকে না করার কারণ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বলেন : হযরত শাহ ইসহাক দেহলভী রহ.কে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল যে, হযরত! পিতা-মাতা সন্তানকে যে পরিমাণ ভালবাসেন সন্তানরা পিতা-মাতাকে সে পরিমাণ ভালোবাসে না। এর কারণ কী?

উত্তরে শাহ ছাহেব রহ. বলতেন : শরীর থেকে গোশতের টুকরা কেটে যদি দূরে ফেলা হয় তাহলে ঐ টুকরার কোনো কষ্ট হবে না। বরং শরীরের ঐ অঙ্গের কষ্ট হয় যেখান থেকে গোশতের টুকরা কাটা হয়েছে।

৪২. শাহ ইসহাক ছাহেব রহ.-এর নিজ বিরোধী মৌলভী ছাহেবকে খামুশকারী উত্তর প্রদান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : জনৈক মৌলভী ছাহেব হযরত শাহ ইসহাক ছাহেব রহ.-এর বিরোধী ছিল। ঐ মৌলবী ছাহেবের মনে এমনই জিদ ছিল যে, শাহ ছাহেব রহ. যা কিছু বলতেন তিনি সেটা খণ্ডন করতেন।

একদিন তিনি শাহ ছাহেব (রহ)-এর খেদমতে বলে পাঠালেন যে, "মনে রাখবেন যে জিনিসকে আপনি হারাম বলবেন সেটাকে আমি হালাল বলব। আর যেটাকে আপনি হালাল বলবেন সেটাকে আমি হারাম বলব।

সঙ্গে সঙ্গে শাহ ছাহেব রহ. বলে উঠলেন "আমরা তো বলি তার মা তার জন্য হারাম সে হালাল বলে দিক"।

এই উত্তর শুনে ঐ মৌলভী ছাহেব হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

৪৩. আল্লাহর ওলীদের শরীর কবরে ঠিক থাকে কি?

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত ইমামে রাব্বানী গাঙ্গুহী রহ.কে জিজ্ঞেস করল : হযরত! আল্লাহর ওলীদের শরীর কবর এর মধ্যে গলে যায় নাকি ঠিক থাকে?

উত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : কারো কারো শরীর গলে যায়। আবার কারোটা গলে না।

অতঃপর বলেন : যে যুগে আমি সাহারানপুর শায়েস্তাখানে পড়ালেখা করতাম। দিল্লির দু জন নির্ভরযোগ্য মানুষ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন : একবার দিল্লির কোনো এক পুরোনো কবরস্থানে (কোনো কারণে) দুজন মুর্দা এর লাশ কবর হতে বের হলো একটি ছিল পুরুষের লাশ আরেকটি ছিল তেরো চৌদ্দ বছরের কিশোরীর লাশ। উভয়ের কাফনই প্রথম দিনের মত সাদা ছিল। মাটি তাঁদের শরীরকে গ্রাস করেনি। যেভাবে দাফন করা হয়েছিল সেরকমই ছিল।

৪৪. হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর বিনয়

একদিন হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একজন ডাকাত লুটপাটের কাজে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সারাজীবন সে এ অন্যায় কাজে ব্যয় করে শেষ

বয়সে যখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গেল, তখন মনে মনে ভাবল যে, এখন যদি কোথাও ডাকাতি করি, তাহলে ধরা পড়ে যাব, এ জন্য এমন কোনো কৌশল অবলম্বন করা উচিত যার দ্বারা বার্ধক্য শান্তিতে কাটানো যায়।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর খেয়াল হলো যে, একমাত্র পীর-মুরীদী ব্যতীত আর কোনো পেশা এমন নেই যাতে শেষজীবন শান্তিতে কাটাতে পারে।

ব্যস, এটা চিন্তা করে সে একটি গ্রামের নিকটবর্তী ময়দানে তাসবীহ হাতে নিয়ে বসে গেল।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করত আর তাসবীহ পড়ত। আসা-যাওয়ার পথে মানুষ তাকে দেখত। কয়েকদিন পর গ্রামবাসীদের মধ্যে তার ব্যাপারে ভক্তি সৃষ্টি হতে থাকল। পরস্পর আলোচনা হতে থাকল নিশ্চয়ই তিনি কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি হবেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, তিনি এখানে এসেছেন। ধীরে ধীরে লোকজনের আসা-যাওয়া আরম্ভ হলো, এমনকি মানুষের বাড়ি থেকে তার জন্য দু'বেলা খানা আসা আরম্ভ হয়ে গেল। প্রত্যেকেই এটা চাইত যে, আমি তার খেদমত করব। তার বসবাসের জন্য মানুষ একটি ঝুপড়িও ঐ গ্রামের নদীর পাশে প্রস্তুত করে দিল। সে কম কথা বলার অভ্যাস করে নিয়েছিল। মাশায়িখের আকৃতি ধারণ করে কিছু ওযীফাও আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মোটকথা, মানুষ তার নিকট আসা-যাওয়া আরম্ভ করে দিল। কেউ কেউ বাইআত হওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করতে লাগল। সে এদের মুরীদ বানাল এবং যিকির করার জন্য কালিমায়ে তাওহীদের তালকীন করে দিল। মুরীদগণ বাইআত হওয়ার পর নিজেদের কাজ করতে থাকল আর তারা ভাবল যে, আমাদের পীর ছাহেব একা একা ময়দানে পড়ে থাকেন। রাত-বিরাতে কষ্ট হয় তাই আমরা তার পায়ের কাছেই পড়ে থাকব। ফলে তারাও এখানে চলে আসল। এখন সারারাত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর যিকির চলতে থাকল। মোটকথা, অত্যাধিক যিকিরের নূরে ঐ ময়দান আলোকিত হয়ে উঠল। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তার খিদমতে আসত ও হাদিয়া পেশ করত। হাদিয়া-তোহফা যখন ব্যাপক আকারে আসা আরম্ভ হলো, তখন খাদেমগণ লঙ্গরখানা খুলে বসল এবং আগন্তুকদের সেখান থেকে খাবার দিতে আরম্ভ করল। ফলে আগমনকারীদের সংখ্যা আরো বেশি বেড়ে গেল। আল্লাহর কী শান!

ঐ দশ-বিশ জন খাদেম পীর ছাহেবের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই মনযিলে মাকসূদে পৌঁছে গেল। তখন খাদেমবৃন্দ পরামর্শ করল যে, দেখি আমাদের পীর ছাহেব কোন্ মরতবায় পৌঁছেছেন?

ছয় মাস অনেক চেষ্টা করেও তারা পীর ছাহেবের মাকামের কোনো কূল কিনারা করতে পারল না। শেষে তারা বলতে লাগল : হযরতের মাকাম অনেক উচ্চ পর্যায়ের। আমাদের চিন্তা ও ফিকির ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম। সবাই একত্রিত হয়ে পীর ছাহেবের খিদমতে আরয করল যে, হযরত! আমরা খাদেমবৃন্দ ছয় মাস পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করলাম। কিন্তু আপনার মাকামের কোনো কূল-কিনারা করতে পারলাম না। আপনি আমাদের আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ মাকামের ব্যাপারে অবগত করুন। পীর ছাহেবের মধ্যে ভালো মানুষদের সংশ্রব এবং নামায-রোযার আধিক্যের বরকতে সত্য কথা বলার অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য তিনি উত্তর দিলেন : ভাইয়েরা! আমি হলাম একজন ডাকাত, জীবনভর লুটপাট করে খেয়েছি। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে এই পেশা অবলম্বন যেহেতু সম্ভব হচ্ছিল না তাই পানাহারের এ কৌশল অবলম্বন করেছি। দরবেশীশাস্ত্রের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

খাদেমবৃন্দ বলল : হযরত নিশ্চয়ই বিনয়বশত এমন সব কথা বলছেন। তখন ঐ পীর ছাহেব কসম খেয়ে বললেন– আল্লাহর কসম! আমি যা বললাম সব সত্য। এটা কোনো বিনয় নয়। আমি কখনোই এটার যোগ্য নই যে, কেউ আমার নিকট বাইআত হবে। আমি অত্যন্ত গুনাহগার ও অযোগ্য ব্যক্তি। তোমরা শুধু সুধারণার ভিত্তিতে পরিপূর্ণতার স্তরে পৌঁছে গিয়েছ।

ঐ সময় তারা পীর সাহেবের কথাকে হক মনে করে মহান আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করে বলল : "হে আল্লাহ! যাঁর মাধ্যমে আপনি পূর্ণ রহমতে আমাদের হেদায়েত করেছেন তাঁকেও আপনার বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন"।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দু'আ শুনেছেন এবং পীর ছাহেবকেও নিজ প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

এই ঘটনা উল্লেখ করে হযরত গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমার মধ্যেও আসলে কিছু নেই। মানুষদের তাওবা করিয়ে দেই যাতে এটাই আমার নাজাতের ওসীলা হয়।

৪৫. হাফেয মেনঢু-এর ব্যাপারে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর অভিমত

একদিন হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত! এই যে হাফেয লাতাফত আলী ওরফে মেনঢু শাইখপুরী কেমন মানুষ ছিলেন? হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) উত্তরে বললেন : "পাক্কা কাফের ছিল"। এরপর মুচকি হেসে বললেন : "যামেন আলী জালালাবাদী তো তাওহীদের মধ্যেই ডুবে ছিলেন।"

৪৬. যামেন আলী জালালাবাদীর একটি ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন : যামেন আলী জালালাবাদীর সাহারানপুরে অনেক পতিতা মুরীদ ছিল। একবার তিনি সাহারানপুরে কোনো পতিতার বাসায় অবস্থান করছিলেন। সব পতিতা নিজ পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলো। কিন্তু একজন পতিতা আসেনি। পীর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন : অমুক কেন আসেনি? পতিতারা উত্তরে বলল : মিঞা সাহেব! আমরা তাকে বহুবার বলেছি যে চল মিঞা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে আসি। কিন্তু সে বলেছেন : "আমি অনেক গুনাহগার ও পাপী। মিঞা সাহেবকে কীভাবে মুখ দেখাব? আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের যোগ্য নই"।

পীর সাহেব বললেন : তোমরা তাকে আমার নিকট অবশ্যই নিয়ে আসবে। ফলে পতিতারা তাকে নিয়ে আসল। যখন সে সামনে আসল তখন মিঞা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন : বী! তুমি কেন আসনি? সে বলল : হযরত! এই পাপ কাজে লিপ্ত থাকার দরূন সাক্ষাৎ করতে লজ্জা লাগে।

মিঞা সাহেব বললেন : "তুমি লজ্জা কর কেন? করনেওয়ালা আর করানেওয়ালা কে? সে তো উনিই"। পতিতা এ কথা শুনে রাগে আগুন হয়ে গেল আর ক্ষিপ্ত হয়ে বলল : লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা। যদিও আমি পতিতা; গুনাহগার। কিন্তু এমন পীরের মুখে আমি পেশাবও করি না।

মিঞা সাহেব লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন আর সে পতিতা উঠে চলে গেল।

৪৭. এক ধর্মদ্রোহীর পাশ দিয়ে ভিন্ন তিন ধরনের মানুষের অতিক্রম করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : জনেক ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির সামনে দিয়ে তিন ব্যক্তি গেল। প্রথমজন তো চুপচাপ দ্রুত চলে গেল। ঐ ধর্মদ্রোহীর দিকে মুখ ফিরিয়েও দেখেনি। আর দ্বিতীয়জন ধীরে ধীরে সামনে এসে চলে গেছে কিছু বলেনি। আর তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ধর্মদ্রোহীর মতের খণ্ডনে লেগে যায়। এবং দাঁড়িয়ে বলতে থাকে : "তুমি ফাসেক। তুমি এমন তুমি অমন।" ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি বলল : এই তৃতীয়জন তো নিশ্চয়ই আমার হয়ে গেছে। পাঞ্জা থেকে বের হওয়া অসম্ভব। আর দ্বিতীয়জনও নিয়ন্ত্রণে চলে আসার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু প্রথমজন নিরাপদে পার হয়ে গেল।

৪৮. এক বেদ্বীন ব্যক্তির তাসাররুফের কাহিনী

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আলোরের বাসিন্দা রাসূল শাহ নামক এক দরবেশ ছিল। যদিও সে শরীয়তর বিধি-বিধানের পাবন্দী করত কিন্তু মদ্যপান করত। সম্ভবত এর কারণ হলো তার অজ্ঞতার কারণে এই ধারণা ছিল নেশা অবস্থায় মন বেশি লাগে। মুহাম্মাদ হানীফ নামে তার একজন মুরীদ ছিল যে অঙ্গ চতুষ্টয় তথা মাথা, দাড়ি, ভ্রু ও মোচ মুণ্ডানো চালু করেছিল। তার খলীফা হলো ফিদা হুসাইন। এই দুর্ভাগা এমন বাড়াবাড়ি করত যে, নামায থেকে মানুষকে বিরত রাখত। আর শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে শরীরে ছাই মেখে নেয়াকে যথেষ্ট মনে করত। এই বিতাড়িত দুরাচার সমস্ত শরীয়তকে অস্বীকার করত। কিন্তু এত কিছুর পরও সে 'তাসাররুফ' তথা মানুষ বশীভূত করতে পারত।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর জমানায় এ ব্যক্তি দিল্লি আসল। অনেক মানুষ তার ভক্ত হয়ে গেল। শাহ ছাহেব রহ. তার নিকট বলে পাঠালেন : তুমি নিজেকে মুসলমান বল অথচ শরীয়তকে অস্বীকার কর। ইসলামের দাবি তোমার মুখে শোভা পায় না। কারণ তুমি ইসলামের অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করো!

সে শাহ ছাহেব রহ.-এর নিকট উত্তর পাঠাল : আপনি তো আমার নিকট আসবেন না, আর আমিও আপনার নিকট যাব না। আপনি আপনার কোনো নির্ভরযোগ্য শিষ্যকে বিতর্ক করার জন্য আমার নিকট পাঠিয়ে দিন।

শাহ ছাহেব রহ.-এর শিষ্যদের মধ্যে আব্দুল্লাহকে অত্যন্ত মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করা হতো। সে বলল : হযরত! আমাকে পাঠিয়ে দিন। শাহ ছাহেব রহ. বললেন : ঠিক আছে কোনো কথা জানার থাকলে জিজ্ঞেস করবে।

গরমকাল ছিল। দিল্লিতে এমনিতেও গরম বেশি পড়ে। আগে তো বর্তমানের চেয়েও বেশি গরম পড়ত। বরং আমাদের ছাত্রজীবনে দিল্লিতে যেমন গরম পড়ত এত গরম বর্তমানে পড়ে না। এর পূর্বে তো নিশ্চয়ই আরো গরম পড়ত। যাই হোক, সবকের পর আব্দুল্লাহকে বিতর্ক করার জন্য পাঠানো হলো। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ঠিক দুপুরে ফিদা হুসাইনের নিকট পৌঁছল। ফিদা হুসাইন আব্দুল্লাহর খুব খাতির-যত্ন করল। নিজ সাঙ্গ-পাঙ্গদের বলল : মৌলভী ছাহেবকে পাখা দিয়ে বাতাস কর। আর মৌলভী আব্দুল্লাহকে বলল : আপনি কিছুক্ষণ আরাম করুন। ঠাণ্ডা বাতাসে শোয়ামাত্রই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আর ফিদা হুসাইন পাশে বসে তাওয়াজ্জুহ বা বিশেষ দৃষ্টি দিতে থাকল আর সাঙ্গ-পাঙ্গদের বলল : খাবার রান্না কর। কেউ বলল : হযরত! সে তো আর আপনার শিষ্য হবে না, খাবার রান্না করে কী লাভ? ফিদা হুসাইন ধমক দিয়ে বলল : আমি যা বলছি তা-ই কর, এত কথার কী দরকার।

কিছুক্ষণ পর মৌলভী আব্দুল্লাহ এ কথা বলতে বলতে ঘুম থেকে উঠল যে "হযরত! আমাকে আপনার শিষ্য বানিয়ে নিন"। এ কমবখত মৌলভী আব্দুল্লাহ ঘুমিয়ে থাকার সময় নিজ কর্ম সাধন করে ফেলে।

ফিদা হুসাইন বলল : মিঞা! তুমি তো আমার সাথে বিতর্ক করার জন্য এসেছিলে এখন মুরীদ হতে চাও কেন? আব্দুল্লাহ বলল : ব্যস, বিতর্ক শেষ। আমাকে মুরীদ করে নিন।

শেষে ফিদা হুসাইন মৌলভী আব্দুল্লাহর দাড়ি মোচ সব মুণ্ডন করে দিল। এরপর খাবারের ঐ হাড়ি তলব করল যা তার মুরীদদের মাধ্যমে পাকিয়েছিল। খাবারের হাড়ি আসার পর সে মৌলভী আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করল : তুমি এটাকে স্বীয় উস্তাদের নিকট নিয়ে যেতে পারবে? আব্দুল্লাহ বলল : যেখানে নির্দেশ দিবেন সেখানেই নিয়ে যাব। গোলাম আবার কী অস্বীকার করবে?

মোটকথা, হাড়ি নিয়ে আবদুল্লাহ শাহ আবদুল আযীয ছাহেব রহ.-এর খিদমতে পৌঁছল। এদিকে শাহ ছাহেব রহ. তার অপেক্ষায় বসে থেকে বারবার বলছিলেন : সম্ভবত বিতর্ক দীর্ঘ হয়ে গেছে।

ইতোমধ্যে আব্দুল্লাহ মাথায় হাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছল। হযরত শাহ ছাহেব রহ. তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মীর মাহবূব আলী ছাহেব রহ. যিনি হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আব্দুল্লাহ এর চুল, দাড়ি, ভ্রু ও মোচ মুণ্ডিত দেখে বলতে লাগলেন : হযরত! আপনার মৌলভী আব্দুল্লাহ তো ছুঁচো (চুহা) হয়ে আসছে। শাহ ছাহেব হয়রান হয়ে গেলেন। বললেন, তুমি অযথা মন্তব্য করছ। মীর ছাহেব আরয করলেন : এখনই সে আসছে এখনই সব জানা যাবে।

কিছুক্ষণ পর আব্দুল্লাহ কাছে আসল আর বলল : আমার মুরশিদ আমাকে পাঠিয়েছেন। (আপনি এই হাড়ির খাবার) নিলে নিন, নতুবা আমি মুর্শিদের নিকট ফিরে যাচ্ছি। শাহ ছাহেব রহ. হতবাক হয়ে গেলেন। শেষে বললেন : এমন কী হলো যার উত্তর দিতে পারনি? কোন্ মুসীবতে তুমি গ্রেপ্তার হলে? শাহ ছাহেব রহ. তাকে অনেক কিছু বললেন কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। শুধু এতটুকুই বলল : কিছু হয়নি মুরীদ হয়ে গিয়েছি।

শাহ ছাহেব রহ. রাগান্বিত হয়ে বললেন : "দূর হও"। সে বলল : "ঠিক আছে, আমি এরও কোনো পরোয়া করি না"। এরপর চলে গেল।

এই আব্দুল্লাহর এমন মানুষ আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ছিল যে, যে তার নিকট যেত সে-ই তার ভক্ত হয়ে যেত।

জনৈক ব্যক্তি বলেন : একদিন আমি তার নিকট গিয়েছিলাম। ঐ কমবখত আমাকে তার গলার সাথে লাগিয়ে নিল। ঐ সময়েই আমার বুকের মধ্যে আগুন লেগে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার ওখান থেকে পলায়ন করলাম।

আমার ছাত্র যমানায় সে দিল্লিতে ছিল। আর পুরা দিল্লিতে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, এই সড়ক দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে তখন তার সামনে যাবে না। পাহাড়ের চূড়ায় বা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। হাজার হাজার মানুষ তার সাথে মুকাবেলা করার জন্য যাবে কিন্তু তার কাছে গিয়ে তার ভক্ত হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই তালীম দ্বারা বাতিলপন্থীদের অন্যায়ভাবে বশীভূত করার ক্ষমতা ও হকপন্থীদের ওপর প্রাধান্য বোঝা যায়। অবশেষে এর প্রতিরোধের জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আগমন করবেন।

৪৯. আরেকজন ভণ্ডপীরের কাহিনী

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবার শাহ সুলাইমান তিউনিসীর মুরীদ মিঞ্জা দাদার বখশ, যে এক লক্ষ বার আল্লাহ আল্লাহ এবং কয়েক হাজার বার দুরূদ শরীফ পড়ত, তাওয়াক্কুল হুসাইনের নিকট আসল। কারণ তাওয়াক্কুল হুসাইন, যে কিনা ছিল ফিদা হুসাইনের খলীফা, মিঞ্জা দাদার বখশের পীর শাহ সুলাইমানের একজন মুরীদকে ভাগিয়ে নিজ দলে ভিড়িয়েছিল।

যাই হোক, মিঞ্জা দাদার বখশ তাওয়াক্কুল হুসাইনকে উদ্দেশ্য করে বলল : তোমার জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, অন্য মানুষের মুরীদকে নিজের মুরীদ বানাবে। তাওয়াক্কুল হুসাইন উত্তরে বললল : আরে তোমার পীর সুলাইমান দরবেশী ও ফকীরীর কী বুঝে? এ জন্যই আমি তার মুরীদদের আমার মুরীদ বানাই।

পীরের ব্যাপারে এমন মন্তব্য তার সহ্য হয়নি। গোস্বা এসে গেছে। তখন বলল : তুমি নিজেও পথভ্রষ্ট। অন্যদেরও পথভ্রষ্ট কর। নামায রোযার সাথেও তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

এসব কথা শুনে তাওয়াক্কুল হুসাইনেরও গোস্বা এসে গেল। সে রক্ত লাল চোখে তার চেলাদের বলল : "কান ধরে ওকে বের করে দাও। আমার কাছে অভিযোগ করতে এসেছে"।

ব্যস, এই সামান্য সময়েই তার উপর প্রতিক্রিয়া হলো। আর হাত জোড় করে বলতে লাগল : আমাকে মুরীদ করে নিন। এটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যে, অত্যাধিক গোস্বার দরূন তাওয়াক্কুল হুসাইন তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। তার আবেদনে সাড়া দেয়নি। বারবার শুধু এটাই বলছিল যে একে কান ধরে বের করে দাও, মুরীদগণ উভয় কান ধরে তাকে বাইরে বের করে দেয়।

নিচে আসার পর মিঞ্জা দাদার বখশের অন্তর্চক্ষু খুলে গেল এবং হুঁশ ফিরে আসল যে হায় হায় এই মুখে আমি কী আবেদন করেছি!! ঐ সময়েই উঠে পলায়ন করেন এবং নিজ বাসায় এসে দম ফেলেন।

এ জন্য ধর্মদ্রোহী ভণ্ডপীরদের থেকে সব সময় খুব সাবধানে থাকা উচিত। কাছে যাওয়াটা সমীচীন নয়।

ঐ তাওয়াক্কুল হুসাইন শাহকে আমিও দূর থেকে দেখেছি।

৫০. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর দিকে সামার সম্বন্ধ করা ভুল

মৌলভী বিলায়াত হুসাইন ছাহেব একবার জিজ্ঞেস করলেন : কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ. নিজ পুস্তিকা 'সামা'-এর মধ্যে লিখেছেন : শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর সামা বা বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ছিল। তো এ কথাটা কি ঠিক?

প্রত্যুত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : অধমের মত হলো : এটা ভুল কথা। বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে হয়ত কাযী ছাহেব রহ.-এর নিকট ভুল সংবাদ পৌঁছেছে। অথবা কেউ তার পুস্তিকায় সংযুক্ত করে দিয়েছে।

একবার বলেন : 'ইকতিবাসুল আনওয়ার' গ্রন্থে আছে :

پیران ما ہرگز ہرگز سماع نشنیدہ اند   بلکہ تصفیق راہم روا نداشتہ اند

অর্থাৎ আমাদের পূর্বসূরি বুযুর্গানে দ্বীন কস্মিনকালেও 'সামা' শ্রবণ করেননি। বরং হাতে তালি বাজানোকেও তারা জায়েয মনে করেন না।

৫১. সুন্নাত অনুসরণের প্রতিক্রিয়া

মীরাঠের এক ব্যক্তি জুমুআর দিন বাইআতের জন্য উপস্থিত হন। হযরতওয়ালা তাকে চিশতিয়া তরীকায় বাইআত করে নেন এবং বাইআতের সময় এ কথাগুলো বলেন : এ যুগে চিশতিয়া তরীকার বদনাম সবচেয়ে বেশি যে এর মধ্যে শরীয়ত অনুসরণের প্রয়োজন নেই।

হযরত জালাল থানেশ্বরীও রহ. চিশতী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় যখন রোগ-যন্ত্রণায় বেশি অপারগ হয়ে গেলেন এবং ওঠা-বসার শক্তিও থাকল না, তখন পান করানোর জন্য ঔষধ আনা হলো।

হযরত জালাল রহ. বললেন : আমাকে চারপায়া থেকে নিচে নামিয়ে দাও। ফলে চারপায়া থেকে নিচে নেমে তিনি ঔষধ সেবন করলেন এবং বললেন : চার পায়ায় শুয়ে শুয়ে ঔষধ খাওয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। যে সময় হযরতওয়ালা এ ঘটনাটি বলেন তখন মজমায় প্রচুর মানুষ ছিল। সমস্ত হুজরা মানুষে পূর্ণ ছিল। বাইরেও মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত মজলিসে এর প্রভাব পড়ছিল। জলসার হাজারো মানুষের মধ্যে সম্ভবত এমন কেউ ছিল না যে অশ্রুসিক্ত হয়নি।

৫২. শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী রহ.-এর "আমার পা প্রত্যেক ওলীর মাথার উপর" বলাটা কেমন?

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব মুরাদাবাদী রহ. একবার জিজ্ঞেস করলেন : হযরত শাহ আব্দুল কাদের জীলানী রহ.-এর এই কথা قَدَمِيْ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ "আমার পা প্রত্যেক ওলীর মাথার উপরে" এ কথাটা কি ঠিক আছে? উত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : নিঃসন্দেহে ঠিক আছে। এর দ্বারা তাঁর যুগের ওলী আউলিয়া উদ্দেশ্য। আর যদি পরবর্তী যুগের বুযুর্গানে দ্বীনও উদ্দেশ্য হন তবে এতে বিস্ময়ের কী আছে ? কেননা, তিনি ছিলেন সায়্যিদুল আউলিয়া বা ওলীগণের সরদার। প্রসিদ্ধ কথা যে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী রহ.-এর নিকট বাইআত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগের চিশতীরা এটাকে মানেন না। আর হযরত খাজা ছাহেব রহ.-এর সমকক্ষ বুযুর্গ কাউকে মনে করেন না।

আমি বলি : যদি হযরত খাজা ছাহেব রহ. বড় পীর ছাহেব রহ.-এর মুরীদও হন। আর পরবর্তীতে তার চেয়ে আগেও বেড়ে যান, তবুও কোনো সমস্যা নেই। কোনো কোনো সময় মুরীদ পীর ছাহেব থেকেও আগে বেড়ে যান।

সাধারণ মানুষদের এ ব্যাপারটির পেছনে পড়াই অনুচিত যে বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে কে কার চেয়ে বেশি অগ্রগামী।

মিনার মসজিদে খাইফে বসে একজন বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী রহ.কে আর অপরজন হযরত শাইখ মুজাদ্দিদ রহ.কে উত্তম বলাবলি করছিল। অবশেষে বিতর্ক এ পর্যন্ত গড়াল যে, ক্বারী ছাহেব হযরত মুজাদ্দিদ রহ.কে আর নকশবন্দী ছাহেব হযরত পীরানে পীর রহ.কে কাফের বলে দিল! নাউযুবিল্লাহ।

এ জন্য আমাদের হযরতগণ বাইআত এর সময় চারো মাশায়েখের নাম উল্লেখ করেন। যাতে করে সকলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে এবং সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীনের ফয়েয থেকে উপকৃত হতে পারে। যদিও তিনি চিশতিয়া সিলসিলারই হোন না কেন।

চারো সিলসিলার নাম উল্লেখ করার প্রচলন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর যমানা থেকে আরম্ভ হয়েছে।

৫৩. রুটি খেল শোকরের সাথে আর দুনিয়া উপার্জন করল ধোঁকাবাজির সাথে

একবার জনৈকা মহিলা ধোঁকা দিয়ে লোকজনের বাসা থেকে কোনো কিছু নিয়ে গেল। হযরতওয়ালার মজলিসে ঘটনাক্রমে এ ব্যাপারে আলোচনা হলে হযরতওয়ালা বললেন : রুটি খেল শোকরের সাথে আর দুনিয়া উপার্জন করল ধোঁকাবাজির সাথে। অতঃপর বলেন : জনৈক আলেম জীবিকার চিন্তায় অস্থির হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বহু দূরে এক স্থানে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মূর্খ হওয়ার ভান করল। আর কোনো মকতবে গিয়ে কুরআনে কারীম পড়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করল। উস্তাদজী সবক শুরু করিয়ে দিলেন।

এখন এ ব্যক্তি যখন সবক ইয়াদ করার জন্য বসত, তখন খুব ভালো ইয়াদ করত। কিন্তু ইয়াদই হতো না। আর ধোঁকাবাজি করে ঐ অবস্থার উপর এত ক্রন্দন করত যে, দর্শকদের মনে করুণার উদ্রেক হতো। যেই দেখত সেই আফসোস করে বলত : আহা বেচারা এত মেহনত করে অথচ তার মুখস্থ শক্তি খারাপ। কিছুই ইয়াদ হয় না।

একদিন সকালে ঘুম থেকে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় উঠতে উঠতে বলল : আমি আজ রাতে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন দেখেছি। তিনি তাঁর পবিত্র মুখের থুথু আমার মুখে দিয়ে দিলেন। ফলে আমার সবকিছু ইয়াদ হয়ে গেছে।

পড়ালেখা তো আগে থেকেই জানত, সবকিছু পড়ে শুনিয়ে দিল।

এরপর আর কী? লোকজন তার ভক্ত হয়ে গেল এবং খুব আনাগোনা করতে লাগল।

৫৪. বুযুর্গানে দ্বীনের মাথা শরীর পৃথক পৃথক হওয়া অতঃপর মিলে যাওয়া

একদিন একজন আলেম আরয করলেন : হযরত! বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনা শুনে থাকি, লোকেরা তাঁদের হাত পা মাথা ও শরীর পৃথক পৃথক দেখেছে। হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : আমার মামাজান (অথবা অন্য কারো নাম নিয়েছেন) আলোচনা করছিলেন যে, একবার আমি মিঞাজী নূর মুহাম্মাদ ঝিনঝানভী রহ.-এর খেদমতে দুপুরে গেলাম। হুজরা শরীফ বন্ধ

ছিল, তবে কপাট ভালোভাবে লাগানো হয়নি। আমি কপাট খোলার পর দেখি যে, হযরতের মাথা ও শরীর আলাদা আলাদা!! আমাকে দেখামাত্রই তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পরস্পর মিলে গেল। এবং হযরত মিঞাজী রহ. উঠে বসলেন আর বললেন : "কাউকে বলো না কিন্তু"।

এ ঘটনা উল্লেখ করে হযরত ইমাম রব্বানী গাঙ্গুহী রহ. বলেন : "কিন্তু এটা পূর্ণতার স্তর নয়"।

৫৫. লোকজনের হযরত শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব (রহ.)কে ভালো বলা এবং তাঁর বংশের অন্যান্য বুযুর্গদের খারাপ বলার কারণ

একদিন মাওলানা বিলায়াত হুসাইন ছাহেব (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! এটার কী কারণ যে শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)কে সকলে ভালো বলে এবং মান্য করে অথচ ঐ বংশেরই অন্যান্যদের খারাপ বলে?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন : মিঞা! বললে তো তোমারও খারাপ লাগবে আমারও খারাপ লাগবে।

ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর ব্যাপারে কিছু কিছু মানুষের আপত্তি ছিল। শাহ আবদুল আযীয ছাহেব সেগুলোর উত্তর দিতেন। এ জন্য অনেক সময় তর্ক বেঁধে যেত।

একবার শাহ ছাহেব (রহ.)-এর নিকট ওয়াযের পর কেউ একজন জিজ্ঞেস করল "হযরত বড় পীর ছাহেবের শোকরানা নামায পড়া কেমন"? শাহ ছাহেব বললেন : "ভাই! হাদীসে তো কোথাও আসেনি। তবে হ্যাঁ, বুযুর্গদের আমল বটে"। মীর মাহবূব আলী ছাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : হযরত! প্রশ্নকারী হাদীস বা বুযুর্গদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করছে না। সে তো জায়েয নাকি না-জায়েয এ ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে। শাহ ছাহেব (রহ.) এবারও ঐ একই উত্তর দিলেন। এবার মীর মাহবূব আলী ছাহেব (রহ.) বললেন : পরিষ্কার বলে দিন এটা কি জায়েয নাকি না-জায়েয? তখন প্রশ্নকারীও বলতে লাগল : জি হ্যাঁ, আমারও উদ্দেশ্য এটাই।

শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব (রহ.) মীর মাহবূব আলী ছাহেবকে ধমক দিয়ে বললেন : তুমি আমাকে মানুষদের মুখে গালি শুনাতে চাও। একবার

একটা মাসআলা লিখেছিলাম। এখনো পর্যন্ত গালি শুনছি। তখন মীর মাহবূব আলী ছাহেব প্রশ্নকারীকে বললেন : শুনে নাও, হযরত এই নামাযকে না জায়েয বলতে চান। কিন্তু গালির ভয়ে পরিষ্কার উত্তর দিতে পারছেন না।

এ ঘটনা বলার পর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন : কটাক্ষ করে কথা বললে কোনো উপকার হয় না। খারাপ কথা দূর হয় না।

শাহ আবদুল আযীয ছাহেব ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর একই চিন্তা-চেতনা ছিল। কিন্তু শাহ ইসহাক ছাহেব (রহ.) বিভিন্ন অংশ ভাগ করে বলেছেন, ফলে কোনো উপকার হয়নি। আর মাওলানা ইসমাঈল (রহ.) সাফ সাফ নিষেধ করে দিয়েছেন। ফলে সেটা ভালোভাবে মেনে নেয়া হয়েছে।

৫৬. শয়তানের বুযুর্গানে দ্বীনকে রসায়ন শেখার ধোঁকা দেয়া এবং শাহ আহমাদ সাঈদ রহ.-এর ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একবার বলেন : শয়তান বুযুর্গদেরও এ ধোঁকা দেয় যে, রসায়ন শিখে নাও। হালাল খাদ্য মিলবে। শাহ আহমাদ সাঈদ রহ.-এর খেদমতে একজন বিদেশি আগন্তুক আসল আর বলল : আমরা কয়েকজন শিমলা পাহাড়ে রসায়নের একটি গাছের শিকড়ের খোঁজে এসেছিলাম। কিন্তু পেলাম না। যেহেতু হিন্দুস্তানে এসেছিলাম, তাই আপনার খেদমতেও সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়েছি। এখান থেকে ফিরে গেলে স্বীয় উস্তাদজীর নিকট পুনরায় ঐ গাছের শিকড়ের ব্যাপারে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করব।

শাহ ছাহেব রহ. বিদেশি ব্যক্তির এ খেয়াল খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বললেন : তুমি এত দূর থেকে এসেছ যদি আর কোথাও এ শিকড় না পাও তখন কী হবে? ঐ বিদেশি উত্তরে বলল : কতদিন পর্যন্ত পাওয়া যাবে না? ২য় বার, ৩য় বার, ৪র্থ বারও প্রয়োজন হলে আসব। এটা শুনে শাহ ছাহেবের রহ. চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো এবং তিনি নিজ মুরীদদের সম্বোধন করে বললেন : দেখলে তোমরা? দুনিয়ার জন্য তার কত উচ্চ আশা-প্রত্যাশা!! আর তোমরা মাত্র ৬ মাস বা ১ বছর আমার এখানে থাকার পরেই বল : কিছুই তো হাসিল হলো না।

৫৭. শয়তান পীরের আকৃতি ধারণ করতে পারে কি?

মাওলানা বিলায়াত হুসাইন ছাহেব রহ. বলেন : আমি একবার হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম : হযরত! এই যে একটা কথা প্রসিদ্ধ যে শয়তান পীরের আকৃতি ধারণ করতে পারে না, এ কথাটা কি ঠিক?

হযরতওয়ালা বললেন : হ্যাঁ, যদি মুরীদের কাঙ্ক্ষিত তাওহীদ হাসিল হয়। অর্থাৎ মুরীদের ভক্তি-শ্রদ্ধা পীর ছাহেবের প্রতি এত গভীর যে, দুনিয়াতে সে এ পীর ছাহেব ব্যতীত অন্য কাউকে হিদায়েতের উপলক্ষ মনে করে না, কাঙ্ক্ষিত তাওহীদের সংজ্ঞা 'রেসালায়ে মাক্কিয়্যা'তে খুব সুন্দরভাবে করা হয়েছে।

বান্দা আরয করল : মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রেও পীর ছাহেবের সাথে মতভেদ করা যাবে না? হযরতওয়ালা বললেন : না, মাসায়িলের ক্ষেত্রে তো মতভেদ হতেই পারে।

মাওলানা বিলায়াত হুসাইন ছাহেবই (রহ.) একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, "হযরত! 'তাযকিরাতুল কুলূব' গ্রন্থে আউলিয়ায়ে কেরামের কবর থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে লেখা হয়েছে যে, এগুলোকে স্বীয় পীরের আকৃতিতে ধ্যান করবে"।

উত্তরে হযরতওয়ালা বললেন : "এটা আহলে নিসবতের জন্য"।

৫৮. যে ব্যক্তি বুযুর্গানে দ্বীনের কথা মানে না সে লজ্জিত হয়

একবার হযরত মাওলানা শাইখ মুহাম্মাদ ছাহেব থানভী রহ.-এর ব্যাপারে বললেন : তিনি লাল সাদা রঙ এর অধিকারী, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। হযরত শাহ ইসহাক ছাহেব রহ. তাঁকে মহব্বত করতেন এবং বিশেষ সময়ে হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে তাঁকে শিক্ষা দিতেন।

একদিন অত্যধিক স্নেহের কারণে শাহ ছাহেব রহ. তাঁকে বললেন : "মৌলভী ছাহেব! আমার মেয়েকে বিবাহ করে নাও"। মৌলভী ছাহেব আরয করলেন : "আমার দাদীর সম্মতি আছে কি না তা জেনে আপনাকে জানাব"।

ফলে মৌলভী ছাহেব তার দাদীর নিকট চিঠি লিখলেন : উত্তরে দাদী সাহেবা লিখলেন : "শাহ ছাহেব ও আমাদের বংশ এক সমান নয়। তাঁর বংশ আমাদের থেকে নিচু। এ জন্য মঞ্জুর করা যাচ্ছে না"।

আল্লাহর কী শান! কিছুদিন পর মৌলভী ছাহেব একজন নিম্ন বংশীয়া কাঞ্চনী মহিলাকে বিবাহ করেন।

লোকেরা এই বলে ভর্ৎসনা করত যে : শাহ ছাহেব রহ. না হয় বংশীয় মর্যাদায় সমান ছিলেন না। আর এখন তো কুফূ বা সমগোত্র খুব মিলেছে!!

মৌলভী শাইখ মুহাম্মাদ থানভী রহ. পরবর্তীকালে আরো দুটি বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু যিন্দেগী শান্তিপূর্ণ হয়নি।

আর সত্য কথা এটাই যে, যে বুযুর্গদের কথা মানে না অবশেষে তাকে লজ্জিত হতে হয়। সর্বশেষ বিবাহ আম্বাঠায় হয়েছিল।

৫৯. উযুবিহীন কুরআন তিলাওয়াত

একবার মুনশী ইবরাহীম খান ছাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! বিনা উযুতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে খুব অস্বস্তি লাগে। আবার সব সময় উযুর সাথে থাকাও যায় না।

হযরতওয়ালা রহ. বললেন : হাতের পরিবর্তে চাকু অথবা অন্য কিছু দ্বারা পৃষ্ঠা উল্টাবেন। আর বড় কুরআন শরীফ রাখবেন। ছোট কুরআন শরীফ রাখাটা তো মাকরূহও বটে। অতঃপর বলেন : শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী রহ.-এর মাদরাসার কাছাকাছি 'মেন্ডন' নামে একটি নদী আছে। একবার ঐ নদীতে একটি লাশ ভেসে যেতে দেখা গেল যার কাফন ময়লা ছিল। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে মূল ধারায় এসে লাশটি স্থির হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আরেকটি লাশ ভেসে আসতে দেখা গেল। যার কাফন সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল। কোথাও কোনো দাগ-চিহ্ন ছিল না। এটা পূর্বের লাশের সাথে মিলে ভাসতে লাগল। যেমন কেউ কারো জন্য অপেক্ষমাণ আর উভয়ে এক সাথে রওয়ানা হয়ে যাবে।

লোকেরা এই দুটি লাশের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া আরম্ভ করল। অনুসন্ধানের পর এক বৃদ্ধা মহিলা বললেন যে, এরা উভয়ে পবিত্র কুরআনের হাফেয ছিলেন।

অতঃপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : এখন এমন ধারণা করা হয় যে, যার কাফন পরিষ্কার ছিল সে উযুর সাথে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করত। আর অপরজন উযু ছাড়া তিলাওয়াত করত।

অতঃপর মুনশী ছাহেবের রহ. প্রশ্নের উত্তরে এটাও বললেন যে, হাফেযে কুরআনের পিতা-মাতার মাথায় হাশরের দিন এমন তাজ পরিধান করানো হবে, যার ঔজ্জ্বল্য হবে সূর্যের মতো।

৬০. এক কাযী ছাহেবের জটিল ব্যাখ্যার ঘটনা

একদিন 'জটিল ব্যাখ্যা' বিষয়ক আলোচনা চলছিল। তখন হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : হ্যাঁ, জি। মৌলভী ছাহেবগণ যে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা বানিয়ে ফেলতে পারেন। জনৈক কাযী সাহেবের নিকট কেউ এসে বলল : কাযী সাহেব! একটা ষাঁড় আরেকটি ষাঁড়কে সিং দিয়ে গুঁতা মেরেছে। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? কাযী সাহেব বললেন : এখানে আবার কী হুকুম হবে?

এরপর ঐ প্রশ্নকারী বলল : জি, হযরত! আপনার ষাঁড়ের সাথেই আরেকটি ষাঁড়ের মারামারি হয়েছে। আপনার ষাঁড় হলো আসামী।

কাযী সাহেব বললেন : আচ্ছা! এমনটি হয়েছে। ঠিক আছে আমি কিতাব দেখে বলব। ফলে তিনি কিতাব আনালেন এবং কিতাব খুলে দুই-চারটি স্থানে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন : লাল কিতাব বলল এমন। তোমার ষাঁড় লড়ল কেন? খৈল খাইয়েছ নাকি অন্য কিছু? উভয় ষাঁড়ের শাস্তি পাঁচটি করে বেত্রাঘাত।

৬১. কোন্ গুনাহের কারণে বাইআত বাতিল হয়ে যায়?

একবার মুনশী ছাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! কোন্ কোন্ গুনাহের দ্বারা বাইআত বাতিল হয়ে যায়?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : اَلْمَرْأُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ যার সাথে যার মহব্বত, তার সাথে তার কিয়ামত। (তিরমিযী শরীফ ২: ৬১ আবু দাউদ শরীফ ২ : ৩৫১) সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় শাইখের তরীকার উপর থাকবে, বাইআতও অটুট থাকবে আর যদি বিরোধিতা করে, তাহলে বাইআত বাতিল হয়ে যাবে।

৬২. খৃস্টানদের রীতি-নীতি পছন্দকারী আলেমের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী

এ ব্যাপারেই হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কানপুরের কোনো এক উচ্চপদস্থ খৃস্টান কর্মকর্তা মুসলমান হয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ কারণে তাঁর ইসলামগ্রহণের ব্যাপারটি প্রকাশ করেননি।

ঘটনাক্রমে তিনি অন্য এক স্থানে বদলী হয়ে যান। তিনি ঐ মৌলভী ছাহেব যার থেকে দ্বীনে ইসলামের ব্যাপারে শিখেছিলেন। নিজ বদলীর ব্যাপারে জানালেন এবং অনুরোধ করে বললেন : কোনো এমন দ্বীনদার ব্যক্তি আমাকে দিন যার নিকট থেকে আমি ইলমে দ্বীন অর্জন করব। ফলে মৌলভী ছাহেব স্বীয় যোগ্য শিষ্যকে তাঁর জন্য ঠিক করে দিলেন

কিছুদিন পর এই নওমুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি ঐ মৌলভী ছাহেবের শিষ্যকে কিছু টাকা দিলেন আর বললেন : আমি মারা যাওয়ার পর খৃস্টানরা যখন আমাকে কবরস্থানে দাফন করে আসবে, তখন তুমি রাত্রে গিয়ে আমাকে কবর থেকে বের করবে আর মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করে দিবে। ফলে এমনটিই হলো।

মৌলভী ছাহেবের শিষ্য যখন রাত্রিবেলা অসিয়্যত অনুসারে তাঁর কবর খুললেন তখন দেখলেন যে, সেখানে ঐ খৃস্টানের লাশ তো নেই বরং তার উস্তাদ মৌলভী ছাহেব পড়ে আছেন!!

শিষ্য হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগল, এটা কী হলো? আমার উস্তাদ এখানে কীভাবে আসলেন?

পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, মৌলভী ছাহেব খৃস্টানদের রীতি-নীতি পছন্দ করতেন।

৬৩. কবীরা গুনাহ বারবার করলে বাইআত বাতিল হয়ে যায়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্য সৎকাজের জন্য ফলদায়ক হয় এবং নাজাতের উপলক্ষ্য হয়। দ্বিতীয় যে জিনিসের দ্বারা বাইআত নষ্ট হয়ে যায় সেটা হলো কবীরা গুনাহ বারবার করতে থাকা। নিষেধ করা সত্ত্বেও সে অব্যাহতভাবেই ঐ গুনাহ করতে থাকে এবং শাইখের কথা মানে না। এমতাবস্থায়ও বাইআত বাতিল হয়ে যায়।

এ কথাটা পূর্বের কথারই অংশবিশেষ। অবশ্য বর্তমানকালের পীর-মুরীদী চাই যেকোনো কাজই করা হোক না কেন!! এমনকি যদি পীর-মুরীদের মধ্যে জুতা মারামারিও হয়, তবুও ঐ বাইআত লোহা-লাঠিই থাকে! এটা তো গ্রহণযোগ্য কোনো কাজ হলো না।

৬৪. সুন্নাত অনুসরণকারী উলামায়ে কেরামকে নবীজী পছন্দ করেন

হযরতওয়ালা মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. লিখেছেন :

কোনো কোনো আলেম যিনি সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাআহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কোনো কোনো বুর্যুগ দরবেশ থেকেও বেশি পছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন।

৬৫. গাধার উপর পানের পিক নিক্ষেপকারী বুযুর্গের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা

একবার হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : জনৈক বুযুর্গ কোথাও যাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেটা হিন্দুদের হোলী উৎসবের দিন ছিল। যেদিন তারা জীব-জন্তুর গায়ে রঙ দিয়ে দেয়। এই বুযুর্গ পান খাচ্ছিলেন। রাস্তায় একটি গাধার উপর নজর পড়ল, যার গায়ে রঙ ছিল না। বুযুর্গ ঐ গাধার উপর থুতু নিক্ষেপ করে রসিকতা করে বললেন : তোকে তো কেউ রাঙ্গায়নি এ জন্য আমি তোকে রাঙ্গিয়ে দিলাম।

এই বুযুর্গের ইন্তিকালের পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখল যে, সব অবস্থা ভালো, কিন্তু মুখে একটি সাপ লাগানো আছ। এ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : হযরত! আপনার কী অবস্থা। বুযুর্গ বললেন : সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু একদিন গাধার উপর পানের পিক ফেলেছিলাম। যদ্দরুন ধরা পড়ে গেছি। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে : আমার দুশমনদের সাথে সাদৃশ্য কেন অবলম্বন করেছিলে?

এ জন্য এখন এ আযাব ভোগ করছি।

৬৬. বুযুর্গানে দ্বীনের নজর দ্বারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার আকাঙ্ক্ষা করা এবং এর একটি দৃষ্টান্ত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : অনেক মানুষ আসে আর বলে : আমাকে একনজরে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিন। আমার দ্বারা মেহনত-মুজাহাদা হবে না!! এবং এর উপর কোনো কোনো বুযুর্গের ঘটনাও উল্লেখ করে।

ব্যাপারটির উদাহরণ তো এমন : জনৈক ব্যক্তি জঙ্গলে যাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ওঠার পর দেখে একটি ডেকচি। সেটা খনন করে বের করার পর দেখে যে স্বর্ণ-রুপায় পরিপূর্ণ।

এখন এ কাহিনী শুনে যদি কেউ গুপ্তধনের সন্ধানে জঙ্গলে ঘুরতে থাকে, তাহলে সে কি কিছু পাবে?

৬৭. যে দেশকে ইংরেজরা ৫৯ বছর ধরে জয় করেছে সে দেশের মানুষের মুসলমান হওয়ার কারণ

মুনশী মুহাম্মাদ ইবরাহীম ছাহেব রহ. একবার আরয করলেন যে, এমন দেশ যাকে ইংরেজরা ৫৯ বছর ধরে জয় করেছে। তাদের কীভাবে মুসলমান বানানো হলো? উত্তরে হযরতওয়ালা বললেন : মুসলমান যাঁরা বানিয়েছেন তাঁরা ঐ ইংরেজদের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. ছিলেন।

৬৮. সূফীগণ ফকীহগণের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ

মৌলভী মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব [শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর পিতা-অনুবাদক] একবার জিজ্ঞেস করলেন : সূফীয়ায়ে কেরাম ফুকাহায়ে ইযামের তুলনায় বেশি প্রসিদ্ধ কেন? অথচ ফুকাহায়ে কেরাম হলেন দ্বীনে ইসলামের রুকন।

এই প্রশ্নের উত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যাঁরা সূফী হয়েছেন তাঁরা ফকীহ ছিলেন। অতএব প্রসিদ্ধি তো ফকীহদেরই হলো।

অন্যান্য সূফীগণ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার কারণে বা কারামাত প্রকাশ পাওয়ার কারণে এবং দুনিয়াত্যাগী হওয়ার দরুন দুনিয়াতে বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

৬৯. ইমাম মাহদী ছাড়া বিদআত খতম হবে না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একবার বলেন : যুগে যুগে বিভিন্ন বিদআত হযরত ইমাম মাহদী রাযি. ব্যতীত উঠবে না।

৭০. যিকিরকারীর জন্য গোশত খাওয়া ক্ষতিকর নয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একবার বলেন : যিকিরকারীর জন্য গোশত খাওয়া ক্ষতিকর কিছুই নয়। অবশ্য সপ্তাহে দুই বারের বেশি খাওয়া অন্তরকে শক্ত বানিয়ে দেয়।

বর্তমানে পীর ছাহেবদের অবস্থা হলো, মুরীদ যদি পাগড়ি বেঁধে মাথা চুলকায় তাহলে মনে করে পাগড়ি থেকে টাকা বের করে পীর ছাহেবকে হাদিয়া দিবে।

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একবার স্বীয় মুরীদদের বললেন : তোমরা কেন আমার পেছনে লেগে গেছ? আমার হাকীকত তো হলো ঐ পীরের মতো যে বাস্তবে একজন ডাকাত ছিল। (যার কাহিনী ৪৪ নং মালফূযের মধ্যে বলা হয়েছে। –অনুবাদক)

৭১. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর সারারাত যিকিরের কাহিনী

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : শাইখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত উচ্চস্বরে যিকির করতেন। শেষ পর্যন্ত এটা এত প্রবল হয়ে গিয়েছিল যে, ছেলে আসলে শাইখ তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সে নাম বলত। এর বেশি কিছু আরয করার সুযোগ হতো না। কেননা, শাইখ তখন পুনরায় যিকিরে ডুবে যেতেন।

৭২. যার অন্তরে অহংকার থাকে তার দ্বারা কিছুই হয় না। চাই যত বড় কাশফওয়ালাই হোক না কেন

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বলেন : কোনো ব্যক্তি যত বড় পরহেযগার আর কাশফ ও কারামতের অধিকারী হোক না কেন, যদি তার অন্তরে অহংকার থাকে, তাহলে বুঝে নিবে যে তার দ্বারা কিছুই হবে না।

একবার হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চারজন মানুষ আসলেন। খানকার দরজায় পৌঁছে পরস্পর পরামর্শ করলেন যে, এক ব্যক্তি মাল-সামানার কাছে বসা থাকবে। আর অবশিষ্ট তিনজন সাক্ষাতের জন্য ভিতরে যাবে। যখন এ তিনজন সাক্ষাৎ করে ফিরে আসবে,

তখন এ ব্যক্তি যাবে। সকলেই এ মতকে পছন্দ করল। কিন্তু ঝগড়া হলো এ ব্যাপারটা নিয়ে যে, বসবে কে? সবাই অন্যের উপর দায়িত্ব চাপানোর উদ্দেশ্যে বলল : তুমি বস, অবশেষে যখন ঝগড়া করতে করতে বিলম্ব হয়ে গেল, তখন তাদের মধ্যে একজন বলল যে, আচ্ছা ভাইয়েরা! তোমরা সবাই হযরতের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাও। আমি সামানার কাছে বসে থাকব। কেননা, আমি অনেক বড় গুনাহগার ও পাপী। হযরতের সাথে আমি সাক্ষাতের উপযুক্তই নই।

মোটকথা, তিনি এখানে বসে থাকলেন আর অবশিষ্ট তিনজন শাইখের নিকট উপস্থিত হলেন। তারা কাছে আসামাত্রই হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ. তাদের ধমক দিয়ে বললেন : “চলে যাও। তোমাদের মধ্যে যে কাজের ছিল সে তো আসেই নি”। ফলে এরা তিনজন ফিরে গিয়ে নিজ সাথীকে বলল : ভাই! আমাদের সাথে চল কেননা, তোমাকে এখানে রেখে যাওয়ার কারণে আমরা হযরতের কাছে ধমক খেয়েছি। সে সাথে রওয়ানা হলে চারজনের সাক্ষাতের সৌভাগ্য নসীব হলো।

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ. যে তাদের ধমক দিয়েছিলেন, সম্ভবত তাঁর কাশফ হয়ে গিয়েছিল।

৭৩. দু‘আ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বলেন : আমাদের মুরশিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. একবার গাঙ্গুহ আগমন করেছিলেন। রামপুরের এক ব্যক্তি আরয করলেন : হযরত! আমার ঘোড়া হারিয়ে গেছে। আপনি দু‘আ করুন যেন ঘোড়াটি পাওয়া যায়।

হযরত ঐ সময় ‘মছনবী মা‘নবী’ হাতে ধরা ছিলেন। সেটা খুলে পড়ার ইচ্ছা করলে কাকতালীয়ভাবে পৃষ্ঠার শুরুতে এ কবিতা বের হলো :

گر برد مالت عدو پر فنے + دشمنے را بردہ باشد دشمنے

অর্থাৎ যদি চালাক শত্রু তোমার সম্পদ নিয়ে যায় তাহলে নিয়ে যাক। কেননা, এক শত্রুই আরেক শত্রুর ক্ষতি করল।

৭৪. আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর মাখলূকের সাথে কী কাজ?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : গাঙ্গুহের অধিবাসীবৃন্দ একবার হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর খিদমতে আম্বালা জেলার শাহ আযাদ নামক স্থানে এ বিষয়ে একটি চিরকুট পাঠাল যে, "গাঙ্গুহে ভূমি বন্দোবস্তের কাজে সরকারি কর্মচারী এসেছে, হুযূর এখানে আগমন করে আপন ভূ-সম্পত্তি যা ডাবের এর নিকটবর্তী নিজের নামে লিখিয়ে নিন"।

হযরত শাইখ রহ.-এর উত্তরে লিখলেন :

بندگان خدا را از خلق خدا چه کار؟ অর্থাৎ "আল্লাহর বান্দাগণের আল্লাহর মাখলূকের সাথে কী কাজ"?

৭৫. আবূ সাঈদ গাঙ্গুহী রহ.-এর সংশোধনের অদ্ভুত ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : শাহ আবূ সাঈদ গাঙ্গুহী রহ. [যিনি হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর নাতি ছিলেন] বাইআত হওয়ার উদ্দেশ্যে শাহ নিযামুদ্দীন বলখী রহ.-এর খিদমতে বলখ গিয়ে উপস্থিত হন। শাহ নিযামুদ্দীন রহ. যখন জানতে পারেন যে, ছাহেবযাদা আগমন করছেন তখন এক মনযিল পথ অতিক্রম করে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং খুব সম্মানের সাথে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বলখ পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে আপন শাইখের নাতির খুব খাতির-যত্ন করলেন। প্রতিদিন নতুন নতুন আর সুস্বাদু খানা রান্না করে তাকে খাওয়াতেন। তাঁকে মসনদে বসিয়ে নিজে খাদেমদের স্থানে বসতেন।

অবশেষে যখন শাহ আবূ সাঈদ রহ. নিজ দেশে ফেরার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন শাহ নিযামুদ্দীন রহ. প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা তাঁকে উপঢৌকন হিসেবে দিলেন।

ঐ সময় শাহ আবূ সাঈদ রহ. আরয করলেন যে, "হযরত! আমার এই দুনিয়াবী সম্পদের প্রয়োজন নেই। এর জন্য আমি এখানে আসিনি। আমার তো ঐ সম্পদ প্রয়োজন যা আপনি আমাদের ওখান থেকে নিয়ে এসেছেন"।

ব্যস, এটা শোনামাত্রই হযরত শাহ নিযামুদ্দীন রহ.-এর চক্ষু পরিবর্তন হয়ে গেল এবং ধমক দিয়ে বললেন : "যাও ঐ আস্তাবলে গিয়ে বস। আর কুকুরের দানা-পানির ফিকির কর"।

ফলে তিনি আস্তাবলে আসলেন। শিকারী কুকুরগুলো তাঁর দায়িত্বে দিয়ে দেয়া হলো যে, দৈনিক গোসল করাবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। কখনো কখনো তাঁকে দিয়ে হাম্মামও পরিষ্কার করাতেন। আবার কখনো শিকার করার সময় শাইখ ঘোড়ার উপর আরোহণ করতেন আর ইনি কুকুরের শিকল ধরে তাঁর সাথে চলতেন।

মানুষদের বলে দেয়া হয়েছিল যে, এই যে মানুষটা আস্তাবলে থাকে, তাকে দু-বেলা দুটি করে রুটি ঘর থেকে এনে দিবে।

এখন শাহ আবূ সাঈদ রহ. যখন শাইখের কাছে আসতেন, তখন শাইখ দৃষ্টি উঠিয়ে কখনো দেখতেন না। চামারের মতো দূরে বসার নির্দেশ দিতেন। এবং ফিরেও তাকাতেন না যে, কে আসল কোথায় বসল।

তিন-চার মাস পর একদিন হযরত শাইখ নিযামুদ্দীন রহ. মেথরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন : আজ যখন আস্তাবলের মল একত্রিত করে নিয়ে যাবে, তখন ঐ পাগলের পাশ দিয়ে যাবে যে আস্তাবলে বসে থাকে।

শাইখের কথা মতো মেথর তা-ই করল। পাশ দিয়ে গেল। ফলে কিছু নাপাকী শাহ আবূ সাঈদ রহ.-এর গায়ে পড়ল। শাহ আবূ সাঈদ রহ.-এর চেহারা গোস্বায় লাল হয়ে গেল। গলা চড়িয়ে বললেন : "আজকে গাঙ্গুহ হলে তোমাকে মজা দেখাতাম। ভিনদেশ, শাইখের মেথর এ জন্য কিছু করতে পারছি না"।

মেথর এ ঘটনার বিবরণ হযরত শাইখের নিকট পেশ করল। হযরত বললেন : "হ্যাঁ, এখনো ছাহেবযাদেগীর গন্ধ আছে"। এরপর দুই মাস পর্যন্ত তাঁর কোনো খবর নিলেন না। অতঃপর মেথরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন যে : আজ পুনরায় ঐ কাজ করবে বরং ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু নাপাকী শাহ আবূ সাঈদের উপর ঢেলে দিয়ে উত্তর শুনবে যে, কী বলে।

ফলশ্রুতিতে মেথর পুনরায় শাইখের নির্দেশ পালন করল। এবার শাহ আবূ সাঈদ রহ. মুখ থেকে কোনো কথা বের করেননি তবে তীব্র ও বাঁকা চোখে মেথরের দিকে তাকিয়েছেন। এবং গর্দান ঝুঁকিয়ে নীরব থেকেছেন। মেথর এসে হযরত শাইখ রহ.-এর খিদমতে আরয করল যে, আজকে তো মিঞা কিছুই বলেনি, তীব্র চাহনিতে দেখে চুপ হয়ে গেছে।

হযরত শাইখ রহ. বললেন : এখনো কিছু গন্ধ অবশিষ্ট আছে।

দু-চার মাস পর শাইখ নিযামুদ্দীন রহ. মেথরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন : এবার লেদ গোবরের টুকরি উঠিয়ে সরাসরি তাঁর মাথার উপর নিক্ষেপ করবে যেন আপাদ মস্তক নাপাকীর দ্বারা ভরে যায়।

ফলে মেথর তা-ই করল। কিন্তু এবার শাহ্ আবূ সাঈদ রহ. পরিণত হয়েছেন। এ জন্য ঘাবড়ে গেলেন আর অনুনয় বিনয় করে মেথরকে বললেন : আমার সাথে ধাক্কা খেয়ে আপনি পড়ে গেছেন। কোনো চোট পাননি তো? এটা বলে পতিত গোবরগুলো তাড়াতাড়ি উঠিয়ে টুকরিতে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

মেথর এ ঘটনা হযরত শাইখ রহ. কে শোনালেন যে, আজ তো মিঞাজী গোস্বা করার পরিবর্তে উল্টো আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং পড়ে যাওয়া গোবর আমার টুকরিতে ভরে দিয়েছেন।

শাইখ রহ. বললেন : "ব্যস, এখন কাজ হয়ে গেছে"। ঐ দিনই শাইখ খাদেম-মারফত সংবাদ পাঠালেন যে, আজ শিকারে যাব। কুকুরগুলোকে প্রস্তুত করে তুমিও আমার সাথে যাবে।

বিকেলে শাইখ ঘোড়ার উপর চড়ে খাদেমবৃন্দসহ জঙ্গলের দিকে চললেন। শাহ্ আবূ সাঈদ রহ. কুকুরের জিঞ্জির ধারণ করে সঙ্গে চললেন। কুকুরগুলো ছিল দারুণ হৃষ্টপুষ্ট শক্তিশালী শিকারী। কুকুরগুলো ভালো ভালো খানা খেত। অথচ বেচারা আবূ সাঈদ রহ. শুকনো শরীরের দুর্বল মানুষ। এ জন্য তিনি কুকুরগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না। যতই এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন ততই এগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। পরিশেষে তিনি জিঞ্জির কোমরে বেঁধে নিলেন। শিকারের উপর দৃষ্টি পড়ামাত্রই কুকুরগুলো সেটার দিকে দ্রুত দৌড়ে গেল। এখন বেচারা আবূ সাঈদ পড়ে গেল। কুকুরগুলোর কারণে মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। কোথাও ইট লাগছিল। আবার কোথাও পাথর বিদ্ধ হচ্ছিল। সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। কিন্তু তিনি উফ্ পর্যন্ত করলেন না।

যখন অন্য খাদেমরা কুকুরগুলোকে থামাল এবং তাঁকে উঠাল, তখন তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন এ কথা ভেবে যে, হযরত অসন্তুষ্ট হবেন আর বলবেন যে, আমার নির্দেশ কেন পালন করনি? কুকুরগুলোকে কেন খাওয়াওনি?

শাইখের তো উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পরীক্ষা নেয়া, আর সেটা হয়েও গেল।

ঐ রাতেই শাইখ নিযামুদ্দীন রহ. স্বীয় মুরশিদ কুতুবুল আলম হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.কে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলছেন : "নিযামুদ্দীন! আমি তো তোমার থেকে এত কঠিন মেহনত নেইনি, যতটুকু মেহনত তুমি আমার নাতি থেকে নিলে"?

সকাল হওয়ামাত্রই শাহ্ নিযামুদ্দীন রহ. শাহ্ আবূ সাঈদ রহ.কে আস্তাবল থেকে ডেকে বুকের সাথে লাগিয়ে নিলেন এবং বললেন : "খান্দানে চিশতিয়ার যে ফয়যান আমি হিন্দুস্তান থেকে নিয়ে এসেছিলাম, তুমিই সেই ব্যক্তি যে এই ফয়যান আমার কাছ থেকে নিয়ে হিন্দুস্তান যাচ্ছ। তোমার জীবন বরকতময় হোক"।

মোটকথা, খেলাফত প্রদান করে তাকে হিন্দুস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

৭৬. লোহারি গ্রামের এক মাজযূবের ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : লোহারি গ্রাম যেখানে হযরত মিঞাজী নূর মুহাম্মাদ ছাহেব রহ. বসবাস করতেন, সেখানে একজন পাঞ্জাবি মাজযূব (আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা দরবেশ) থাকতেন। আর ঘটনাক্রমে ঐ স্থানেই হযরত হাজী আব্দুর রহীম ছাহেব বেলায়েতী শহীদ রহ. গমন করেন।

ঐ মাজযূব অধিকাংশ সময় হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর খাদেমদের বলত : "তোমাদের হাজী ছাহেব অনেক বড় বুযুর্গ।"

হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ. যখন হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আরব যাচ্ছিলেন, তখন একদিন জাহাজে হযরতের হাত থেকে বদনা ছিটকে সমুদ্রে পড়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই একটা হাত বদনা ধরা অবস্থায় সমুদ্র থেকে বের হলো এবং হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর হাতে বদনা ধরিয়ে গায়েব হয়ে গেল।

এদিকে লোহারিতে ঐ মাজযূব হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর খাদেমদের বললেন : "তোমাদের হাজী ছাহেবের হাত থেকে বদনা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল আমি তাঁর হাতে বদনা ধরিয়ে দিয়েছি"।

হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর খাদেমগণ ভাবলেন : বেশি বাগাড়ম্বর করছে। যখন হযরত হাজী ছাহেব রহ. হজ্ব থেকে ফারেগ হয়ে ফিরে আসলেন এবং লোহারিতে আগমন করলেন। তখন ঐ মাজযূবের কথা কারো মনে পড়ল। ফলে তিনি হযরত হাজী ছাহেব রহ. কে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত বললেন : "ঘটনা সত্য, নিঃসন্দেহে জাহাজে এ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ঐ সময় আমি চিনতে পারিনি যে, সেটা কার হাত ছিল?"

৭৭. মাজযূব হাফেয আব্দুল কাদের রহ.-এর ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে যুগে আমি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে দিল্লিতে থাকতাম, দারুল বাকায় হাফেয আব্দুল কাদের ছাহেব রহ. নামক জনৈক মাজযূব মাঝে-মধ্যে আসতেন। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আমি কয়েক কদম পেছনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন আর বললেন : কে? কুদরতুল্লাহ নাকি? আমি আরয করলাম : হযরত! আমি রশীদ আহমাদ। এরপর উল্টো পায়ে কয়েক কদম পেছনে হটলেন আর বললেন : হট, হট আর বুকের দিকে হাতের দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন : এখানে আমার গুলি লেগেছে, এখানে আমার গুলি লেগেছে।

এ কয়েকটা কথা বলে পালিয়ে গেলেন এ ঘটনার এক মাস বা সোয়া মাস পরই সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হলো। এবং এই হযরত গুলিতে শহীদ হলেন। গুলি বুকেই লেগেছে।

একদিন মৌলভী মুহাম্মাদ কাসেম (নানূতভী রহ.) হাতে বুখারী শরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই মাজযূব হাফেয ছাহেব রহ.-এর সাথেই রাস্তায় সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি মৌলভী কাসেম ছাহেবের হাত থেকে বুখারী শরীফ ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে চললেন। মৌলভী ছাহেব ভয় পেয়ে পেছনে পেছনে রওয়ানা হলেন, যাতে কোথাও বুখারী শরীফ হাত থেকে ফেলে না দেয়। রাস্তায় বাবুর্চির একটি দোকান ছিল। তার চুল্লির পাশে বসে পড়লেন এবং বুখারী শরীফের পৃষ্ঠা উল্টানো আরম্ভ করে দিলেন আর মুখ মিন মিন মিন মিন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত পৃষ্ঠা ওলট পালট করতে থাকলেন। এরপর মৌলভী কাসেম ছাহেব রহ.কে কিতাব দিয়ে দিলেন।

৭৮. শাহ ওয়ালীউল্লাহ, মাওলানা ফখরুদ্দীন এবং মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর দাওয়াতের ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বলেন : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, মাওলানা ফখরুদ্দীন ছাহেব চিশতী এবং হযরত মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ. তিনজন সমকালীন ছিলেন। অর্থাৎ একই যুগের মানুষ ছিলেন এবং তিনজনই একই শহর অর্থাৎ দিল্লিতে অবস্থান করতেন।

এক ব্যক্তি চিন্তা করলেন যে, বুযুর্গত্রয় যেহেতু একই শহরে অবস্থান করছেন, তাই তাঁদের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে যে, কার মর্যাদা বেশি?

এ ব্যক্তি প্রথমে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন : হযরত! আগামীকাল আমার বাসায় আপনার দাওয়াত। মেহেরবানী করে কবূল করুন আর সকাল নয়টায় গরীবখানায় নিজেই তাশরীফ আনয়ন করুন। আমার ডাকার অপেক্ষা করবেন না। শাহ ছাহেব রহ. বললেন : খুব ভালো কথা।

এরপর ঐ ব্যক্তি মাওলানা ফখরুদ্দীন ছাহেব রহ.-এর খিদমতে পৌঁছলেন এবং আরয করলেন যে, সকাল সাড়ে নয়টায় আমি ডাকা ছাড়াই আমার বাসায় চলে আসবেন আর বাসায় উপস্থিত যে খানা থাকে সেটাই খাবেন।

এখান থেকে উঠে তিনি মির্যা মাযহার জানেজাঁনা রহ.-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন যে, আমার কর্ম ব্যস্ততার দরূন হযরতের খিদমতে উপস্থিত হতে পারব না, আগামীকাল সকাল পৌনে দশটায় আমার গরীবালয়ে হযরত যদি একটু তাশরীফ আনয়ন করেন, তাহলে খুব খুশী হব। তিন বুযুর্গই দাওয়াত কবূল করলেন এবং পরের দিন নির্ধারিত সময়ে ঐ ব্যক্তির বাসায় পৌঁছে গেলেন।

প্রথমে সকাল নয়টায় হযরত শাহ ছাহেব রহ. পৌঁছলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁকে একটি স্থানে বসালেন এবং চলে গেলেন।

সকাল সাড়ে নয়টায় তাশরীফ আনলেন মাওলানা ফখরুদ্দীন ছাহেব রহ. তাঁকে আরেক স্থানে বসালেন। এরপর দশটায় মির্যা ছাহেব রহ. আগমন করলেন। তাঁকে তৃতীয় স্থানে বসালেন। মোটকথা, বুযুর্গত্রয়কে পৃথক পৃথক স্থানে বসানো হলো। কেউ কারো আগমনের ব্যাপারে জানতেও পারলেন না।

যখন সকল বুযুর্গ বসে পড়লেন, তখন এ ব্যক্তি পানি নিয়ে সকলের হাত ধোয়ালেন এবং এ কথা বলে চলে গেলেন যে, এখনি খানা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল ঐ ব্যক্তি কোনো খবরই নিলেন না। এসেও একটু দেখলেন না যে, কে চলে গেল আর কে বসে থাকল।

যখন যোহর নামাযের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেল, তখন ঐ ব্যক্তি চিন্তা করলেন যে, আরে মেহমানদের তো নামাযও পড়তে হবে, তখন প্রথমে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছাহেব দেহলভী রহ.-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং লজ্জিত হওয়ার আকৃতি বানিয়ে আরয করলেন : হযরত! কী বলব! বাসায় সমস্যা হয়েছে। এ জন্য খানার ব্যবস্থা করতে পারিনি, দুই পয়সা হাদিয়া দিলেন আর বললেন যে, এটাকে কবূল করুন।

শাহ ছাহেব রহ. খুশীর সাথে সেটাকে কবূল করলেন এবং বললেন : "কী অসুবিধা! ভাই বাসায় অধিকাংশ সময় এমন হয়েই যায়। লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই"। এটা বলে শাহ ছাহেব রহ. চলে গেলেন।

অতঃপর এই ব্যক্তি মাওলানা ফখরুদ্দীন ছাহেব রহ.-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং সে কথাই বললেন যেটা শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.কে বলেছিলেন এবং দুই পয়সা হাদিয়া দিলেন। মাওলানা বললেন : "আরে ভাই! চিন্তার কী আছে? অধিকাংশ ঘরে এমন ঘটনা ঘটেই থাকে"। এবং দাঁড়িয়ে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে সম্মানের সাথে রুমাল বিছিয়ে দিলেন। দুই পয়সা হাদিয়া কবূল করলেন এবং রুমালে বেঁধে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

উভয় বুযুর্গকে বিদায় জানিয়ে এ ব্যক্তি হযরত মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং ঐ অপারগতার কথা বলে দুই পয়সা হাদিয়া দিলেন। মির্যা ছাহেব রহ. পয়সা উঠিয় পকেটে ঢেলে দিলেন এবং কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন : "কোনো অসুবিধা নেই। তবে আগামীতে আর আমাকে এমন কষ্ট দিবেন না"।

এ কথা বলে হযরত মির্যা ছাহেব রহ. চলে গেলেন।

ঐ ব্যক্তি এই ঘটনা অন্যান্য বুযুর্গদের নিকট বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললেন যে, মাওলানা শাহ ফখরুদ্দীন ছাহেব রহ. দরবেশীশাস্ত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রসর। যেহেতু তিনি প্রফুল্লচিত্তে সম্মানের সাথে আপনার হাদিয়া

কবূল করেছেন। এরপরের স্তর হলো হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর। যদিও তিনি দাঁড়াননি। কিন্তু খুশীমনে হাদিয়া তো গ্রহণ করেছেন। আর তৃতীয় ও সর্বশেষ ধাপে আছেন হযরত মির্যা ছাহেব (মরহুম) যেহেতু তিনি হাদিয়াগ্রহণের পাশাপাশি বিরক্তিও প্রকাশ করেছেন।

এ ঘটনা উল্লেখ করার পর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ঐ সময়ের বুযুর্গদের খেয়াল এমনই ছিল। কিন্তু আমার মতে তো হযরত মির্যা ছাহেব রহ.-এর মর্তবা সবার চেয়ে ঊর্ধ্বে মনে হয়। কেননা, তিনি সাংঘাতিক নাযুক মেযাজের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এত বেশি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং "কোন অসুবিধা নেই" বলে উত্তর দিয়েছেন।

৭৯. মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর নাযুক মেযাজির ঘটনাসমূহ

প্রথম ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবার জনৈক ব্যক্তি মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ.কে খানার দাওয়াত দিলেন। মেযবান যেহেতু মির্যা ছাহেব রহ.-এর মেযাজের নাযুকতা সম্পর্কে জানত, এ জন্য বাসাটা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করলেন। ঝাড়ু দিলেন। চুনকাম করলেন। যখন সার্বিকভাবে সেটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টিনন্দন বানিয়ে ফেললেন, তখন মির্যা ছাহেব রহ.কে দাওয়াত দেয়া হলো। মির্যা ছাহেব আগমন করলেন এবং একপাশে বসে গেলেন যখন খানা সামনে আসল এবং মির্যা ছাহেব নজর উঠালেন তখন হাত দিয়ে মাথা ধরে ফেললেন এবং বললেন : মিঞা! ঐ চুনার কণাটা মাটির উপর কীভাবে পড়ে আছে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা পরিষ্কার করা না হবে আমার পক্ষে খানা খাওয়া সম্ভব হবে না।

ফলে ঐ সময়েই ঐ চুনার কণাটা বের করে জমিনকে সমতল করে দিলেন। এরপর মির্যা ছাহেব রহ. খানার লোকমা মুখে তুললেন।

দ্বিতীয় ঘটনা

কোনো জিনিস উলটা পালটা রাখা হলে মির্যা ছাহেব রহ.-এর মাথাব্যথা আরম্ভ হয়ে যেত। একদিন তদানীন্তন মোগল-সম্রাট বাহাদুর শাহ প্রচণ্ড পীড়াপীড়ি ও নিদারুণ কাকুতি-মিনতির পর হযরত মির্যা ছাহেব রহ.-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতিলাভের পর সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত

হয়েছিলেন। গরমের মৌসুম ছিল। সম্রাটের পিপাসা লাগল, পানি পান করার জন্য চাইলেন। হযরত রহ. বললেন : কলসে পানি আছে, পেয়ালায় পানি নিয়ে পান করুন। সম্রাট পানি পান করলেন এবং কলসির উপর পেয়ালা রেখে দিলেন। মির্যা ছাহেবের নযর যখন কলসির উপর পড়ল, তখন লক্ষ করলেন যে, পেয়ালাটা একটু বাঁকা হয়ে আছে। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বক্রদৃষ্টিতে এ দৃশ্য অবলোকন করলেন। শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে বললেন : জনাব! আপনি কেমন বাদশাহী করেন? এখনো পর্যন্ত দেখি খেদমত করাই শিখেননি। আপনিই বলুন! কলসির উপর পেয়ালা রাখার এটাই কি পদ্ধতি?

এরপর মির্যা ছাহেব রহ. ক্রুদ্ধস্বরে বললেন : "আগামীতে আমাকে আর এমন কষ্ট দিবেন না"।

তৃতীয় ঘটনা

এক রাতে শীতের কারণে মির্যা ছাহেব রহ.-এর ঘুম কম হয়েছিল। এক বৃদ্ধ খাদেমা এ সংবাদ জানতে পেরে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হযরত! আপনি অনুমতি দিলে আমি লেপ বানানোর ব্যবস্থা করি। হযরত বললেন, ঠিক আছে। (পরের দিন) ইশার নামাযের পর ঐ বৃদ্ধা মহিলা লেপ নিয়ে উপস্থিত হলেন আর আরয করলেন যে, হযরত! লেপ এনেছি। হযরত তখন বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। বললেন : মা! আমি তো এখন শোয়া অবস্থায় আছি। ওঠা মুশকিল। তুমিই এসে আমার শরীরের উপর লেপ দিয়ে দাও। বৃদ্ধা হযরতের গায়ে লেপ দিয়ে দিল এবং চলে গেল। সকাল হলে মির্যা ছাহেব রহ. স্বীয় খাদেম গোলাম আলীকে বললেন : গোলাম আলী! আমার তো সারারাত ঘুম আসল না। দেখ তো লেপের মধ্যে কোনো উকুন নেই তো। শাহ গোলাম আলী রহ. খুব ভালোভাবে দেখলেন, নতুন লেপ, উকুন আসবে কোত্থেকে? তবে হ্যাঁ, তাড়াহুড়ো করে বানানোর কারণে লেপের সেলাইগুলো বাঁকা হয়ে গেছে। যখন বৃত্ত অঙ্কন যন্ত্রের সাহায্যে রেখা টেনে সে অনুপাতে ঠিক করে দেয়া হলো, তখন মির্যা ছাহেব রহ. আরাম পেলেন।

চতুর্থ ঘটনা

হযরত মির্যা ছাহেবের খাস খাদেম শাহ গোলাম আলী যখন পাখার সাহায্যে মির্যা ছাহেবকে বাতাস করার জন্য দাঁড়াতেন, তখন খুব সতর্ক

থাকতেন। কিন্তু তারপরও অবস্থা এই ছিল যে, যখন একটু হাল্কাভাবে পাখা করতেন, তখন হযরত রহ. বলতেন : মিঞা! তোমার হাতে কি জান নেই? আবার যদি একটু জোরে বাতাস করতেন, তখন বলতেন : তুমি তো আমাকে উড়িয়ে দিবে।

শেষে একদিন শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. ক্ষীণকণ্ঠে আরয করলেন, হযরত! এভাবে বাতাস করলেও সমস্যা, ঐভাবে করলেও সমস্যা। তাহলে কীভাবে করব? হযরত মির্যা ছাহেবের রহ. গোস্বা চলে আসল এবং ধমক দিয়ে বললেন : "আমার পাখা ছেড়ে দাও"। অতঃপর শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. কেঁদে ফেললেন এবং মাফ চেয়ে পুনরায় পাখা করার অনুমতি দানের জন্য আবেদন করলেন। হযরত রহ. অনুমতি দিয়ে দিলেন।

পঞ্চম ঘটনা

একবার মির্যা ছাহেব রহ.-এর খলীফা হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ. দামি পোশাক পরিধান করে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন। একজন শাইখযাদাহ সঙ্গে ছিলেন। তার পিপাসা লাগল, মির্যা ছাহেব কলসি থেকে পানি পান করার অনুমতি দিলেন। শাইখজী পানি পান করে গ্লাস ঢেকে দিলেন। মির্যা ছাহেব রহ. নিজ মাথা চেপে ধরলেন। আর নিজে দাঁড়িয়ে কলসির উপর গ্লাসকে ঠিকমতো রাখলেন।

ঘটনাক্রমে ঐ শাইখ ছাহেবের পায়জামা একদিকে ঝুলানো ছিল। হযরত মির্যা ছাহেব রহ.-এর দৃষ্টি এ দিকে পড়ামাত্রই তিনি পেরেশান হয়ে পড়লেন এবং কাযী ছাহেব রহ. কে বললেন : এই শাইখজীর সাথে আপনার বনিবনা হয় কীভাবে? যিনি পায়জামাও ঠিকমতো পরিধান করতে পারেন না!!

ষষ্ঠ ঘটনা

হযরত মির্যা ছাহেব রহ.-এর যখন হুজরা থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় হতো, তখন আগে থেকেই শাহ গোলাম আলী ছাহেব ফরাশ সাফ করে দিতেন। একদিন মির্যা ছাহেব হুজরা থেকে বের হওয়ামাত্রই নিজ মাথা ধরে বসে পড়লেন এবং বললেন : "গোলাম আলী! তোমার এখনো সচেতনতা আসল না। দেখ না ঐ ফরাশের উপর একটি তৃণখণ্ড পড়ে আছে, জলদি উঠাও"।

সপ্তম ঘটনা

একবার হযরতের এক মুরীদ খুব যত্ন নিয়ে বাদামযুক্ত "বরফী" প্রস্তুত করে হযরতকে হাদিয়া দিলেন, তিনি রেখে দিলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয় দিন ঐ মুরীদ জিজ্ঞেস করল : হযরত! "বরফী" পছন্দ হয়েছে কি? হযরত নীরব থাকলেন। এরপর আবার জিজ্ঞেস করলেন। এবারও হযরত কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার যখন এই ব্যক্তি একই প্রশ্ন করলেন, তখন মির্যা ছাহেব আর বরদাশত করতে পারেলন না। বললেন : ওটা "বরফী" ছিল নাকি জুতার তলা ছিল? হাতের তিন বা চারটা আঙুল উঠিয়ে বললেন : এত বড় বরফীও কখনো হয় নাকি? এমন অদ্ভুত বরফী আপনি তৈরি করে এনেছেন। তার উপর তামাশা এই যে, ধন্যবাদও চান! মিঞা! বরফী হওয়া উচিত বাদামের মতোই। অর্থাৎ ছোট ছোট। যাতে মানুষ খানা খাওয়ার পর দুই-একটা মুখে দিতে পারে।

এরপর আরেকদিন অন্য একজন বরফী তৈরি করে আনলেন। হযরত সেটাকে পছন্দ করলেন। পরের দিন শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ.কে ডেকে কয়েকটি বরফী প্রদান করলেন। তিনি স্বীয় উভয় হাত ছড়িয়ে দিলেন। মির্যা ছাহেব রহ. খুব কষ্ট পেয়ে হায় হায় করে উঠলেন এবং বললেন : "মিঞা কাগজ আন এবং তার মধ্যে নাও"। শাহ ছাহেব দ্রুত কাগজ আনলেন। মির্যা সাহেব সেটার মধ্যে বরফী রেখে দিলেন।

এবার শাহ ছাহেব কাগজের পুড়িয়া বাঁধলেন। এটা দেখে মির্যা ছাহেব রহ. পুনরায় বিরক্ত হলেন। এবং মাথায় হাত রেখে বললেন : "গোলাম আলী! তুমি আমাকে মেরে ছাড়বে। বাঁধার নিয়মও জান না। বরফী এভাবে বাঁধে?"

এরপর নিজে হাতে নিয়ে খুব সুন্দরভাবে সেটাকে মোড়ালেন এবং চতুর্কোণ খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে গোলাম আলী ছাহেব রহ.-এর নিকট সোপর্দ করলেন।

পরের দিন জিজ্ঞেস করলেন : "বল গোলাম আলী! বরফী খেয়েছ কী? "তিনি বললেন : "জি, হযরত! খেয়েছি খুব মজা করে"। হযরত জিজ্ঞেস করলেন : "কী পরিমাণ খেয়েছ"? শাহ ছাহেব বললেন : "হযরত! সব খেয়ে ফেলেছি"। এটা শুনে মির্যা ছাহেব হতবাক হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন যে, সব খেয়ে ফেলেছ। তুমি মানুষ নাকি চতুষ্পদ প্রাণী?

অষ্টম ঘটনা

মির্যা ছাহেবের তবিয়তের নাযুকতার অবস্থা এই ছিল যে, এক ব্যক্তি ছিল যে খুব বেশি খানা খেত। লোকজন তাকে اُکول বা 'মহাখাদক' বলত। ঐ মানুষটা যখন মির্যা ছাহেব রহ.-এর খিদমতে উপস্থিত হতো, তখন তার সূরত দেখে বেশি খাওয়ার কথা মনে পড়ে হযরতের মাথাব্যথা আরম্ভ হয়ে যেত। এবং লম্বা সময় পর্যন্ত হযরত নিজ মাথা চেপে ধরে বসে থাকতেন।

বিছানার নিচে কোনো পাথরকণা দেখলে অথবা বিছানা উল্টা পাল্টা নজরে পড়লে অস্থির হয়ে যেতেন। সাংঘাতিক কষ্ট পেতেন।

নবম ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি মির্যা ছাহেব রহ.-এর খাওয়ার জন্য বাদামযুক্ত "বরফী" প্রস্তুত করে পাঠালেন। ঐ বেচারা নিজ বুদ্ধি অনুসারে ভালোই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মির্যা ছাহেব রহ. এটা দেখে বললেন : কেমন "বরফী"! দেখে মনে হচ্ছে ঘোড়ার জুতা!!

৮০. মির্যা ছাহেব রহ.-এর পরীক্ষা ও মুজাহাদা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর সমস্ত পরীক্ষা ও মুজাহাদা ঐ তবিয়তের নাযুকতাকে কেন্দ্র করেই ছিল।

জনৈকা মহিলা ছিল অত্যন্ত বদমেজাজী, রূঢ়ভাষী। হযরত মির্যা ছাহেব রহ.-এর দিলের মধ্যে ইলহাম হলো যে, "যদি তুমি এ মহিলাকে বিবাহ কর এবং এর বদযবানী ও কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তোমাকে কবূল করে নেয়া হবে"।

হযরত রহ. সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহিলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন এবং ঐ মহিলাকে বিবাহ করে নিলেন।

ঐ মহিলা এতই বদখাসলত, শক্ত-দিল, রাগী ছিল যে আল্লাহর পানাহ!

হযরত মির্যা ছাহেব রহ. খুশী খুশী ঘরের ভেতর তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং ফিরে আসতেন।

তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, প্রত্যহ সকাল হওয়ামাত্রই খাদেমকে হুকুম দিয়ে বলতেন : "যাও দরজায় হাযির হয়ে আমার সালাম আরয কর। আর

জিজ্ঞেস করে দেখ ঘরের কোনো কাজ আছে কি না? থাকলে সেটা আঞ্জাম দিতে হবে"।

হযরতের কথামতো খাদেম বাসায় উপস্থিত হতো এবং শাইখের সালাম পৌঁছিয়ে মেযাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। কিন্তু হযরতের স্ত্রী সালামের উত্তরের পরিবর্তে গালি শোনাত এবং এমন সব কটু কথা বলত যে, শ্রবণকারী পর্যন্ত শরম পেত। কিন্তু মির্যা ছাহেব রহ.-এর পক্ষ থেকে খাদেমবৃন্দকে ভালোভাবে বলে দেয়া ছিল যে, "দেখ! আমার স্ত্রীর সাথ বেআদবী করবে না। তার কোনো কথার উত্তর দিবে না। যা কিছু বলে শুধু শুনবে"।

একদা কোনো একজন খাদেমকে এই খেদমতের দায়িত্ব দেয়া হলো, যদিও তাকে বলা ছিল যে, কোনো কথার উত্তর দিবে না। কিন্তু বেচারা ধৈর্য ধরতে পারেনি। যখন দরজায় পৌঁছে হযরতের সালাম পৌঁছিয়েছে, মেযাজ জিজ্ঞাসা করেছে, তখন মহিলা বকাবকি আরম্ভ করে দিয়েছে। পীর বনে বসে আছে! তাকে আমি এই করব, সেই করব ইত্যাদি। যদিও খাদেম ধৈর্য ধরার চেষ্টা করেছে কিন্তু ধৈর্য কতক্ষণ ধরবে? পীর ছাহেবের উদ্দেশে গালি শুনে খাদেম আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। গোস্বায় এসে বলে ফেলেছে : "ব্যস, চুপ থাকুন নতুবা গর্দান উড়িয়ে দিব"।

এ কথা শুনে ঐ মহিলা অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। এখন মুরীদ আর পীর ছাহেবের স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল। এমন শোরগোল হলো যে, মির্যা ছাহেব রহ.-এর কানে পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছল। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে দ্রুত খাদেমকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। তাকে বসালেন এবং বললেন : "তুমি নির্বোধ"। দ্বিতীয় খাদেমকে পাঠালেন। সে গালিগালাজ শুনে ফিরে আসল।

হযরত মির্যা ছাহেব রহ. অধিকাংশ সময় বলতেন : "আমি এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আমার উপর তাঁর বিরাট অনুগ্রহ আছে, তার মাধ্যমে আমার অনেক উপকার হয়েছে"।

বাস্তবিকপক্ষে ঐ মহিলার কঠোরতা ও কর্কশ কথা বরদাশত করতে করতে হযরত মির্যা ছাহেব রহ.-এর আখলাক চরম পর্যায়ের সুসভ্য হয়ে ওঠে এবং তাঁর সব রাগ ও ক্রোধ দূর হয়ে যায়।

৮১. মির্যা ছাহেব রহ. হাদিয়া পছন্দ না করার কারণ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত মির্যা ছাহেব রহ. কারো খেদমত ও হাদিয়া নেয়া পছন্দ করতেন না। এর দ্বারা তালিবদের সংশোধন উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণেই শাহ গোলাম আলী ছাহেবের খুব সংশোধন হয়েছিল।

৮২. তোমরা হযরত আলী রাযি.-এর সন্তান আর আমি হযরত আলী রাযি.-এর দাস

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মির্যা জানেজানাঁ রহ.-এর খাদেম হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেবের রহ. মধ্যে বিনয় ও নম্রতা এমনই প্রবল হয়ে গিয়েছিল যে, একজন সাইয়্যেদ শাহ ছাহেব রহ.-এর খেদমতে এসে আরয করলেন যে "হযরত! আপনি আমাকে আপনার খাদেম বানিয়ে নিন"। এ আবেদন শুনে শাহ ছাহেব রহ. ঘাবড়ে গেলেন এবং বললেন : "হায় হায়, এ জাতীয় কথা আর কখনো মুখে আনবেন না। তোমরা হলে হযরত আলী রাযি.-এর সন্তান (যেহেতু আবেদনকারী ছিলেন সাইয়্যেদ বংশীয়) আর আমি হলাম হযরত আলী রাযি.-এর দাস। কেননা, আমার নামই তো গোলাম আলী। [অতএব সন্তান কীভাবে দাসের খাদেম হতে পারে? –অনুবাদক]

৮৩. হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর আব্বার ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বলেন : আমার আব্বাজান মরহুম মৌলভী হিদায়াত আহমাদ ছাহেব শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ.-এর খেদমতে থাকতেন। শাহ ছাহেব রহ. আমার আব্বাকে খুব বেশি আদর করতেন। এটা দেখে হযরত শাহ ছাহেবের কোনো কোনো খাদেম হিংসার বশবর্তী হয়ে আমার আব্বার খানার সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংবাদ জানতে পেরে আমার আব্বাজান রহ. হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. থেকে বিদায় নিয়ে স্বীয় এলাকা গাঙ্গুহ ফিরে আসেন।

৮৪. হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর বাইআত হওয়ার ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ. এবং তাঁর সঙ্গে আরো দুইজন আমরূহায় শাহ আব্দুল হাদী ছাহেব রহ.-এর

খিদমতে বাইআতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন। তিনদিন পর্যন্ত হযরতের ওখানে মসজিদে মেহমান ছিলেন। হযরত শাহ আব্দুল হাদী ছাহেব রহ. তাঁদের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না। নামাযের জন্য মসজিদে আসতেন এবং নামায শেষে হুজরায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

এভাবে যখন তিনদিন পার হয়ে গেল, তখন দুই সঙ্গী হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.কে বলল : মিঞা! এই পীর ছাহেবকে তো একজন ধনী মানুষ মনে হয়। আমাদের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। তাহলে তাঁর কাছে মুরীদ হয়ে আমরা কী করব? চল অন্য কোনো জায়গা দেখি যেখানে ফকীরী ও দরবেশী আছে।

হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ. সঙ্গীদ্বয়কে বললেন : "ভাই! তোমাদের ইচ্ছা, চাইলে এখানে থাকতেও পার আবার নাও থাকতে পার"। পরিশেষে ঐ সাথী চলে গেল। এরপর যখন হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ. শাহ ছাহেবের খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন হযরত শাহ ছাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করে লাঠি হাতে নিলেন এবং খুব ধমক দিয়ে বললেন : এখানে পড়ে আছ কেন? কেন এখান থেকে চলে যাও না।

হাজী ছাহেব রহ. আরয করলেন : "হযরত! আমাকে আপনার খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন"।

শাহ ছাহেব ঝাঁজের সাথে উত্তর দিলেন : "আমি তো একজন ধনী মানুষ, দামি খাবার খাই আমি বাইআত করার যোগ্য নই। আমি তোমাদের বাইআত করব না। যাও অন্য কোনো জায়গা দেখ"।

এ কথা শুনে হযরত হাজী ছাহেব রহ. গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং আরয করলেন যে, হযরত! আমাকে বাইআত করেই নিন।

শেষে দুই-চার দিন পর যখন হযরতের পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে, বাইআত ব্যতীত সে এখান থেকে যাবে না, তখন যোহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে হাজী ছাহেব রহ.কে সঙ্গে নিয়ে নদীর কিনারে গেলেন। এবং নদীর কিনারে তাকে বাইআত করলেন।

হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর উপর ইখতিয়ার বহির্ভূতভাবে হাসির প্রাবল্য দেখা দিল। অট্টহাসি দেয়া আরম্ভ করলেন। হযরত শাহ ছাহেব রহ.ও একইভাবে হাসতে লাগলেন। যখন আসর নামাযের ওয়াক্ত

হলো, তখন শাহ ছাহেব রহ. নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়ালেন। হাজী ছাহেব রহ. ছিলেন মুকতাদী। কিন্তু উভয়ের উপর হাসি এত বেশি প্রবল ছিল যে, নামাযের নিয়্যত বাঁধতে পারেননি। কতবার যে নামাযের নিয়্যতে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু পড়তেই পারেননি। শেষে যখন নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, তখন খুব কষ্টে নামায পড়লেন। দুই-চার দিন পর হযরত হাজী ছাহেব রহ. হযরত শাহ ছাহেব রহ. থেকে বিদায় নিয়ে এক স্থানে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ছয় মাস পর যখন শাহ ছাহেব রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমরূহায় উপস্থিত হলেন, তখন শাহ ছাহেব রহ.-এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে। হযরত হাজী ছাহেব রহ. তাঁর থেকে ইজাযত পাওয়ার পূর্বেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়।

৮৫. হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর বাইআতের দ্বিতীয় ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : এমনিভাবে হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ. প্রথমেই পাঞ্জলাসায় শাহ রহম আলী ছাহেব রহ.-এর হাতে বাইআত হয়েছিলেন। শাহ ছাহেব রহ. তাঁর অবস্থার উপর অনেক মেহেরবানী করেছেন এবং বলেছেন যে, "এই লাড্ডু নিয়ে যাও এবং কালো আমের পাহাড়ে বসে নিজ কাজ কর"।

ফলে হযরতের কথামতো ছয় মাস কালো আমের পাহাড়ে আল্লাহ পাকের স্মরণে ব্যস্ত থেকেছেন। গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। ছয় মাস পর ঐ লাড্ডু নিয়ে পাঞ্জলাসায় ফিরে আসলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছার পূর্বেই শাহ রহম আলী ছাহেব রহ.-এর ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল। যদ্দরুন হযরত হাজী ছাহেব রহ. তাঁর থেকেও খেলাফত পাননি।

৮৬. হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর সাইয়্যেদ আহমাদ ব্রেলভী রহ.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ ও খেলাফত লাভ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ ব্রেলভী রহ. যখন সাহারানপুর আগমন করেন, তখন হযরত হাজী ছাহেবও রহ. আগমন করেন এবং আরয করেন যে, হযরত! আপনি আমাকে

ইজাযত প্রদান করুন। আমি কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরীকায় যিকির-শোগল করে ফেলেছি"। হযরত সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. বললেন : "যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার নিকট বাইআত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে ইজাযত দিব না"।

সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.-এর কথামতো তিনি বাইআত হলেন। হযরত সাইয়্যেদ ছাহেবও রহ. তাঁকে ইজাযত বা খেলাফত প্রদান করলেন।

হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ. বলতেন : "সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. এর মধ্যে শরীয়তের নূর অনেক বেশি"।

যখন উভয় হযরত 'মুরাকিব' বা ধ্যানমগ্ন হতেন, তখন হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ. হাসতেন আর সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. খামোশ থাকতেন।

৮৭. হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ.-এর পুকুরের ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : খানকাহে পাঞ্জলাসায় যে পুকুর আছে, সেটাকে হযরত হাজী ছাহেব শহীদ রহ. নিজ হাতে খনন করেছেন।

পীরজী মুহাম্মাদ জাফর ছাহেব সাডহুরী রহ. আরয করলেন যে, হযরত! আগে সারা বছর এ পুকুরে প্রচুর পানি থাকত। যখন অন্যান্য পুকুর শুকিয়ে যেত তখনও এতে পানি থাকতো। এ পুকুরের পানি কখনো শুকাত না। অবশ্য গত দশ-বারো বছর পূর্বে গ্রামবাসী মিলে এ পুকুরটিকে পরিষ্কার করেছে এবং বালি মাটি বের করে এটাকে গভীর করেছে। তখন থেকেই বরকত নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তো শুধু বর্ষা মৌসুমেই পানি দেখা যায়। এরপর পানি শুকিয়ে যায়। বর্ষার পরে এ পুকুরে এক মাসও পানি থাকে না"।

হযরতওয়ালা বললেন : "হ্যাঁ, যে জিনিস ঐ পুকুরে ছিল সেটা চলে গেছে"। অর্থাৎ বরকত নষ্ট হয়ে গেছে।

৮৮. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত একই জুব্বা পরিধান করার ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ঐ জুব্বা যেটা সাজ্জাদ ছাহেবের কাছে রাখা আছে হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গায়ে দিয়েছেন।

কতিপয় মানুষ হযরত শাইখের খেদমতে আরয করল যে, হযরত! পুরোনো কাপড় পরিধান করার মধ্যে তো কোনো দরবেশী নেই। আপনি তো দেখছি এই কাপড়ে শুধু তালি লাগিয়ে যাচ্ছেন।

হযরত রহ. উত্তরে বললেন : আল্লাহর কসম! আমার হালাল উপার্জনের কোনো কাপড় হস্তগত নেই, যেটা আমি পরিধান করব!!

অবশেষে হযরত জালাল থানেশ্বরী রহ. এবং হযরতের অন্যান্য খাদেমবৃন্দ মিলে মজদুরী করে চব্বিশ টাকা জমা করলেন। এই টাকা দিয়ে কাপড় ক্রয় করে একটি পায়জামা এবং একটি কুর্তা বানালেন।

শাইখ সেটা পরিধান করলেন। এরপর যখন এটাও পুরোনো হয়ে গেল, তখন এর উপর তালি লাগানো আরম্ভ করলেন। পরবর্তীতে হযরত আর কোনো কাপড় বানাননি।

৮৯. চল্লিশ বছর পর্যন্ত দৈনিক মাত্র একটি বাদাম খাওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. নিজ একটি পুস্তিকায় লিখেছেন : আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের যমানায় এমন একজন বুযুর্গ আছেন সম্ভবত পূর্ববর্তীদের মধ্যেও এমন মুজাহাদাকারী কেউ ছিলেন না, যিনি চল্লিশ বছর যাবত প্রত্যেক দিন মাত্র একটি বাদাম খেয়ে থাকেন। এর উপরই দিন-রাত অতিবাহিত করতেন। এটা ছাড়া দুনিয়ার অন্য কিছু খেতেন না।

৯০. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস রহ.-এর অনাহারে থাকা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দুস রহ. সারাজীবন অনাহারে অর্ধাহারে কাটিয়েছেন। তাঁর বাচ্চারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করত, চিৎকার করত, কান্নাকাটি করত। তাঁদের আম্মা তাঁদের প্রবোধ দেওয়ার জন্য চুলার উপর শূন্য হাড়ি চড়িয়ে দিতেন। বাচ্চারা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে খানার আব্দার করত, তখন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন : "দেখ চুলার উপর কী চড়ানো আছে। তোমরা কেন ঘাবড়াচ্ছ? তোমাদের আব্বা আসলে তাঁর সাথে খানা খাবে"।

বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে হযরতের রহ. খেদমতে হাযির হয়ে বলত : আব্বা! জলদি বাসায় চলুন। বাসায় গিয়ে আমাদের খানা খাওয়াবেন।

হযরত তাদের সাথে ঘরে আগমন করতেন এবং বসে স্বয়ং নিজেও তাদের সাথে অশ্রুসিক্ত হতেন। এবং বলতেন যে, "আমার গুনাহের কারণে এই নিষ্পাপ শিশুদের উপরও বিপদ আসল"।

দিনে দুই-চার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটত।

৯১. শাইখ আব্দুল কুদ্দুস রহ.-এর সারারাত যিকির করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. ইশার নামাযের পর উচ্চস্বরে যিকির করার জন্য বসতেন এবং সকাল পর্যন্ত যিকির করতেন।

সুতরাং যাঁর যিকির এত দীর্ঘ, তাঁর অবস্থা কত উন্নত সেটা তো বলাই বাহুল্য ।

৯২. পয়গাম নিয়ে আগন্তুক সফলকাম হয়ে গেছে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : [একবার বাইতুল মালে রাজা বাদশাহদের অপচয়-অপব্যয়ের ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। সে প্রসঙ্গে হযরতওয়ালা নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন–সংকলক] বাদশাহ হারুনুর রশীদ আলেম ছিলেন এবং হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর শিষ্য ছিলেন। তিনি সিংহাসনে বসার পর আলেমদের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. তাঁর কাছে যাননি। হারুনুর রশীদ চিরকুট লিখে পাঠালেন : "আমি উলামা–সুলাহার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছি। হযরত তাশরীফ আনেননি। যদি তাশরীফ আনতেন, তাহলে বান্দার হিম্মত বৃদ্ধির কারণ হতো"।

দূত শাহী ফরমান নিয়ে হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর খেদমতে পৌঁছল। ঐ সময় হযরত দরস দিচ্ছিলেন। দেখেই বললেন : "আল্লাহ কল্যাণ করুন। যালিমের দূত এসেছে"।

দূত ঐ চিরকুটটি পেশ করল। হযরত রুমালের সাহায্যে ধরে শাগরিদদের কাছে হস্তান্তর করলেন এবং বললেন : আমি যালিম এর চিঠিতে হাত লাগাতে চাই না। শাগরিদ চিরকুট পাঠ করে শোনাল। হযরত সুফিয়ান বললেন : "আমি যালিমকে কোনো কাগজও দিতে চাই না। ঐ চিরকুটের

উল্টো পাশেই উত্তর লিখে দাও আর লিখ : "তোমার যুলুমের সংবাদ পৌঁছেছে। আর তুমি লিখনীর মাধ্যমে নিজ যুলুমের স্বীকারোক্তিও প্রদান করেছ এবং আমাকে সাক্ষীও বানিয়েছ। সুতরাং তুমি মনে রেখো :

আমি কিয়ামতের দিন তোমার যুলুমের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিব। এর বিনিময়ে তোমাকে আযাব ভোগ করতে হবে। কোন্ অধিকারে তুমি বাইতুল মালের সম্পদ অপচয় করছ" ?

লিপিকার উত্তর লিখে কাগজ শাহী দূতের হাতে দিয়ে বললেন : যাও নিয়ে যাও। হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর এমন দুঃসাহসী বক্তব্য দূতের উপর এমন ক্রিয়া করল যে, সে বলতে লাগল : "হযরত! আমাকে আপনার খেদমতে থাকার সুযোগ দিন"।

হযরত বললেন : "এটা আমার কাজ নয় যে, দূতকে আটকে দিব। তুমি এখন বাদশাহর নিকট উত্তরটি পৌঁছে আস, এরপর যদি তোমার মনে চায় আর তলব ও আকাঙ্ক্ষা হয় তাহলে চলে এসো"।

দূত সেখান থেকে উঠে সোজা বাজারে গিয়ে ঘোষণা দিল : "কেউ আছেন কি যিনি আমার পোশাককে স্বীয় সাধারণ পোশাকের পরিবর্তে ক্রয় করবেন?

মোটকথা, দুইশত টাকার কাপড়ের জোড়া মাত্র দুই টাকা মূল্যের কাপড়ের সাথে পরিবর্তন করে হারুনুর রশীদের চিঠি তাঁর কাছে হস্তান্তর করলেন। আর নিজে হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন।

বাদশাহ হারুনুর রশীদ হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর এ চিঠি পেয়ে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন : فَازَ الْمُرْسَلُ وَ خَابَ الْمُرْسِلُ অর্থাৎ "প্রেরিত ব্যক্তি (শাহী দূত) সফলকাম হয়ে গেছে। আর প্রেরণকারী (স্বয়ং বাদশাহ) বঞ্চিত হয়েছে"।

অতঃপর বাদশাহ নির্দেশ দিয়ে বললেন : "যখন আমি সিংহাসনে বসব, তখন হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর এই পবিত্র চিঠি আমার সামনে রাখবে"।

৯৩. আমি এমন কোনো স্থান পাইনি যেখানে আল্লাহ নেই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত শাইখ শিহাবুদ্দীন সাহরোওয়ার্দী রহ. যখন নিজ শাইখের নিকট বাইআত হন এবং যিকির-শোগল শুরু করেন, তখন মাত্র বিশ দিন পরেই তাঁর শাইখ তাঁর খাতির-যত্ন ও সম্মান করা আরম্ভ করেন। যখন হযরত সোহরোওয়ার্দী রহ. উপস্থিত হতেন, তখন তাঁকে চৌকি ইত্যাদি সম্মানজনক স্থানে বসার জন্য বলতেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও মনোযোগের সাথে কথাবার্তা বলতেন। কোনো কোনো খাদেমের এতে হিংসা হলো যে, আমরা পনেরো বছর বিশ বছর যাবৎ শাইখের সাহচর্যে থেকে যে সম্মান পাইনি এ যুবক দেখি মাত্র কয়েক দিনেই তার থেকে বেশি সম্মান পাচ্ছে।

হযরত শাইখ তাদের এই গাত্রদাহ সম্পর্কে অবগত হলেন।

ফলে তিনি খানকার সকল দরবেশকে শাইখ শিহাবুদ্দীন রহ.সহ একটি করে মোরগ দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, এটাকে যবেহ করে নিয়ে এসো। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ মোরগ এমন স্থানে যবেহ করবে যেখানে কেউ উপস্থিত নেই।

ফলে সবাই পৃথকভাবে জঙ্গলে গিয়ে নির্জন স্থানে যেখানে অন্য কোনো মানুষ ছিল না মোরগ জবেহ করে ফিরে আসে। কিন্তু শাইখ শিহাবুদ্দীন রহ. জীবিত মোরগ হাতে ধরে ফিরে আসলেন। এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অন্যান্য দরবেশগণ তাঁর ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলছিল "সামান্য একটা মোরগও যবেহ করতে পারে না"!

যখন সবাই নিজ নিজ যবেহকৃত মোরগ শাইখের সামনে রেখে দিল, তখন মুরশিদ হযরত শাইখ শিহাবুদ্দীন সাহরোওয়ার্দী রহ.কে জিজ্ঞাসা করলেন "ভাই! তুমি মোরগ যবেহ করে আননি"? তিনি আদবের সাথে বললেন : "হযরত! আপনার নির্দেশ ছিল, যেখানে কেউ নেই সেখানে যবেহ করার, কিন্তু আমি এমন কোনো স্থান পাইনি যেখানে আল্লাহ তা'আলা নেই"।

তখন হযরত শাইখ তালিবদের উদ্দেশে বললেন : দেখ! তোমাদের সাথে তাঁর কী পার্থক্য। সুতরাং তাঁর সম্মান করা হবে না কেন?

৯৪. যেই তাজা ঘাস ভাঙতে চেয়েছি, তাকেই আল্লাহ পাকের যিকিরে মাশগুল পেয়েছি

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : দ্বিতীয় বার হযরত শাইখ রহ. সমস্ত খাদেমকে নির্দেশ দিলেন যে, মাঠ থেকে তাজা সবুজ ঘাস নিয়ে এসো। সবাই নির্দেশ পাওয়ামাত্রই দৌড় দিল এবং মাঠ থেকে তাজা ঘাস খুঁড়ে খুঁড়ে মাথায় রেখে উপস্থিত হলো। এদিকে শাইখ শিহাবুদ্দীন রহ. যখন আসলেন, তখন হাতের মুষ্টির মধ্যে সামান্য কিছু শুকনো ঘাস নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অন্য খাদেমরা হাসাহাসি করে বলতে লাগল : এই পুরো মাঠে এক মুষ্টি পরিমাণ তাজা ঘাসও তার নসীব হলো না?

শাইখ তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আরয করলেন : "হযরত! কী বলব, যেই তাজা ঘাসই ছিঁড়তে চেয়েছি, সেটাকে আল্লাহর যিকিরে মাশগুল পেয়েছি। আমার এই সাহস হয়নি যে, আমার হাতে আল্লাহ পাকের যিকিরকারীকে কর্তন করবো। এক স্থানে কিছু শুকনো ঘাস পড়েছিল যেগুলো মহান আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন ছিল, এ জন্য সেগুলোকে উঠিয়ে এনেছি"।

৯৫. এরা যেমন তোমার সন্তান তেমনি আমারও সন্তান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন এবং জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন মানবিক দুর্বলতাহেতু সন্তানদের বয়স সল্পতার দরূন মনের মধ্যে সংশয় কাজ করছিল।

ঐ সময়েই তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন এবং বলছেন : "তুমি কিসের চিন্তা করছ? এরা যে রকমভাবে তোমার সন্তান, সে রকমভাবে আমারও সন্তান"।

হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর মন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলো।

শাহ ছাহেব রহ.-এর সন্তানগণ সবাই আলেম হয়েছেন এবং অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। হযরতের ছেলে চারজন—

১. শাহ আব্দুল আযীয রহ.

২. শাহ রফীউদ্দীন রহ.

৩. শাহ আব্দুল কাদির রহ.

৪. শাহ আব্দুল গনী রহ.

এখন তাঁদের সন্তানদের মধ্যে আব্দুস সালাম ব্যতীত বাকি সকলের পড়ালেখা শেষ হয়েছে।

৯৬. আমার কিছুই জানা নেই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মাওলানা ইসহাক ছাহেব রহ.-এর খেদমতে কেউ বায়আতের জন্য হাজির হলে বলতেন : "আমার কিছুই জানা নেই। মৌলভী ইয়াকূব ছাহেব রহ.-এর নিকট যাও। তিনি নানা ছাহেব অর্থাৎ শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. থেকে এসব শিখেছেন"।

যদিও শাহ ইসহাক ছাহেব রহ. এসব কথাবার্তার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে তাঁর নিকট বায়আত হওয়ার ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করতেন। কিন্তু তারপরও যাঁরা দেখার তাঁরা দেখেছেন যে, মর্যাদার দিক দিয়ে মাওলানা ইয়াকূব ছাহেব রহ.-এর তুলনায় মাওলানা ইসহাক রহ.-এর মর্যাদাই বেশি। এর কারণ হলো ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসার।

৯৭. মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব রহ.-এর একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যাপ্রদান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মৌলভী মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব রহ.-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে দক্ষতা ছিল।

একবার দিল্লিতে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, অমুক দরজা দিয়ে লোকজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জানাযা নিয়ে যাচ্ছে। আর ঐ সময়ে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহেব রহ. হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মৌলভী ইয়াকূব ছাহেব রহ. বললেন : ভাই ছাহেব! হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর সাথে ইলমে হাদীসের বের হওয়া যেন জানাযা বের হয়ে যাওয়া।

৯৮. শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ.-এর স্বপ্নের মধ্যে হযরত আলী রাযি.কে জিজ্ঞাসা করা যে, কোন্ মাযহাব আপনার মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবার শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. জনাব আমীরুল মুমিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে স্বপ্নে

দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, চার মাযহাবের মধ্যে কোন্ মাযহাব আপনার মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? হযরত আলী রাযি. উত্তরে বললেন : "কোনোটাই নয়"।

এরপর তাসাওউফের চার সিলসিলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। এগুলোর ব্যাপারও একই উত্তর দিলেন যে, কোনোটাই নয়।

এ স্বপ্নের সংবাদ যখন হযরত মির্যা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি শাহ আবদুল আযীয রহ.-এর নিকট জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, "এটা উদ্ভট স্বপ্ন নয় তো? এটার কী অর্থ যে চার মাযহাব ও চার সিলসিলার একটাও হযরত আলী রাযি.-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?"। শাহ ছাহেব রহ. উত্তরে লিখলেন : "এটা ভালো স্বপ্ন। আর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কথাটার মর্ম হলো সর্ব দিক দিয়ে কোনো মাযহাব ও কোনো সিলসিলা হযরত আলী রাযি.-এর মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা, প্রতিটি মাযহাব সাহাবায়ে কেরামের মাযহাবসমূহের সমষ্টি। কোনো মাসআলা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-এর মতানুযায়ী তো কোনো মাসআলা হযরত আলী রাযি.-এর মোতাবিক। আবার কোনোটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর। একই অবস্থা মাশায়িখের সিলসিলাসমূহেরও"।

৯৯. মোল্লা নিযামুদ্দীন লাখনভী রহ. ও জনৈক খান সাহেবের সংশোধনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত মোল্লা নিযামুদ্দীন লাখনভী রহ. যখন মুরীদ হন, তখন তাঁর পীর ছিলেন সম্পূর্ণ 'উম্মী' তথা অক্ষর জ্ঞানহীন।

একবার পীর ছাহেব ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন আর মাওলানার হাতে হুক্কা দিলেন ও পুরো বাজারে ঘুরালেন। কিন্তু মাওলানা এত যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই খেদমতের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি।

আরেকজন বুযুর্গ ছিলেন হযরত শাইখ জালাল থানেশ্বরী রহ. তাঁর একজন মুরীদ ছিলেন খান সাহেব। হযরত শাইখের ঘোড়ি (ঘোড়া-এর স্ত্রী লিঙ্গ) বাইরের থেকে আনা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে ঘোড়ি লাথি মেরে দিল। ফলে খান সাহেবের গোস্বা চলে আসল। তিনি বলতে লাগলেন : "তালীম আর নসীহত তো অন্যদের জন্য, আর ঘোড়ার লাথি আমার জন্য"।

শাইখ থানেশ্বরীর কোনো একজন মুরীদ এ ঘটনা শাইখকে জানিয়ে দিলেন। যখন খান ছাহেব ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন শাইখ গোস্বা প্রকাশ করেন এবং খানকাহ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরতের নির্দেশ অনুযায়ী খান ছাহেবকে খানকাহ থেকে বের করে দেয়া হলো। এদিকে খান সাহেবের অবস্থা হলো এই যে, তিনি কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে গেলেন। যখন ভেতরে যাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না, তখন ভক্তি ও ভালোবাসার আতিশয্যে খানকার নর্দমায় ঢুকে পড়লেন। ঘটনাক্রমে বৃষ্টি হলো। যদ্দরুন খানকার পানি আটকে গেল। মানুষ বাঁশ দিয়ে নালা সাফ করা আরম্ভ করল। ঐ বাঁশ খান ছাহেবের মাথায় গিয়ে লাগল। ফলে পানির সাথে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকল। তখন লোকেরা হতবাক হয়ে চিন্তা করতে লাগল : ব্যাপারটা কী? যখন তারা ভালোভাবে নালা পর্যবেক্ষণ করল তখন দেখল যে, খান ছাহেব এর ভিতরে মাথা দিয়ে আছেন! এ সংবাদ হযরতকে দেয়া হলো। শুনে হযরতের মনে দয়া এসে গেল এবং পূর্ণ স্নেহের সাথে খানকায় উপস্থিতির ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলেন।

১০০. জনৈক বুযুর্গের কূপের মধ্যে পানির জন্য বদনা ডুবানো কিন্তু বদনায় পানির পরিবর্তে স্বর্ণ-রৌপ্য আসা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : জনৈক বুযুর্গ ছিলেন তাঁতী। একদিন তাঁর আছরের নামাযে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। দ্রুততার সাথে কূপ থেকে পানি আনার জন্য গেলেন। কূপের মধ্যে যখন বদনা বা বালতি ফেললেন। তখন পানির পরিবর্তে পাত্রভর্তি রৌপ্য উঠে আসল। ঐ বুযুর্গ সেটা ফেলে দিলেন। আর আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্য করে বললেন : আল্লাহ! আপনি আমার সাথে রসিকতা করবেন না। আমার তো নামাযে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়বার যখন কূপের মধ্যে বদনা বা বালতি ফেললেন তখন পাত্র ভর্তি স্বর্ণ বের হয়ে আসল। এটাকেও তিনি মাটিতে সজোরে নিক্ষেপ করলেন আর আরয করলেন, মাওলা! আমার সাথে রসিকতা করবেন না। আমার তো নামাযে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। ঐ সময় বুযুর্গের অন্তরে এ কথার ইলহাম হলো যে, "আমি ঐ আচরণ এ জন্য করেছি যাতে মানুষ তোমাকে তুচ্ছ ব্যক্তি মনে না করে।"

১০১. পীর এবং মুরীদ কেমন হওয়া চাই?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ.-এর নিকট একজন সাধারণ মানুষ জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত! পীর কেমন হওয়া চাই? আর মুরীদ কেমন হওয়া উচিত? হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ. চিন্তা করলেন যে, যদি ইলমী বা জ্ঞানগর্ভ উত্তর দেয়া হয় তাহলে এই ব্যক্তি বুঝবে না। অথচ উত্তর দেয়া জরুরী। এ জন্য হযরত বললেন : আচ্ছা কালকে এসো, তখন বলব।

পরবর্তী দিন যখন ঐ ব্যক্তি আসল, তখন হযরত তাঁর নিকট একটি চিঠি হস্তান্তর করলেন এবং বললেন : "নাও, এই চিঠিটা অমুকের কাছে পৌঁছে দিবে। যখন তুমি সেখান থেকে ফিরে আসবে তখন তোমার কথার উত্তর দেয়া হবে"।

যাঁর প্রতি চিঠি লেখা হয়েছিল তিনি ত্রিশ মঞ্জিল দূরে ছিলেন। তাঁর কাছে অত্যন্ত সুশ্রী এক বালক ছিল। শাইখ চিঠির মধ্যে লিখে দিয়েছিলেন যে, পত্রবাহকের খুব খাতির-যত্ন করবে। ভিন্নভাবে সুন্দর স্থানে তাকে অবস্থান করতে দিবে এবং বিশেষভাবে নিজ ছেলেকে তার খেদমতের ব্যাপারে আদেশ করবে। ছেলেকে বলে দিবে যেন তার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে গড়িমসি না করে এমনকি গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে চাইলেও বাধা দিবে না।

আর ঐ পত্রবাহককে বলে দিলেন : "ঠিক ত্রিশ দিনে অভীষ্ট মাকামে পৌঁছে একত্রিশতম দিনে ফিরে চলে আসবে"।

এ ব্যক্তি শাইখের নির্দেশ অনুযায়ী চিঠি নিয়ে ত্রিশ দিনে সেখানে পৌঁছল এবং পত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করল। যাঁর নিকট চিঠি লেখা হয়েছিল তিনি চিঠির মধ্যে দেয়া নির্দেশসমূহ পুরোপুরি পালন করলেন।

যখন ঐ লোকটির বালকের সাথে নির্জনতার সুযোগ হলো এবং মনও প্রলুব্ধ হলো, তখন গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে চাইল। হঠাৎ মনের মধ্যে একটি ধাক্কা লাগল। যেন বিশেষভাবে হযরত বায়েযীদ রহ.-এর হাত তার সামনে। ফলে সে গুনাহ থেকে বিরত থাকল। এবং লজ্জিত হলো যে, এটা আমি কী করছি।

পরের দিন সেখান থেকে উত্তর নিয়ে চললেন। শাইখের কাছে পৌঁছলেন এবং বললেন : "হযরত! এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন"।

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ. বললেন : "পীর এমন হওয়া উচিত যেমন তোমার মনে একটি ধাক্কা লেগেছে। আর মুরীদ এমন হওয়া উচিত যেমন ঐ ব্যক্তি যাঁর নিকট আমি চিঠি পাঠিয়েছি। অর্থাৎ পীর চূড়ান্ত পদস্খলনের ক্ষেত্র থেকে বাঁচিয়ে দিবেন আর মুরীদ নিজ মুরশিদের প্রতি এমন আনুগত্যশীল হবে যে, নির্দেশপালন থেকে সামান্য একচুলও হটবে না, চাই তার পার্থিব সম্মান থাক বা না থাক"।

১০২. হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর স্বপ্নের মধ্যে হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.কে সান্ত্বনা দেয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যখন আমি জেলখানায় ছিলাম, তখন আমার তিন বছরের জন্য তিন হাজার টাকার জামানত তলব করা হলো। ফলে তিনজন জামিন হলেন। কিন্তু ইংরেজ ছিল কঠোর মেযাজের। সে এ কথা বলে জামানত নামঞ্জুর করে দিল যে, এই তিনজনের কেউ গাঙ্গুহ্র বাসিন্দা নয়। আমার মামা কসম খেয়েছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে জেলখানা থেকে মুক্ত না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত গাঙ্গুহ্ আসবেন না। ফলে আমার মামা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

ইত্যবসরে আমাদের হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. গাঙ্গুহ্ আগমন করেন। আর এখানে সংবাদ ছিল এমন যে, আমি খুব শীঘ্র মুক্তি পেতে চলেছি। হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন : "তাঁর মুক্তির এখনো দেরি আছে। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি"।

আমার জেলখানায় অবস্থান করার দিনগুলোতে স্বপ্নের মধ্যে আমার হযরত আগমন করেন এবং আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। হযরত হাজী ছাহেব রহ. গাঙ্গুহ থেকে চলে যাওয়ার এক মাস পর আমি মুক্তি লাভ করি।

১০৩. হাফেয যামেন ছাহেব রহ.-এর একই মুহূর্তে দুইজন মানুষের দাওয়াত কবূল করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত হাফেয যামেন ছাহেব শহীদ রহ. সিপাহী মানুষ এবং অত্যন্ত খোশ মেযাজের মানুষ ছিলেন। আমাকে খুব বেশি মহব্বত করতেন। একবার যখন হযরত গাঙ্গুহ এসেছিলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে খানার দাওয়াত দিল। হযরত রহ. তাঁর দাওয়াত কবূল

করে নিলেন। কিছুক্ষণ পর হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম ছাহেব ডেপুটি কালেক্টর-এর পিতাও দাওয়াত কবূল করার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলেন। হযরত হাফেয ছাহেব রহ. সেটাও কবূল করে নিলেন।

এক ব্যক্তি বলল : হযরত! ঐ প্রথম ব্যক্তি তো নারাজ হয়ে যাবে। তখন হাফেয ছাহেব মুষ্টি বানিয়ে বললেন : আমি তার মুখ ভেঙে দিব।

এরপর হযরত বললেন : আরে সে আনবে কী? পাঁচ-ছয়টা রুটি আর পেয়ালাভর্তি ডাল। তো এই সামান্য হাদিয়া এত মানুষের জন্য যথেষ্টও হবে না। আমি তার আনা হাদিয়াও রাখব। দ্বিতীয়জনের আনা খানাও রেখে দিব। এরপর সবাইকে নিয়ে খানা খাব।

দেখা গেল যে, কিছুক্ষণ পর প্রথম মেযবান পাঁচ-ছয়টি যবের রুটি আর একটি পাত্রে এক সেরের কাছাকাছি দুধ নিয়ে উপস্থিত। হাফেয যামেন ছাহেব রহ. সেটা রেখে দিলেন এবং মেযবানকে বিদায় করে দিলেন। যখন দ্বিতীয়জনও খানা নিয়ে আসলেন, তখন তিনি প্রথমজনের খানাও বের করালেন এবং সবগুলোকে মিলিয়ে খেলেন।

১০৪. হাফেয যামেন শহীদ রহ.-এর মাছ শিকার করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হাফেয যামেন শহীদ রহ. এর মাছ শিকারের খুব শখ ছিল। একবার নদীতে মাছ শিকার করছিলেন। কেউ একজন বলল : হযরত! আমাকে দিন। হযরত বললেন : "এবারের ক্ষেপ তোমার"।

১০৫. সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর ইয়াগিস্তান-এর প্রশাসকের সাথে জিহাদের ঘটনা

হযরত মুনশী মুহাম্মাদ ইবরাহীম ছাহেব রহ. একবার হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.কে জিজ্ঞেস করলেন : হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব বেরেলভী রহ.কে দেখেছে এমন কোনো মানুষ এখনো জীবিত আছে কি?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন : এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। পরে চিন্তা-ভাবনা করে বলব। মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেব রহ. বললেন যে, "সাহারানপুরে এক ইটবিক্রেতা জীবিত আছেন"।

এ প্রসঙ্গেই হযরতওয়ালা বললেন : আম্বাঠার অধিবাসী হাফেয জানী ছাহেব আমাকে বলেছিলেন যে, আমরা সায়্যিদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর কাফেলার সঙ্গী ছিলাম। অসংখ্য কারামত সময়ে সময়ে সায়্যিদ ছাহেব রহ. থেকে দেখেছি। মৌলভী আব্দুল হাই ছাহেব লাখনভী রহ. এবং মৌলভী মুহাম্মাদ রামপুরী রহ.ও আমাদের কাফেলায় ছিলেন। এবং এই সব হযরত সায়্যিদ ছাহেব রহ.-এর সাথে জিহাদে শরীক ছিলেন।

সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. প্রথম জিহাদ ইয়াগিস্তানের শাসক ইয়ার মুহাম্মাদ খানের বিরুদ্ধে করেছেন। প্রথমে সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. স্বীয় একজন দূতকে ইয়ার মুহাম্মাদ খানের নিকট প্রেরণ করেন। দূত একাই ইয়ার মুহাম্মাদ খানের নিকট পৌঁছে সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.-এর পয়গাম শোনালেন। সে উত্তর দিল : সাইয়্যেদকে বলে দিয়ো কেন সে অনর্থক যুদ্ধে লিপ্ত হতে আগ্রহী? তার জন্য এ যুদ্ধ সমীচীন হবে না। তার সঙ্গী-সাথীদের এক এক করে হত্যা করা হবে আর স্বয়ং ঐ দূতকেও বেত্রাঘাত করা হলো। এরপর তাকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। এবং ইয়ার মুহাম্মাদ তাকে জিজ্ঞেস করল : এরপরও যদি সাইয়্যেদ তোমাকে আমার নিকট পাঠায়, তাহলে কি তুমি আসবে? দূত উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, আবার আসব।

মোটকথা, দূত ফিরে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.-এর নিকট আরয করলেন। সায়্যিদ ছাহেব রহ. বললেন : ঠিক আছে, তুমিই পুনরায় গিয়ে ইয়ার মুহাম্মাদ খানকে বলে দাও যে, "তুমি আমাদের কী শাস্তি দিবে, তুমি নিজেই তো পেশাব পান করে মরবে"।

সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, লড়াই হলো এবং ইয়ার মুহাম্মাদের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হলো। ইয়ার মুহাম্মাদ খানও পলায়ন করল। এরই মধ্যে তার তৃষ্ণা পেল। পানি চাইলে পরে খাদেম উত্তর দিল : পানি নেই। তখন সে বলল شاشہ بیار অর্থাৎ "পেশাবই আন" এটা পান কারার পর সে নিহত হলো।

১০৬. সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ.-এর লাহোরের শাসকের সাথে জিহাদের ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কিছুদিন পর রঞ্জিত সিং এর ছেলে, লাহোরের শাসক খড়ক সিং এর সাথে লড়াই হলো। যাতে অনেক মুজাহিদ

শাহাদাতবরণ করেন। হযরত মৌলভী মুহাম্মাদ ইসমাঈল ছাহেব ও মৌলভী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ.ও এখানেই শহীদ হন। অবশ্য ময়দান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। যখন শহীদদের লাশ একত্রিত করা হলো, তখন সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.ও তাঁর সঙ্গীদের কোনো খবর পাওয়া গেল না। লোকজন তালাশে বের হলেন। এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন। কয়েকজন করে মানুষ বিভিন্ন গ্রাম ও পাহাড়ে গিয়ে ডেরা করতেন কিন্তু কাউকে পেতেন না। গ্রামে অবশ্য সংবাদ পাওয়া যেত, হযরত এখানে ছিলেন। ওখানে ছিলেন।

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন : আমার মারাত্মক জ্বর ছিল। ঐ অবস্থায় আমি তিন ব্যক্তিকে যেতে দেখলাম, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন সাইয়্যেদ ছাহেব। আমি চিৎকার দিয়ে বললাম : হযরত! আপনি আমাদের কোথায় ছেড়ে গেলেন? এবং কেন আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন? আমি এ কথা বলার পর সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। এরপর চলে গেলেন। আমি প্রচণ্ড অসুস্থতার দরূন উঠতেই পারছিলাম না। কী আর চিৎকার করব!!

দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্ণনা করেন : আমরা ঐ দিনগুলোতে পাহাড়ে তালাশ করছিলাম। হঠাৎ কিছুটা দূরত্বে আওয়াজ শুনলাম। আমি ওখানে গেলাম, তো দেখি যে, সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. ও তাঁর দুজন সঙ্গী বসে আছেন। আমি সালাম ও মুসাফাহা করে আরয করলাম, হযরত! আপনি কেন গায়েব হয়ে গেলেন? আপনি না থাকায় সবাই পেরেশান। বাধ্য হয়ে অমুক ব্যক্তিকে আমরা আমাদের খলীফা বানিয়ে নিয়েছি এবং তাঁর হাতে বাইআত হয়েছি। হযরত এর উপর সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং বললেন : "আমাদের এখন গায়েব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ জন্য এখন আমরা আসতে পারছি না"। এতটুকু বলে কাফেলার সাথীদের অবস্থা ও ভালোমন্দ জিজ্ঞাসা করলেন এরপর রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমিও হযরতের সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু হযরত নিষেধ করলেন। তারপরও আমি হযরতের পেছনে পেছনে চলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার হাত-পা সব ওজনদার (ভারী) হয়ে গেল। আমি হতভম্ব হয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকলাম যে, ইয়া আল্লাহ! আমি কীভাবে হাঁটব? এক পর্যায়ে হযরত সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. সঙ্গী-সাথীসহ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন।

তৃতীয় আরেকজন বর্ণনা করেন যে, সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.কে খুঁজতে খুঁজতে আমরা একটি গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে জিজ্ঞেস করার পর জানা গেল যে, এই কবরটা যা এইমাত্র গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এটাকে সাইয়্যদ ছাহেব এইমাত্র গুড়িয়ে দিয়েছেন। কেননা, এটা উঁচু ছিল। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.-এর সন্ধান পেলাম না।

১০৭. সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.-এর সুন্নাত অনুসরণের ব্যাপারে তাগাদা দেয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ. তাওহীদ, রিসালাত ও সুন্নাতের অনুসরণের ব্যাপারে মানুষদের থেকে বাইআত নিতেন। ব্যস, এ পর্যন্তই। সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের জন্য খুব বেশি তাগাদা দিতেন। তিনি বিদআতের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক কঠোর ছিলেন।

একদিন সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেব রহ.কে লক্ষ্য করে বললেন : "যদি আমার দ্বারা সুন্নাত-পরিপন্থী কোনো কাজ হতে দেখ, তাহলে আমাকে অবশ্যই অবগত করবে"।

তখন মাওলানা আব্দুল হাই রহ. বললেন : হযরত! আপনার থেকে সুন্নাতের বিপরীত কোনো কাজ যদি আব্দুল হাই দেখে, তাহলে সে আপনার সাথে থাকবেই বা কেন? অর্থাৎ তখন আমি আপনার সাহচর্যই ছেড়ে দিব।

১০৮. ইবাদতে ইলাহী হবে নাকি বিবাহের আনন্দ?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবারের ঘটনা। সায়্যিদ ছাহেব রহ. বিবাহ করেছিলেন। নামাযে কিছুটা বিলম্বে আসলেন। মাওলানা আব্দুল হাই রহ. চুপ থাকলেন এ কথা ভেবে যে, সম্ভবত নতুন বিবাহের কারণে ঘটনাক্রমে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেছে। পরের দিনও একই দৃশ্য। সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. এতটুকু বিলম্বে আসলেন যে, তাকবীরে উলা হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা আব্দুল হাই রহ. সালাম ফিরানোর পর বললেন : "ইবাদতে ইলাহী হবে নাকি বিবাহের আনন্দ?"

সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. নীরব হয়ে গেলেন। নিজের ভুল স্বীকার করলেন। এরপর থেকে নামাযে নিজ স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী আসতে থাকলেন।

১০৯. আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে বান্দার সব সময় প্রস্তুত থাকা উচিত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সাইয়্যদ আহমাদ শহীদ রহ.-এর জন্য পাটনার আজীমাবাদ থেকে এক ভক্ত তিনশত ষাট জোড়া কুর্তা তৈরি করে পাঠাতেন। যাতে হযরত প্রতিদিন নতুন জোড়া পরিধান করেন।

কিন্তু গায়েব হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব থেকে বলতেন : "লোকসকল! যদিও আমি প্রতিদিন জোড়া বদলাই কিন্তু যদি আল্লাহ পাকের হুকুম এটাই হয় যে, আমি কম্বল পরিধান করব আর মহিষের গোবরে ধসে যাব, তাহলে বান্দার কর্তব্য হলো সেটার উপরই সন্তুষ্ট থাকা"।

এই কথাটা বারবার কয়েকদিন পরপর বলতেন। শেষে একদিন একজন আফগানী মুরীদ বলেই বসলেন : হযরত! আমরা কি আপনার থেকে পৃথক হতে চাই? নাকি অন্য কোনো ব্যাপার যে, বারবার এ জাতীয় কথা বলেন?

সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. বলেন : "বাস্তবিকপক্ষে বান্দার উচিৎ আল্লাহ পাকের হুকুম মানার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকা।"

১১০. শীত মৌসুমে লেপ পাওয়ার পর সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর কর্মপদ্ধতি

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মৌলভী আহমাদ হাসান ছাহেব আমরূহী রহ. যিনি হযরত সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.-এর বিশিষ্ট সহচর ছিলেন তিনি বলেন : শীত মৌসুমে যখন সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.-এর জন্য বাসা থেকে লেপ আসত, তখন তিনি স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতেন : "তোমরা এর মধ্যে আরাম করবে? এর মধ্যে থাকবে? কিন্তু আমি তো তখনই খুশী হব যখন প্রতিটা অঙ্গ রক্তে রঞ্জিত হবে।"

পরিশেষে তা-ই হয়েছিল।

১১১. সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর দূরদৃষ্টির বদৌলতে একজন পতিতা মহিলার তাওবা করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবার সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ. কোনো শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি সুন্দরী রমণী নিজ বাসার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. ঘোড়ার উপর আরোহণ করে

যাচ্ছিলেন। সাইয়্যেদ ছাহেব একবার মাত্র ঐ মেয়েটার দিকে তাকালেন এরপর চলা আরম্ভ করলেন।

তখন ঐ পতিতা মেয়েটি বেহুঁশের মতো দৌড়ে আসল এবং সাইয়্যেদ ছাহেবের ঘোড়ার কদমের উপর পড়ে গেল। আর বলল : "হযরত! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই ঘৃণ্য কাজ থেকে তাওবা করান ও বাইআত করে নিন"। হযরত তাকে তাওবা করালেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কার সাথে বিবাহ বসতে চাও? মেয়েটার পছন্দের একটি ছেলে ছিল। মেয়েটি তার নাম বলল, কিন্তু ঐ ছেলেটি এই মেয়েটিকে গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন ঐ সময়েই কাফেলার এক সঙ্গীর সাথে হযরত তার বিবাহ পড়িয়ে দিলেন।

নিজ অবস্থানস্থলে পৌঁছে সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. বললেন : "লোকজন! যা কিছু তোমরা দেখলে এর উপর আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। যদি কোনো ব্যক্তি এর চেয়েও বেশি নিজের প্রভাব দেখায় কিন্তু সেটা সুন্নাতবিরোধী হয়, তাহলে কস্মিনকালেও সেটা গ্রহণ করবে না"।

১১২. সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর প্রভাবে শিয়া মৌলভীর জুতা ছেড়ে পলায়ন করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ. যখন নানূতায় অবস্থান করছিলেন, তখন শিয়াদের মৌলভী গোলাম হুসাইনও সাইয়্যেদ ছাহেব রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হলো।

সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. একটি বাসায় বসা ছিলেন। যখন সে ভেতরে আসল তখন সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. তার দিকে খেয়াল করেননি। পরে যখন হযরত তার দিকে তাকালেন তখন এই দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করতে না পেরে ঐ বদনসীব জুতা পর্যন্ত সেখানে ছেড়ে পলায়ন করল। আর বলতে লাগল : এ ব্যক্তি বড় যাদুকর!

এরপর যতদিন সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. নানূতায় ছিলেন, ঐ শিয়া মৌলভী জঙ্গলে ছিল। শহরে আর আসেনি!!

১১৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর শিয়া মুজতাহিদকে লা-জবাব করে দেওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর আলোচনা প্রসঙ্গে একবার বলেন : লাখনৌতে শিয়া মুজতাহিদ পোশাক পরিবর্তন করে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ.-এর নিকট আসল। মৌলভী ইসমাঈল শহীদ রহ. তখন ছিলেন না। কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন।

শিয়া মুজতাহিদ এসে বলল : আমার কয়েকটি মাসআলা জানার আছে। সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. বললেন : মৌলভী আব্দুল হাই ছাহেব আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। মৌলভী আব্দুল হাই ছাহেব রহ.-এর নিয়ম ছিল, প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শোনার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। এরপর উত্তর দিতেন।

যাইহোক মৌলভী আব্দুল হাই ছাহেব রহ. নিজ অভ্যাস অনুযায়ী ঐ মুজতাহিদকে উত্তর দিলেন। মুজতাহিদ বলল : এ উত্তরের দ্বারা তো আমার মনে প্রশান্তি আসল না। আমি চলে যাচ্ছি। মুজতাহিদ ছাহেবকে জিজ্ঞেস করব। কেননা, সেখানে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হয়।

এ কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর মৌলভী ইসমাঈল ছাহেব রহ. আসলেন এবং ব্যাপার জানতে পেরে আফসোস করলেন যে, আহা, আমি ছিলাম না!

মৌলভী ইসমাঈল শহীদ রহ. সিপাহীসুলভ বেশভূষায় সুসজ্জিত থাকতেন। একদিন পূর্ব-অবগতি ছাড়া ঐ শিয়া মুজতাহিদের মজলিসে গিয়ে পৌঁছলেন এবং বললেন : যেহেতু আমি অধিকাংশ সময় সুন্নীদের সাথে ওঠাবসা করি আর তারা বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আবার কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে সূক্ষ্ম, এ জন্য এগুলোর উত্তর জানতে চাই।

ঐ শিয়া মুজতাহিদ মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ.কে চিনতে পারেনি। সে বলল, জিজ্ঞেস করুন। মাওলানা ইসমাঈল ছাহেব রহ. প্রশ্ন করা আরম্ভ করলেন। মুজতাহিদ বেচারা যে উত্তর দিত, হযরত ইসমাঈল শহীদ সেটা খণ্ডন করে দিতেন। এমনকি সে খামোশ হয়ে যেত। মাওলানা ইসমাঈল রহ. উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : "চলুন সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেবকেই জিজ্ঞেস করি। তিনি পরিপূর্ণভাবে মন প্রশান্ত করে দিবেন। সেখানে গিয়েই তো সান্ত্বনা পাওয়া যায়"।

এতটুকু বলে রওয়ানা হলেন। যখন বাইরে বের হয়ে আসলেন। তখন মুজতাহিদ জানতে পারল যে, ইনিই মাওলানা ইসমাঈল ছিলেন। দারুণ আফসোস হলো এবং নিজের লা-জবাব বা নিরুত্তর হওয়ার উপর পরিপূর্ণ লজ্জিত হল।

১১৪. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর পালকির ওপর চলন্ত অবস্থায় পৃথিবী গোল হওয়ার মাসআলা বুঝানো

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবার মাওলানা ইসমাঈল রহ. পালকিতে করে যাচ্ছিলেন। জনৈক তালিবে ইলম পৃথিবী গোল হওয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাসআলা জিজ্ঞাসা করেন। হযরত নির্দ্বিধায় নিজ মুষ্টি বন্ধ করে সেটাকে গোল ধরে মাসাআলা বুঝিয়ে দিলেন।

১১৫. মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রামপুরীর রহ. নাযুক মেযাজী এবং এর চিকিৎসা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মৌলবী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. খুব নাযুক মেযাজের মানুষ ছিলেন। অথচ কাফেলায় নাযুক মেযাজ নিয়ে চলা মুশকিল। সামান্য কোনো কিছু তাঁর মেযাজের বিপরীত হলেই তিনি খানা খেতেন না।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল ছাহেব রহ. এ ব্যাপারে জানতে পেরে একদিন জোর করে তাঁকে নিজের সাথে বসালেন, যখন খানা আসল তখন রুমালে নাক পরিষ্কার করে রুমাল ভাঁজ করলেন।

এ দৃশ্য দেখে মৌলভী হাসান ছাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন আর খানাও খেলেন না।

অন্য সময়ে আবার খানা আসল। মৌলভী ইসমাঈল ছাহেব রহ. তাঁর হাত ধরে জোর করে নিজের সাথে বসালেন এবং একই কাজের পুনরাবৃত্তি করলেন। এ অবস্থা দেখে মৌলভী হাসান ছাহেব ঘৃণা করে পুনরায় উঠে গেলেন। এ সময়ও তিনি না খেয়ে থাকলেন। তৃতীয় ওয়াক্তে আবার একই সূরত সামনে আসল। মৌলভী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. বললেন : মাওলানা! যদি আজ আপনি খানার সাথে সর্দিও মিশিয়ে দেন তবুও আমি খানা খাব। ফলে তিনি খানা খেলেন। মাওলানা ইসমাঈল ছাহেব রহ. বললেন : মাওলানা! কাফেলার মধ্যে আপনার নাযুক মেযাজী নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

১১৬. মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ ও সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর চিন্তাধারা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মাওলানা ইসমাঈল ছাহেব শহীদ এবং হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব রহ. এর চিন্তাধারা ছিল এই যে, সহীহ হাদীস যা রহিত হয়নি এর বিপরীতে কারো কোনো কথার ওপর আমল করতেন না। আর যেখানে হাদীসে সহীহ গাইরে মানসূখ (এমন সহীহ হাদীস যা রহিত হয়ে যায়নি) পাওয়া না যায়, সেখানে হানাফী মাযহাবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো মাযহাব নেই।

একবার এই দুই বুযুর্গ লাখনৌ গমন করলেন। সেখানে পৌঁছে হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের ওপর হজ্ব ফরয হওয়ার মাসআলা বয়ান করলেন। লাখনৌর উলামায়ে কেরাম তাঁদের বিরোধিতা করলেন। তাঁরা দলীল পেশ করলেন ঐ সব দুর্বল ফিকহী বর্ণনা দ্বারা যেগুলোতে লোহিত সাগর (যা হিন্দুস্তান এ হিজাযের মধ্যে প্রতিবন্ধক) রাস্তার নিরাপত্তার জন্য সমস্যা সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে।

পরিশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, শাহ আব্দুল আযীয রহ. যে ফয়সালা দিবেন উভয়পক্ষ সেটা মেনে নিবে।

ফলশ্রুতিতে লাখনৌবাসী শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. এর নিকট লিখল। সেখান থেকে উত্তর আসল যে, এই দুজন অর্থাৎ মাওলানা সাইয়্যেদ আহমাদ ও মাওলানা ইসমাঈলকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনে করবে। আর আমার মতও এটাই যে, হিন্দুস্তানবাসীর উপর হজ্ব ফরয।

১১৭. শাহ মুহাম্মাদ ওমর ছাহেব রহ.-এর গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাতের প্রতিষ্ঠাতা আকবার খানকে ওয়াযের সময় চপেটাঘাত করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : শাহ মুহাম্মাদ ওমর ছাহেব রহ. হলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল ছাহেব রহ.-এর ছাহেবযাদা

বা ছেলে। তিনি মাজযূব তথা মহান আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

একবার দিল্লির জামে মসজিদে গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাতের প্রতিষ্ঠাতা আকবার খান ওয়ায করছিলেন। জুমুআর পর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ছাহেব রহ. তার ওয়ায শোনার জন্য রওয়ানা হলেন। লোকজন বললও বটে যে, হযরত! এ লোক তো গাইরে মুকাল্লিদ! উত্তরে তিনি বললেন : "তাতে কী হয়েছে? পবিত্র কুরআন ও রাসূলের হাদীসই তো বয়ান করবেন, অন্য কিছু তো নয়"।

মোটকথা শাহ ছাহেব রহ. ধ্যানমগ্ন হয়ে ওয়াযে বসে গেলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি হাদীস পড়ছিলেন চুপচাপ বসে শুনছিলেন। একটি হাদীস পড়ার পর আকবার খান বেআদবী করে বলল : "যদি আবূ হানীফাও হতেন, তাহলে এ হাদীসের মর্ম আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিতাম"।

শাহ ছাহেব রহ. আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন : "তুমি আবূ হানীফাহ রহ.কে হাদীসের মর্ম বুঝাবে? যাঁর মুকাল্লিদ হলেন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী ও শিবলী রহ.-এর মত ব্যক্তিত্ব। এরপর তিনি উঠে তার মাথায় এমন থাপ্পড় দিলেন যে, তার পাগড়ি উড়ে গেল।

কয়েকজন বাঙ্গালি ছাত্র, যারা আকবার খানের ভক্ত, তার সঙ্গে ছিল, তারা শাহ মুহাম্মাদ ওমর ছাহেব রহ.-এর সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু আকবার খান বাধা দিয়ে বলল যে, না না, ইনি ছাহেবযাদা, তাঁর সাথে বেআদবী করা যাবে না।

১১৮. জনৈক পাহারাদারের শাহ মুহাম্মাদ ওমর ছাহেবকে মারা এবং ওযরখাহীর ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবার শাহ মুহাম্মাদ ওমর ছাহেব রহ. রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্ধকার রাত ছিল। পাহারাদার জিজ্ঞেস করল যে কে যাচ্ছে? শাহ ছাহেব রহ. কোনো উত্তর দিলেন না। পাহারাদার পুনরায় জিজ্ঞেস করল কে? তখন বললেন : তুমি জান না সূর্য উদিত হয়েছে। এ উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে পাহারাদার তাকে প্রহার করা আরম্ভ করল। ঘটনাক্রমে কেউ তাঁকে চিনে ফেলল আর বলল : আরে ইনি তো মাওলানা মুহাম্মাদ

ওমর ছাহেব। এটা শুনে নৈশপ্রহরীও ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল : হযরত! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

শাহ ছাহেব রহ. বললেন : "আরে এটা কোনো ব্যাপার নয়।" এবং চলে গেলেন।

১১৯. মাওলানা রাহমাতুল্লাহ ছাহেব কীরানভী রহ.-এর হিজরত এবং থানাভবনের মাজযূবের ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সিপাহী বিদ্রোহের সময় জনৈক মাজযূব (আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা) থানাভবনে ছিলেন। যখন মৌলভী রাহমাতুল্লাহ ছাহেব কীরানভী রহ.-এর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলো আর তিনি হিজাযে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন লোকজন পরামর্শ দিলেন যে, আপনি মাজযূব ছাহেব এর সাথে একটু পরামর্শ করে নিন। ফলে তিনি তাঁর খেদমতে গেলেন ও পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন : "থেকে যাও। কিছু হবে না।" এরপর আরো বেশি নিশ্চিত হওয়ার জন্য মৌলভী রাহমাতুল্লাহ ছাহেব রহ. তাঁর নিকট পুনরায় গেলেন। তখন মাজযূব ছাহেব রহ. বললেন : চলে যাও। এখানে থাকতে পারবে না। আলেম হয়ে এমন কাজ সমীচীন নয় এবং নিজ পিতার নাম নিয়ে বললেন : "তিন রূপী তাঁর পক্ষ থেকে আর ছয় রূপী আমার পক্ষ থেকে তুমি পেতে থাকবে।"

ফলে মৌলভী রাহমাতুল্লাহ ছাহেবও রহ. হিজরতের ইচ্ছা করে ফেললেন। আর ঐ তারিখ থেকেই প্রতি মাসে নয় টাকা করে তাঁর কাছে পৌঁছতে থাকল। এটা কখনো বন্ধ হয়নি।

১২০. হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর কন্যাকে টাকা দেয়া এবং টাকা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবার আমাদের মুরশিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব রহ. গাঙ্গুহ তাশরীফ আনয়ন করলেন। তখন আমার মেয়ের বয়স ছিল তিন বছর। হযরত মিষ্টি খাওয়ার জন্য তার হাতে পাঁচ রুপি দিলেন। আমার মেয়ে ঐ রুপি নিয়ে হযরতের কদমে রেখে দিল। হযরত আবার দিলেন। আমার মেয়ে আবার ফেরত দিল।

হযরত তাকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করলেন যে, "তুমি তো আমার মেয়ে। নিয়ে নাও।" কিন্তু সে মানলই না। শেষে হযরত রসিকতা করে বললেন : "তুমি ফকীরের মেয়ে ফকীরণী"।

এরপর হযরত তাঁর জন্য এই দু'আ করলেন "এই মেয়ে সৌভাগ্যবতী হবে। দুনিয়াতে কোনো অভাব সে দেখবে না। সে দুনিয়াবিমুখ আল্লাহওয়ালী হবে।"

আলহামদুলিল্লাহ! আমার মেয়ের দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই।

১২১. মারাত্মক চুলকানি সত্ত্বেও হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর সবক বাদ না দেয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যখন আমি আমার উস্তায মাওলানা মামলূক আলী ছাহেব নানূতভী রহ.-এর খেদমতে পড়ালেখা করতাম, তখন একবার আমার পুরো শরীরে চুলকানি হলো। আমি হাতে দাস্তানা পরিধান করে সবক পড়ার জন্য হযরত মাওলানার খেদমতে হাযির হতাম। এবং ঐ দিনগুলোতেও একদিনও সবক বাদ দেইনি।

একদিন আমাকে মারাত্মক চুলকানির শিকার দেখে হযরত উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মামলূক আলী রহ. বললেন : মিঞা রশীদ! তোমার অবস্থা তো হয়েছে ঐ ব্যক্তির মতো যার ব্যাপারে কবি বলেছেন :

تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم؟

অর্থাৎ সারা শরীর ব্যথা, ঔষুধ দিব কোথায়?

১২২. এক ব্যক্তির হযরত জাফর সাদিক রহ. থেকে ইসমে আযম শেখা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একবার এক ব্যক্তি হযরত জাফর সাদিক রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল : হযরত! আমি ইসমে আযম শিখতে এসেছি।

হযরত তার সাথে ওয়াদা করলেন এবং বললেন : অমুক দিন অমুক সময়ে নদীর কিনারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। হযরতের কথামতো সে নদীতে নামল এবং হযরত জাফর সাদিক রহ.-এর নাম নিতে থাকল।

এমনকি পানি নাভির উপরে চলে আসল। আর এ ব্যক্তি হিম্মত করে বাড়তেই থাকল। শেষে যখন নদীর মাঝখানে পৌঁছল তখন ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। এই পেরেশানির অবস্থায় তিনি হযরত জাফর সাদিকের নাম নেয়া ছেড়ে দিলেন এবং বিনা ইখতিয়ারে মুখ দিয়ে বের হলো—আল্লাহ আল্লাহ। আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে তিনি নদী পার হয়ে গেলেন।

ঐ সময় হযরত জাফর সাদিক রহ. বললেন : "আল্লাহ আল্লাহ এই মুবারক নামই 'ইসমে আযম'। শর্ত হলো ঠিক সেরকমভাবে অন্তর থেকে বের হতে হবে যেমন এখন ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে তোমার যবান থেকে বের হয়েছে।"

আসল কথা হলো আল্লাহর রাস্তায় ইখলাস থাকা।

১২৩. শাহ আব্দুল গনী ছাহেব রহ.-এর অনাহারে থাকা সত্ত্বেও দেড়শত রুপি ফিরিয়ে দেয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমার উস্তায হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ছাহেব রহ.-এর তাকওয়া অনেক উচ্চ পর্যায়ের ছিল। অসংখ্য মুরীদ ছিল। এর মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধনী মানুষ।

একবার হযরতের ওখানে টানা কয়েকদিন অনাহারের হালত চলছিল। হযরতের খাদেমা একজন বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাইরে বের হলো। বাচ্চার চেহারাতেও অনাহারের দরূন বিষণ্ণতার ছাপ ছিল।

ঘটনাক্রমে মুফতী সাদরুদ্দীন ছাহেব রহ. কোথা থেকে এখানে আসলেন। বাচ্চার চেহারা বিষন্ন দেখে খাদেমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তার রং বিবর্ণ কেন? খাদেমা ঠাণ্ডা শ্বাস ফেলে বলল : হযরতের এখানে কয়েকদিন যাবৎ অনাহারের অবস্থা চলছে।

মুফতী ছাহেব রহ. খুব কষ্ট পেলেন। তখনই ঘরে গিয়ে খাদেমের মাধ্যমে দেড়শত রুপি রওয়ানা করে দিলেন এবং বললেন : "এটা ফিসের আয় নয় বরং বেতন, কবূল করে নিন"।

হযরত শাহ ছাহেব রহ. ফিরিয়ে দিলেন এবং বলে পাঠালেন : আপনার বেতনই বা কীভাবে জায়েয ?

যাই হোক, এরপর শাহ ছাহেব রহ.-এর চিন্তা হলো অনাহারের রহস্য প্রকাশিত হলো কীভাবে? অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, খাদেমা বলে দিয়েছে। হযরত ঐ খাদেমাকে ডেকে বললেন : "হে ভালো মানুষ! যদি অনাহারের কষ্ট বরদাশত করতে না পার তাহলে অন্য কোনো ঘর দেখ। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে আমার রহস্য ফাঁস করো না"।

১২৪. অনাহার সত্ত্বেও হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ঋণ না নেয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমি ও আমার পরিবারের লোকেরা না খেয়ে থেকেছি। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, আমি কখনো ঋণ গ্রহণ করিনি।

১২৫. ছাত্ররা শিক্ষককে অসুস্থ সাব্যস্ত করে ছুটি কাটানোর কাহিনী

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একদিন বিছানায় শোয়া ছিলেন। শরীর কিছুটা অসুস্থ ছিল। হযরতের ছেলে মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ মাসউদ আহমাদ ছাহেব রহ. আব্বার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসলেন। এ প্রসঙ্গেই হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একজন মিয়াজীকে (বাচ্চাদের শিক্ষক) বাচ্চারা অসুস্থ বানিয়ে দিয়েছিল। ছেলেরা শলাপরামর্শ করল যে, আগামীকাল আমরা সবাই ছুটি কাটাব। সকালে একটি ছেলে আসল। সে বলল : মিয়াজী ছাহেব! আপনার শরীর কেমন আছে? মিয়াজী বললেন : ভালো। কিছুক্ষণ পর আরেকজন ছাত্র আসল। সেও জিজ্ঞাসা করল : মিয়াজী ছাহেব! আপনি কেমন আছেন? আপনার চেহারাটা একটু মলিন দেখাচ্ছে।

মিয়াজী তাকেও ধমক দিলেন। এরপর তৃতীয় আরেকজন আসল। সেও মিয়াজীর চেহারায় অসুস্থতার ছাপের কথা বলল।

এবার মিয়াজী বেচারার ধারণা বদলে গেল। তিনি চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর চতুর্থ আরেকজন ছাত্র আসল। সেও এ জাতীয় কথাই বলল।

একের পর এক ছাত্রদের এ সব কথাবার্তার কারণে মিয়াজী ছাহেব ভালো অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং শুয়ে থাকলেন।

ছেলেরা উস্তাযজীকে শয্যাশায়ী বানিয়ে ছুটি উদ্‌যাপন করল। খুব খেলাধুলা করল। এখন যে কেউ আসুক। মিয়াজী ছাহেব রহ.-এর একই

কথা : আমার শরীর ভালো নয়। বন্ধু-বান্ধবরা যখন তাঁর হাতের নাড়ি পরীক্ষা করলেন তখন দেখলেন যে সবকিছু স্বাভাবিক। কোনো সমস্যাই নেই। এরা সবাই বলল : আরে আপনি তো পূর্ণ সুস্থ মানুষ। খামোখা কেন আপনি নিজেকে অসুস্থ বানাচ্ছেন?

অনেক কষ্টে মিয়াজীর বিশ্বাস হলো যে, তিনি সুস্থ। ফলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

১২৬. মাওলানা মাযহার হুসাইন ছাহেব রহ. এর দাদার সরলতা

এ প্রসঙ্গেই হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মৌলভী মাযহার হুসাইন ছাহেব রহ.-এর দাদা একজন সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। তাঁর ছেলে আবদুর রহমান যাঁর কবর ইহাতায়ে খানকার পশ্চিম দেয়ালের সন্নিকটে। একবার রামাযান এর সাতাশ বা আটাশ তারিখ ছিল, নিজ পিতাকে বললেন : আব্বাজী! আমি চাঁদ দেখেছি। তাঁরও বিশ্বাস হয়ে গেলো। বলাবলি আরম্ভ করেছেন। লও ভাই চাঁদ দেখা গেছে। আগামীকাল ঈদ।

লোকজন বলল : মৌলভী ছাহেব! এ কী পাগলামি করছেন? সাতাশ বা আটাশ তারিখেও কি কখনো চাঁদ দেখা যায়? তিনি বললেন : আমার আব্দুর রহমান মিথ্যুক নয়। তাঁর দৃষ্টি খুব প্রখর। নিশ্চয়ই সে দেখেছে।

১২৭. হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর একজন উস্তাযের শরীর টেপার নিন্দা করা

একবার হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. আরাম করছিলেন। ঐ দিন হযরতের ডান পায়ে ব্যথায় কষ্ট হচ্ছিল। মুনশী ইবরাহীম খান ছাহেব উপস্থিত হলেন। হযরতের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিলেন। হযরত রহ. বললেন : ডান পায়ে ব্যথা আছে। আর দাবানোর অভ্যাস যা লোকেরা করে ফেলেছে এতে আরো বেশি কষ্ট হয়।

অতঃপর হযরতওয়ালা বলেন : মৌলভী মুহাম্মাদ বখশ রামপুরী রহ. আমার উস্তায ছিলেন। যখন তিনি হজ্ব থেকে ফিরে আসলেন, তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল : হযরত! আমাদের জন্যও দু'আ করেছিলেন কি?

মাওলানা বললেন : হ্যাঁ, গালিও দিয়েছি, বদদু'আও করেছি! লোকেরা বলল : কেন? তিনি বললেন : আমি যখন ফেরার সময় জাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়লাম, আর তোমাদের মধ্যে কাউকে শরীর দাবানোর জন্য পেলাম না তখন আমার ভীষণ কষ্ট হলো। সঙ্গীরা সব ছিল আমার সমবয়সী। কার মাধ্যমে দাবাব? ঐ সময় মনে মনে তোমাদের অনেক নিন্দা করেছি। তোমরা যদি অভ্যাস না বানাতে তবে এমনটি হতো না।

১২৮. কয়েকটি ভ্রান্তি নিরসন

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : ছোট শিশু যখন চারপায়া বা কাঁধের উপর বসে পা হেলাতে থাকে। তখন তাদের নিষেধ করা হয়। এটা কি শরীয়তের কোনো কথা? হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : না, কিছুই না। অনেক কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কিন্তু প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ : লবণ পড়ে গেলে বলাবলি করে : পাখির পলকের মাধ্যমে উঠাতে হবে আর এটা এমন কথা যে, মোটামুটি সব দেশে প্রসিদ্ধ। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র এ কথা মশহুর।

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর ছেলে মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ মাসউদ ছাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন। হযরত! এই যে, একটি কথা প্রসিদ্ধ যে, ময়ূর যখন নাচে, তখন তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। যেটাকে তার আশপাশের ময়ূরীরা ঠোঁট দ্বারা তুলে নেয় এবং গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং ঐভাবে ডিমও দেয়!!

হযরতওয়ালা রহ. বললেন : এটাকে হযরত আলী রাযি. একটি বয়ানের মধ্যে ভুল বলেছেন।

১২৯. দুঃস্বপ্ন দেখলে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : [একবার হযরতের নাতি মিঞা সাঈদ আহমাদ ছাহেব রহ. হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলেন। হযরত অত্যধিক স্নেহের দরূন তাকে নিজের পাশে বসালেন। তিনি স্বপ্নে যা দেখেছেন সেটা হযরতকে বললেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা সামনের কথাগুলো বলেন] "দুঃস্বপ্ন দেখলে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নিজের উপর দম করে নেয়া চাই"।

অতঃপর বলেন : মুনশী খলীল আহমাদ ছাহেব রহ. এর ছেলে খুব বেশি স্বপ্ন দেখত। আমাকে খুব মহব্বত করত। বসন্ত রোগের দরূন যখন সে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে গেল, তখন কিছুটা হুঁশ আসলে সে তার আব্বা-আম্মাকে বলল : হযরতকে ডেকে আনুন তাহলে আমি সুস্থ হয়ে যাব। আমি তখন ছাত্রদের সবক পড়াচ্ছিলাম। ঐ সময় গাড়ি আসল। খানা খাওয়ার পর আমি তাকে দেখার জন্য গেলাম। কিছুক্ষণ বসে ফিরে আসলাম।

পরে সে আমাকে বলল যে : আমি সুস্থ হয়ে গেছি। এরপর ঐ অসুখেই ছেলেটি মারা গেল।

১৩০. একটি ছাগলের পেট থেকে ঘাসপাথর বের হওয়া

একদিন হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর নাতি মিঞা সাঈদ আহমাদ রহ. এর বকরীটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হযরতওয়ালা ইরশাদ করেন : একটি ছোট শহরে জনৈক ব্যক্তি একটা বকরী পালত। তার নাম ছিল মংলা, লোকেরা এটাকে পাগল মনে করত। সে এমন শক্তিশালী ছিল যে, মাটি থেকে বাজারের দোকানে এক লাফে উঠে যেত। আবার দোকান থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ত এবং এক দোকান থেকে লাফ দিয়ে আরেক দোকানে চলে যেতো। মংলা মংলা বলে ডাক দিলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত। যবেহ করার পর বকরীটির পেট থেকে একটি পাথর (টিউমার) বের হয়েছিল যাকে حجرة التيس 'ঘাস পাথর' বলা হয় এবং বিষনাশক কাজে আসে। আমার এক আত্মীয় দংশিত হলে সেখান থেকে সামান্য অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। উপকার পেয়েছেন।

১৩১. ইমদাদ পীরের ঘটনা

একদিন ইমদাদ পীরের ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। প্রসঙ্গক্রমে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : রামপুরে জনৈক ব্যক্তি এদিক-ওদিক থেকে চাঁদা জমা করে মসজিদ বানিয়েছিলেন। মসজিদ তো হয়ে গেল কিন্তু কুয়া জায়গামতো বসানো যাচ্ছিল না। ঐ লোকটা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল হায় টাকাও শেষ। এদিকে কুয়াও বানানো যাচ্ছে না, এখন কী করব? একদিন এটা চিন্তা করতে করতেই কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে অনেকটা তন্দ্রা এর ভাব এসে গেল। তখন দেখলেন যে, হযরত এসেছেন আর বলছেন : শান্ত হও। এক ব্যক্তি এসে তোমার কাজ করে দিবে। ফলে

তার সান্ত্বনা লাভ হলো। পরের দিন গ্রাম্য দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি তার কাছে আসল। উনি জিজ্ঞেস করলেন : এখানে কি কোনো কুয়া তৈরি হচ্ছে? এর মধ্যে কি কোনো সমস্যা আছে? উনি তাঁকে কুয়া দেখালেন এবং মজদুরীর জন্য বললেন। উনি প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র চেয়ে নিয়ে সামান্য মেহনত করে কুয়া প্রস্তুত করে দিলেন।

লোকেরা বলে : ঐ কুয়া একদম জায়গামতো বসে গেল এবং সুন্দর হয়ে গেল।

১৩২. সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া কেমন?

একবার মুনশী মুহাম্মাদ ইবরাহীম ছাহেব রহ. সূরা তাওবার শুরু বা মাঝে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরতওয়ালা রহ. বললেন : কোনো অসুবিধা নেই। আর এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ হিসেবে বললেন : এটা সঠিকভাবে জানা যায় না যে, এই সূরাটা কি পূর্বের সূরার অংশ নাকি পৃথক স্বতন্ত্র সূরা? হযরত উছমান রাযি. এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনিও এই উত্তরই দিয়েছিলেন।

১৩৩. ইংরেজ এবং আফগানীর শক্তিপরীক্ষা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আলীগড়ে একজন সেরেশতাদার ছিলেন। তার সাথে কালেক্টর এর মহব্বত ছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে সেরেশতাদার কালেক্টর সাহেবকে বলল : ইংরেজদের তুলনায় আফগানদের মধ্যে শক্তি বেশি।

কালেক্টর সাহেব এ ব্যাপারে আপত্তি তুললে সেরেশতাদের পরীক্ষা করানোর জন্য এক আফগানকে ডাকলেন যে বাজারে হিংগ (এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধী বস্তু) বিক্রি করত এবং সামান্য কেনাবেচার কাজ করত। তার সাথে ইংরেজের শক্তিপরীক্ষার আয়োজন করা হলো। কালেক্টর সাহেব একজন প্রসিদ্ধ শক্তিশালী ইংরেজকে ঐ আফগানীর সাথে মুকাবিলার জন্য ঠিক করলেন।

নির্ধারিত দিনে আফগানী ও ইংরেজের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হলো, আফগানী ব্যক্তি ইংরেজকে বলল : "তুমি আমাকে একটা ঘুষি মার"।

ইংরেজ পূর্ণ শক্তি নিয়ে আফগানীর পায়ে একটা ঘুষি মারল। কিন্তু আফগানী খুব একটা ব্যথা পেল না। আফগানী পুনরায় বলল : "আবার মার যাতে কিছুটা বুঝা যায়।" ইংরেজ পূর্ণ শক্তি নিয়ে আরেকটি মারল। ফলে আফগানীর চেহারা লাল হয়ে গেল। তার গোস্বা এসে গেল। এবার আফগানী ঐ ইংরেজের মাথায় এমন জোরে ঘুষি মারল যে, তার মাথার খুপড়ি বসে গেল এবং ইংরেজটি মারা গেল।

সেরেশতাদার ঐ আফগানীকে দ্রুত সেখান থেকে সরিয়ে দিল যাতে তার কোনো সমস্যা না হয়।

১৩৪. ঘোড়া ব্যবসায়ীর ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সাহারানপুরের বড় সরাইখানায় জনৈক আফগান ঘোড়া ব্যবসায়ী এসেছিলেন। তার কাছে শক্তিশালী কিন্তু কুশ্রী একটি ঘোড়া ছিল। এক ব্যক্তি সংবাদ পেয়ে আসল। আর ঐ ঘোড়ার হাত-পা শক্তিশালী কিন্তু কুদর্শন দেখে আফগানকে বলল : এই ঘোড়া ত্রিশ টাকায় আমাকে দিবেন কি? আফগান ব্যবসায়ী বলল : আমার এখানে আপনি যত ঘোড়া দেখছেন, এই ঘোড়াটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। আমি এটাকে দানাও দেই না। ভালো ঘাসও দেই না। তারপরও এমন দ্রুতগামী যে, আমি এখান থেকে দেওবন্দ পর্যন্ত সমস্ত ঘোড়াকে সামানসহ সকালে রওয়ানা করে দিব আর আমি নিজে এখান থেকে চা পানি পান করে সূর্য বেশ উপরে ওঠার পর এতে আরোহণ করে চলব তারপরও এই ঘোড়ায় চড়ে আমি ঐ সব ঘোড়ার পূর্বে চলে যাব। সুতরাং এমন শক্তিশালী ঘোড়াকে মাত্র ত্রিশ টাকায় আমি বিক্রি করব কোন্ দুঃখে ?

১৩৫. ঝড়-তুফান থেমে যাওয়ার জন্য আমল করা কেমন?

একদিন মোল্লা শামসুদ্দীন রহ. জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত! যারা ঝড়-তুফান থেমে যাওয়ার জন্য আমল করে এটা কেমন? প্রত্যুত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যেমনিভাবে অন্যান্য অসুখের জন্য দু'আ করা যায়, তদ্রূপ ঝড়-তুফান বন্ধ হওয়ার জন্যও আমল করা যায় এতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা জায়েয আছে।

১৩৬. দুরূদে তাজ পড়া কেমন?

মুনশী মুহাম্মাদ ইয়াসীন ছাহেব রহ. একবার দুরূদে তাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন : এটা কেমন? প্রত্যুত্তরে হযরতওয়ালা রহ. বললেন : প্রচুর দুরূদ ইত্যাদি লোকেরা বানিয়ে নিয়েছে। নিজেরাই এর সনদও লিখে রেখেছে। এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। তোমার এটার প্রয়োজন নেই।

১৩৭. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর উপর তাঁর শিক্ষক মহোদয়গণের স্নেহ ও মমতা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : শাহ আহমাদ সাঈদ ছাহেব রহ. এর নিকট আমি সবক পড়ছিলাম। শাহ ছাহেবের খেদমতে এক সাহারানপুরী সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলো। শাহ ছাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন : মিঞা! তুমি মৌলভী হেদায়াত আহমাদ ছাহেব গাঙ্গুহী রহ.কে চিন? তিনি কোথায় আছেন? ঐ সাহারানপুরী ব্যক্তিটি বললেন : হযরত! তাঁর তো ইন্তিকাল হয়ে গেছে। এই যে রশীদ আহমাদ তাঁর ছেলে এখানে উপস্থিত। হযরত শাহ ছাহেব রহ. বললেন : আজ তোমার থেকেই জানতে পারলাম যে, রশীদ আহমাদ তাঁর ছেলে।

অতঃপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : শাহ আব্দুল গনী ছাহেব ও শাহ আহমাদ সাঈদ ছাহেব আমার উস্তায। তাঁরা উভয়ে আমাকে নিজ সন্তানের মতো আদর করেন।

হযরত শাহ আব্দুল গনী ছাহেব রহ. এর নিকট আমার বাইআত হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরে হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর নিকট বাইআত হয়ে যাই।

১৩৮. হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝিনঝানবী রহ. এর কাছে বাইআত হওয়া

একদিন এক ব্যক্তি বাইআতের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলে হযরত চারো সিলসিলায় বাইআত করলেন এবং নামাযের ব্যাপারে তাকীদ করলেন। অতঃপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : “আমি হলাম শুধু মধ্যবর্তী মাধ্যম। তোমরা হযরত হাজী ছাহেব রহ.কে নিজেদের মুরশিদ মনে করবে। মানুষের সুধারণার কারণে আমিও মাগফিরাতের আশা রাখি”।

এরপর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর বাইআতের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। হযরতকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেয়া হলো যে, অমুকের কাছে মুরীদ হয়ে যাও। আর তার আকৃতিও দেখানো হলো, হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর ঐ সময় ইচ্ছা ছিল শাহ সুলাইমান ছাহেব তিউনিসী রহ. এর নিকট মুরীদ হবেন। ফলে এ স্বপ্ন দেখার পর হযরত বিরত থাকলেন এবং স্বপ্নে দেখা পীর ছাহেবকে খুঁজতে থাকলেন।

একপর্যায়ে এক ব্যক্তির দিকনির্দেশনা মতো হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ছাহেব রহ. এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। মিয়াজী ছাহেব রহ. বললেন : “ভাই! স্বপ্ন ও কল্পনার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই”। এর দ্বারা হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বেশি বেড়ে গেল। ফলে তিনি বাইআত হওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিয়াজী ছাহেব রহ. বাইআত করে নিলেন। বসার স্থান ঐটাই দেখলেন যেটা স্বপ্নে দেখেছিলেন। আর সুসংবাদ প্রদানকারী ছিলেন দাদাপীর হযরত আবদুর রহীম ছাহেব রহ.।

এ প্রসঙ্গেই হযরত হাফেয মুহাম্মাদ যামেন শহীদ রহ. এর আলোচনাও আসল। যাঁকে মিয়াজী রহ. অনেক অপেক্ষায় রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মুরীদ করেছেন।

১৩৯. মৌলভী আবদুল হকের হাফেয যামেন রহ. এর নিকট বাইআত হওয়া অতঃপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর বিরোধী হয়ে যাওয়া

এই ঘটনার পর মুনশী ইবরাহীম খান ছাহেব রহ. আম্বাঠার অধিবাসী মৌলভী আব্দুল হক ছাহেবের কথা আলোচনা করলেন যে, উনিও তো নিজেকে হযরত হাফেয ছাহেবেরই রহ. মুরীদ বলেন। হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমিই তাকে হাফেয ছাহেবের মুরীদ করিয়েছি এবং সুপারিশ করেছি অথচ এখন সে আমাদের বুযুর্গদের অস্বীকারকারী এবং আমার বিরোধী!

হযরত হাফেয ছাহেব রহ. এর নিকট একবার সে কিছু যিকিরের আবেদন করল। তখন হাফেয ছাহেব রহ. বললেন : আমি তো দুটো জিনিসই জানি। এক : বারো তাসবীহ আর দ্বিতীয়টি হলো : তাহাজ্জুদ

নামায। আর তুমি তো **সারারাত** পড়ে পড়ে ঘুমাও অথচ খায়েশ কর ওযীফা ও যিকির শেখার!!

১৪০. বড়দের সাথে নিসবত হওয়াই ভালো

একবার হাকীম সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব রহ. দুই ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁরা কার কাছে বাইআত? হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : "বড় হযরতের নিকট।"

হাকীম ছাহেব রহ. আরয করলেন : তাঁদের আপনার নিকট বাইআত হওয়া বেশি সমীচীন ছিল, যেহেতু আপনি নিকটবর্তী।"

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : "বড়দের সাথে নিসবত হওয়াটাই ভাল।"

এ কথার ওপর মুনশী মুহাম্মাদ ইবরাহীম ছাহেব আরয করলেন যে হযরত! এই যে একটা কথা প্রসিদ্ধ যে, "উস্তাযের নিকট বসলে কাজ ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং কাছের মানুষকে ছেড়ে দূরের মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হবে কেন?"

হযরতওয়ালা উত্তরে বললেন : যদিও বাহ্যিকভাবে দূরের মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তিনি কাছেই থাকেন। উদাহরণ হিসেবে হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ. এবং নিজের বন্দীজীবনের ঘটনা উল্লেখ করলেন।

১৪১. হযরত হাজী ছাহেব এবং হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর বয়সের আলোচনা

মুনশী মুহাম্মাদ ইবরাহীম ছাহেব রহ. হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর নিকট আলা হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে হযরতওয়ালা রহ. বললেন : "মক্কা মুয়াযযামা হারাতুল বাব বখেদমতে হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব"। এ সময় তিনি এ কথাও বললেন যে, হযরতের বয়স এখন পঁচাশি বা ছিয়াশি। আর আমার বাহাত্তর। আমার জন্ম ১২৪৪ হিজরীতে। হযরত হাজী ছাহেব রহ. আর আমার মধ্যে তেরো-চৌদ্দ বছরের ব্যবধান হবে।

১৪২. হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর কাশফের এক ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যখন আমাদের হযরত পাঞ্জলাসা যা পাঞ্জাবে অবস্থিত সেখানে মুকীম ছিলেন। আর এদিকে সিপাহী বিদ্রোহের বিদ্রোহীদের খোঁজা হচ্ছিল। তো একরাত্রে কেউ জানিয়ে দিল যে, হযরত এক ব্যক্তির আস্তাবলে অবস্থান করছেন। জেলা কালেক্টর নিজে ঘোড়ায় চড়ে মধ্যরাতে সেখানে পৌঁছলেন এবং কপাট খোলাতে চাইলেন। বাড়ির মালিক বড় ভাই ইংরেজকে বললেন : "আপনি এ সময় কষ্ট করে কেন এসেছেন?" ইংরেজ ঘোড়া দেখার বাহানা করে বলল যে কপাট খোল। ফলে কপাট খোলা হলো, দেখা গেল যে, বিছানা পাতা আছে এবং শোয়ার সমস্ত সামান প্রস্তুত। কিন্তু হযরত ছিলেন না। এদিক-ওদিক দেখা হলো। কোথাও পাওয়া গেল না। বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলো যে এ বিছানা কার? তিনি বললেন : আমার ছোট ভাইয়ের। ভয়ে তার পেশাব পর্যন্ত বের হয়ে গেল। কিন্তু ঐ ইংরেজ আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। আর ঘোড়া দেখে ফিরে চলে গেল।

সম্ভবত হযরত হাজী ছাহেব রহ. কাশফের মাধ্যমে ইংরেজ কালেক্টর-এর আগমনের ব্যাপারে আভাষ পেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি আগে-ভাগেই সেখান থেকে সরে পড়েন।

১৪৩. উলামায়ে কেরামের অবমাননাকারীদের চেহারা কেবলা হতে অন্যদিকে ঘুরে যায়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একবার বলেন : যারা উলামায়ে কেরামের অসম্মান করে এবং তাঁদের দোষ চর্চা ও সমালোচনা করে, কবরে তাদের মুখ কিবলার দিক হতে অন্যদিকে ঘুরে যায়। যার মনে চায় সে পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

গাইরে মুকাল্লিদরা যেহেতু দ্বীনের ইমামদের মন্দ বলে এ জন্য তাদের পেছনেও নামায মাকরূহ।

১৪৪. এক মুরাকাবাকারী কর্তৃক নাক ডাকার আওয়াজকারীকে গলা কেটে হত্যা করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কোনো এক মসজিদে এক দরবেশ মুরাকাবা বা ধ্যান করত। এদিকে আরেক ব্যক্তি ঐ মসজিদে এসে ঘুমাত

আর তার নাক থেকে বিকট আওয়াজ বের হত। দরবেশ বলল : "আওয়াজ বের করবে না, আমার মুরাকাবায় সমস্যা হয়।"

ঐ ব্যক্তির চোখ খুলে গেল। আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার নিদ্রা প্রবল হয়ে গেল এবং সেই নাসিকাধ্বনি আসতে থাকল। পুনরায় দরবেশ নিষেধ করল। শেষে যখন কয়েকবার এমন হলো, তখন দরবেশের গোস্বা এসে গেল এবং ছুরি দিয়ে ঐ বেচারার গলা কেটে ফেলল! আর বলল : আমার মুরাকাবায় সমস্যা কর? পুরো মসজিদ রক্তে ভেসে গেল।

১৪৫. মাশায়িখে নকশবন্দিয়ার অনুচ্চস্বরে যিকিরের জন্য নির্জনতাকে জরুরী আখ্যা দেওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মাশায়িখে নকশবন্দিয়ার কেউ কেউ অনুচ্চস্বরে যিকিরের জন্য এ পরিমাণ নির্জনতাকে জরুরী বলেছেন যে, সেখানে চড়ুই পাখির আওয়াজও যেন না হয়। কিন্তু যারা উচ্চস্বরে যিকির করে তাদের এসবের প্রয়োজন নেই।

১৪৬. অর্ধেকই যখন ছোটে না তখন পুরোটা কীভাবে ছুটবে?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মানুষ যখন বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনা শোনে, তখন তার মনও চায় যে, আহা, আমি যদি তাদের মতো হতে পারতাম! আর মন কেনই বা চাবে না, আখের সে তো মুসলমান। কিন্তু যখন কাজ করার সুযোগ আসে তখন কাজ কিছুই হয় না।

আমাদের শাইখ হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর ভাইয়ের স্ত্রী একবার হযরতকে বললেন : আপনার এখানে এত মানুষ (দ্বীন শিখতে আসে, উপকৃত হয়।) আসে, আমাদেরও কিছু (আমল-ওযীফা ও মুজাহাদা-সাধনা) শিখিয়ে দিন। হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন : তোমার দ্বারা কিছু হবে না।

পরিশেষে যখন উনি বেশি পীড়াপীড়ি করলেন, তখন হযরত বললেন : "যত রুটি খাও সেখান থেকে অর্ধেক ছেড়ে দাও।" ঐ বেচারী এক দুই ওয়াক্ত তো এমন করলেন। শেষে বলতে লাগলেন : "অর্ধেক রুটি তো ছাড়া যায় না। হ্যাঁ, রোযার কথা বললে তা রাখতে পারবো।

হযরত রহ. বললেন : যখন অর্ধেক খাবার ছাড়তে পারো না তখন পুরো খাবার কীভাবে ছাড়বে?

১৪৭. বিদআত ব্যতীত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচনা জায়েয

একদিন মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব মুরাদাবাদী রহ. জিজ্ঞেস করেন যে, হযরত! রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্তের আলোচনা প্রচলিত কিতাবসমূহের অনুসরণ না করে বয়ান করে দেয়া জায়েয আছে কি?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : অসুবিধা কী?

অতঃপর বলেন : পীরজাদা সুলতান জাহান বলে পাঠিয়েছেন যে : ঐ মৌলূদ যেটা জায়েয আছে পড়ে দেখিয়ে দিন। আমি বলে পাঠালাম যে এখানে মসজিদে চলে আস। কিন্তু তারা এ বলে অপারগতা প্রকাশ করল যে মহিলারাও শুনতে আগ্রহী। এ জন্য বাসায় হলে ভালো হয়।

আমি মৌলভী খলীল আহমাদ সাহারানপুরীকে মুফতী ইনায়েত আহমাদ ছাহেব মরহুম লিখিত 'তারিখে হাবীবে ইলাহ' দিয়ে বললাম : "তুমি গিয়ে সহীহ মৌলূদ পড়ে দাও।" তিনি সেখানে গেলেন। তো সেখানে মোটা কার্পেট বিছানো ছিল। ঘরওয়ালা বললেন : যদি এটাও নিষেধ হয়, তাহলে এটাকেও উঠিয়ে দিব। মৌলবী ছাহেব বললেন : "না"।

শেষে মৌলূদ আরম্ভ হলো। প্রথমে আয়াতে কারীমা لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ الخ এর উপর বয়ান হলো। (সূরা তাওবা : ১২৮) এবং হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ. এর কথা ও কাজ এর বর্ণনা হলো। অতঃপর প্রচলিত বিদআত সম্পর্কে আলোচনা করে খতম করে দিয়েছেন।

যেসব মানুষের ক্ষেত্রে মৌলভী খলীল আহমাদের বয়ান লা-হাওলার কাজ দিচ্ছিল তারা তো বাসাওয়ালার উপর দারুণ ক্ষুব্ধ হলো যে তুমি নিজ বাসায় ডেকে আমাদের অসম্মান করেছ।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঐ মৌলূদ দ্বারা দারুণ লাভ হয়েছে। অনেক মানুষের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল ছিল যে, মৌলূদ অস্বীকারকারীগণ গোড়া থেকেই মৌলূদবিরোধী। তাদের অন্তর থেকে এ ভুল ধারণা দূর হয়ে গেছে।

১৪৮. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর একটি স্বপ্নের আলোচনা

একদিন হযরত গাঙ্গুহী রহ. বাইরে বারান্দায় চারপায়ীর (চৌকির) উপর আরাম করছিলেন। চোখ লেগে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে বললেন : ঘুমে ঘুমে রামপুর পৌঁছে গিয়েছিলাম। দেখলাম যে অমুক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন আর বলছেন যে দেখ : "আমি বাড়ি বানিয়েছি।" বাড়িটিও অনেক বিশাল কিন্তু কিছুটা দুর্বল। অতঃপর বলেন যে তিনি হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর মামা ছিলেন। দুনিয়া নিয়ে খুব বিভোর ছিলেন। কিন্তু এখন ইনশাআল্লাহ তাঁর মাগফিরাত হয়ে গেছে।

১৪৯. ইলমে রাম্‌ল শেখা কেমন?

একবার হযরতের মজলিসে ইলমুর রাম্‌ল [বালু (বা মাটিতে) রেখা টেনে ভবিষ্যত ঘটনা জানার (তথাকথিত) শাস্ত্র বিশেষ] সম্পর্কে আলোচনা হলো। মৌলভী বিলায়াত হুসাইন ছাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত! ইলমুর রাম্‌ল জায়েয আছে কি?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : এটা দু-প্রকার। একটি দ্বারা তো বিশেষ জিনিসসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। আর অপরটির দ্বারা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়। প্রথম প্রকার জায়েয আর দ্বিতীয় প্রকার নাজায়েয। কিন্তু দেখো কখনো এর পেছনে পড়ো না।

অতঃপর সূরা রাদের একটি আয়াত পড়লেন এবং বললেন যে এ আয়াত দ্বারা ইলমুর রাম্‌ল-এর নিয়মানুযায়ী কিমিয়ার নুসখা উদঘাটন করা যায়। এরপর কিমিয়া সম্পর্কে আলোচনা করলেন।

এ প্রসঙ্গে এটাও বললেন যে, মক্কা মুআযযামায় সাইয়্যেদ কাসেম ছাহেব নামক একজন বুযুর্গ ছিলেন। যিনি হযরত সাইয়্যেদ ছাহেব বেরেলভী রহ. এর খলীফাও ছিলেন। বড় বুযুর্গ ছিলেন। যখন আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন আমাকে বললেন : "আমি সাইয়্যেদ ছাহেবের রহ. সাথে অনেক স্বর্ণ বানিয়েছি। তুমি শিখে নাও। আর মিঞা ছাহেব অর্থাৎ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব রহ.কে বলে হাফেয আহমাদ হুসাইন অর্থাৎ হযরতের ভাতিজাকে নিয়ে এসো। তোমাদের উভয়কে আমি স্বর্ণ বানানোর নিয়ম শিখাব"।

আমি হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি বললেন : "হাফেয আহমাদ হুসাইনকে তাঁর কাছে পাঠিয়ো না। কিমিয়া শেখার নেশায় পড়লে ধ্বংস হয়ে যাবে"।

১৫০. তার সাথে তো আমার মিঞার হাতও মনে হয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ রহ. এর মুরীদদের মধ্যে একজন খান ছাহেব ছিলেন। আমাদের হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর সঙ্গে হযরত হাফেয যামীন শহীদ রহ. একজন মুরীদও খান ছাহেবের সাথে দেখা করার জন্য গিয়েছেন। কিন্তু খান ছাহেবের জানা ছিল না তিনি কার মুরীদ? তাই তিনি হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন : "ইনি কার মুরীদ? তার সাথে তো আমার মিয়াঁর হাত মনে হয়।"

হযরত বললেন : ইনি হাফেয যামীন ছাহেব রহ. এর মুরীদ।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একজন খাদেম হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর খেদমতে আরয করলেন : তাহলে আমাদের সাথেও মিয়াঁজী ছাহেবের হাত হবে?

হযরত বললেন : "হ্যাঁ, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তোমরাও তো তাঁরই মুরীদ। আমি তো শুধু মাধ্যম মাত্র"।

১৫১. আল্লাহ তা'আলা যার অন্তর থেকে অহংকার বের করে দেন তিনিই প্রকৃত মানুষ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলা যার অন্তর হতে অহংকার বের করে দেন তিনিই প্রকৃত মানুষ।

আমি একবার থানাভবনে ছিলাম। আমার সামনে অনেক মানুষ বসা ছিলেন। একজন সহজ-সরল খান ছাহেব যিনি ঐ মজলিসে ছিলেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : "মৌলভী ছাহেব ঠিক বলছ তো? এই যে তোমার সামনে এত মানুষ বসে আছে, এর দ্বারা তোমার অন্তরে কোনো বড়াই তো আসেনি"?

আমি বললাম : "খান ছাহেব! আমি সত্য কথা বলছি, এর কোনো খেয়ালই নেই।" খুশী হয়ে খান ছাহেব বলতে লাগলেন : "হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে।"

১৫২. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর জায়েয আছে কি?

একদিন এক ব্যক্তি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, এটা কি জায়েয, নাকি না জায়েয?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : এতে উলামায়ে কেরামের মতভেদ আছে। বান্দা ফয়সালা করতে পারছে না। মৌলভী মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব এর খেয়াল হলো নাজায়েয হওয়ার ফতওয়া দেয়া হোক।

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মানুষ নিজে যেভাবে ইচ্ছা আমল করুক। কিন্তু অন্যের উপর সংকীর্ণতা কেন?

১৫৩. উশর কার উপর ওয়াজিব? জমির মালিক এর উপর নাকি কৃষকের উপর?

একদিন মৌলভী বিলায়াত হুসাইন ছাহেব রহ. উশরের মাসআলা জিজ্ঞাসা করেন যে, হযরত! এটা কার উপর ওয়াজিব? জমির মালিকের উপর? নাকি শুধুমাত্র কৃষকের উপর? নাকি ঠিকাদারের উপর?

উত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : "এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মধ্যে মতভেদ আছে। উভয় মতের উপরই ফতওয়া। যার যেটা মন চায় সেটার উপর আমল করুক"।

মৌলভী বিলায়াত হুসাইন ছাহেব আরয করলেন : হুযূরের নিকট কোন্ মতটি বেশি শক্তিশালী? বললেন : ইমামে আযম রহ. এর মাযহাব। কেননা, مَا اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ বা জমি যা কিছু উৎপন্ন করে সেটা তো আর মালিকের নিকট যায় না।

অতঃপর 'উশর' এর ব্যাপারে বললেন : এটা বরকতের জিনিস।

১৫৪. শিয়াদের কাফের বলার ব্যাপারে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর মতামত

একবার মৌলভী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন যে, শিয়াদের কাফের বলার ব্যাপারে আপনার কী মত? হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : আমাদের শিক্ষকবৃন্দ তো হযরত শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. এর সময় থেকে বরাবরই কাফের বলার পক্ষে। কেউ কেউ আহলে কিতাবের হুকুম দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ মুরতাদ হওয়ার বিধান দিয়েছেন।

মৌলভী হাসান ছাহেব রহ. আরয করলেন যে, হযরতের মত কী? হযরত রহ. বলেন : "আমার মতে শিয়াদের আলেমরা কাফের আর মূর্খরা ফাসেক"।

১৫৫. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর তারাবীহ এর মধ্যে ভুল করা আর মাওলানা ইয়াকূব ও মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহারের লোকমা না দেয়া

একবার হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমি তারাবীহ এর নামায পড়াচ্ছিলাম। আমার পেছনে মৌলভী মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব এবং মৌলভী মুহাম্মাদ মাযহার ছাহেবও রহ. ছিলেন। আমার দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের দুই জনের মধ্যে কেউ ভুল ধরেনি। প্রত্যেকে এই খেয়ালে ছিল যে অপরজন লোকমা দিবে।

১৫৬. হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর হযরত হাজী ছাহেব (রহ.)কে মাসায়িলের তাহকীক থেকে বিরত রাখা

যে যমানায় সাত মাসআলার ফয়সালা-সংক্রান্ত হাঙ্গামা চলছিল, তখন হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) ইরশাদ করেন : হিন্দুস্তানে তো কোনো কথাই ছিল না। আরব থেকে তো আজীব আজীব খবর আসে। আসল কথা লোকজন যেভাবে বলেছেন হযরত হাজী ছাহেব (রহ.) সেটা মেনে নিয়েছেন।

একজন হাজী ছাহেব আমাকে শুনিয়েছেন আমরা মক্কা মুআযযমায় হযরত হাজী ছাহেব (রহ.) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তো ঐ সময় একজন একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করেন যার মধ্যে সফরের কষ্টের কারণে মহিলাদের থেকে হজ্ব রহিত হয়ে যাওয়ার মাসআলা ছিল। এর কারণসমূহ শুনে হযরত হাজী ছাহেব (রহ.) সীলমোহর মেরে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমরা বাধা দিয়েছি ও বলেছি যে, এ জাতীয় ঘটনা ঐ সব মানুষদেরই হয়, কৃপণতার দরূন যারা প্রয়োজনীয় খরচ করতেও কষ্ট পায়। তখন হযরত হাজী ছাহেব (রহ.) নিবৃত্ত হলেন এবং মোহর দেননি।

ঐ সময় যদি হযরতকে কেউ বাধা না দিত। তাহলে মহিলাদের থেকে হজ্বই বাদ হয়ে যেত।

হযরতের ওখানে মছনবী শরীফের দরস হয়। সেখানে সব ধরনের মানুষ আসে এবং সব ধরনের কথাবার্তা হয়। ওখানে কিছু না-কিছু ঘটেই যায়।

আমি কয়েকবার হযরতের নিকট লিখেছি : হযরত! মাসআলা-মাসায়িলের ব্যাপারে আপনি কথা না বললে ভালো হয়। অবশ্য যোগ্যপাত্রে হাকীকত সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

১৫৭. সালেকের জন্য দু-ধরনের স্বপ্ন ভালো

মৌলভী হাকীম হায়াত আলী ছাহেব রহ. একবার নিজ স্বপ্নবৃত্তান্ত পেশ করে বলেন : হযরত! আমি নিজেকে স্বপ্নে সম্পূর্ণ দিগম্বর দেখলাম। শুধু একটি লেংটি বেঁধে ছিলাম। হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ব্যস, শুধু লেংটিরই কমতি আছে। অতঃপর ইরশাদ করেন : সালেক বা আল্লাহর পথের পথিকের জন্য দু-ধরনের স্বপ্ন প্রশংসনীয়। হয়তো নিজেকে দিগম্বর দেখবে। এটা (আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য সবকিছু হতে) সম্পর্কচ্ছেদের ইঙ্গিত বহন করে। অথবা খুব ঝুলানো কুর্তা দেখবে।

১৫৮. ইমামুল মুসলিমীন কে?

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন : এ যুগে ইমামুল মুসলিমীন কে? যাকে চিনা মুসলমানদের জন্য জরুরী? হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : বাদশাহ।

১৫৯. যেমন কর্ম তেমন ফল ভোগ করতে হবে

একদিন হযরতওয়ালার মজলিসে দেনমোহর সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মৌলভী বিলায়াত হুসাইন ছাহেব রহ. বললেন যে, এখানে তো লক্ষ লক্ষ টাকা দেনমোহর ধার্য করা হয় কিন্তু গ্রহণকারী বা প্রদানকারীদের মধ্যে কারো নেয়া বা দেয়া উদ্দেশ্য হয় না।

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : দুনিয়াতে যে যেমন কর্ম করবে, আখেরাতে সে ঐ রকম ফলই ভোগ করবে।

হাদীসে পাকে দু'আ শেখানো হয়েছে اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঋণের প্রাধান্য হতে আশ্রয় কামনা করি"।

–সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৫৫৫

১৬০. যেখানে উপকার হয় মানুষের সেখানেই যাওয়া উচিত

একবার এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বললেন যে, মোল্লা মুরাদ ছাহেব মুযাফফার নগরী এখানে হযরতের খেদমতে হাযির হয় না। দেওবন্দী হাজী ছাহেবের নিকট যায়। হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এ কথা শুনে বললেন : অসুবিধা কী? মানুষের যেখানে উপকার মনে হয় সেখানেই যাওয়া উচিত। বাধা দেয়া অনুচিত।

১৬১. মানুষ যখন আল্লাহর জন্য কাজ করে তখন কবূল হয়েই যায়

মৌলভী হায়ত আলী ছাহেব রহ. বলেন : এক রাতে চোখ খুলে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠতে খুব আলস্য লাগছিল। আর মনের মধ্যে এ কুমন্ত্রণা আসছিল যে, আল্লাহই ভালো জানেন আমার ইবাদত-বন্দেগী কবূল হচ্ছে কি না?

এমন কুমন্ত্রণার মধ্যেই চোখ লেগে গেল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে হযরত হাজী ছাহেব রহ.কে দেখলাম যে একটি আয়াত পড়ছেন। তখনই চোখ খুলে গেল। এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর খেদমতে আরয করলে তিনি বললেন : "মানুষ যখন আল্লাহর জন্য কোনো কাজ করে তখন তা কবূল হয়েই যায়।"

১৬২. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর নিজ হজ্ব শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া অতঃপর সেটা দূরীভূত হওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমি যখন প্রথমবার হজ্বে গেলাম তখন যিলকদ মাসের উনত্রিশ তারিখে যিলহজ্বের চাঁদ দেখা যায়নি। সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হজ্ব হলো। আমার চাঁদ দেখার এ সাক্ষ্যের ব্যাপারে সন্দেহ থেকে গেল। আর মনটা এ কথা ভেবে বিষণ্ন হয়ে গেল যে, এত কষ্ট সহ্য করে সফর করলাম। তারপরও হজ্ব শুদ্ধ হলো না। ঘটনাক্রমে ঐ বছর তেরো

তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হলো। ঐ সময় আমার পুরোপুরি ইয়াকীন হয়ে গেল যে হজ্ব বিলকুল হয়নি। কেননা, চন্দ্রগ্রহণ সব সময় চৌদ্দ অথবা পনেরো তারিখে হয়।

ঘটনাক্রমে আমি একবার রামপুর থেকে আসছিলাম। ইত্যবসরে আমি উনত্রিশের চাঁদ দেখি এবং তেরো তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হলো। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তেরো তারিখেও চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং এটাও বুঝতে সক্ষম হলাম যে, আমার হজ্ব সহীহ হয়েছে।

১৬৩. হযরত গাঙ্গুহী রহ.কে স্বর্ণ বানানো শিক্ষাদানকারী মাজযূবের ঘটনা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমি যখন দিল্লীতে হযরত শাহ আব্দুল গনী ছাহেব রহ.-এর নিকট পড়ালেখা করতাম তো যে বাড়িতে আমার খানার ব্যবস্থা ছিল সেখানে আমি নিজে খানা আনতে যেতাম। রাস্তায় একজন মাজযূব (মহান আল্লাহর প্রেমের আত্মহারা দরবেশ) পড়ে থাকতেন। আমার পড়ালেখায় এত বেশি ব্যস্ততা ছিল যে, দরবেশ কেন কোনো জিনিসের প্রতিই মনের ঝোঁক ছিল না।

একদিন ঐ মাজযূব আমাকে বললেন যে, "মৌলভী! তুমি কোথায় যাও?" আমি বললাম : "খানা আনতে যাই।" তিনি বললেন : "আমি তোমাকে উভয়বেলা ঐ দিকেই যেতে দেখি অন্য কোনো রাস্তা কি নেই?"

আমি আরয করলাম : "আমার রাস্তাটি বাজারের উপর দিয়ে। সেখানে সব ধরনের জিনিসের প্রতি দৃষ্টি চলে যায়। হতে পারে কোনো জিনিসকে দেখে তবিয়ত পেরেশান হবে।" মাজযূব বললেন : "এমনটি মনে হচ্ছে যে, তোমার খরচের কষ্ট আছে। আমি তোমাকে স্বর্ণ বানানো শিখিয়ে দিব। তুমি কোনো একসময় আমার কাছে এসো।" আমি ঐ সময় তো তাঁর নিকট উপস্থিতির ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়েছি সত্য; কিন্তু খানকায় পৌঁছার পর পড়ালেখার ব্যস্ততার দরূন ঐ মাজযূবের কথা আর মনেই থাকেনি।

দ্বিতীয় দিন ঐ মাজযূবের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হলো। এবার উনি বললেন : "মৌলভী! তুমি তো আসলে না।" আমি বললাম। "পড়ালেখার ব্যস্ততার দরূন সুযোগ করতে পারিনি। জুমুআর দিন আসব।"

মোটকথা, জুমুআর দিন চলে এল। কিন্তু ঐ দিনও কিতাব দেখায় মগ্ন থাকায় আমার মনে থাকেনি। ঐ মাজযূব আমার সাথে আবার সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন : "মৌলভী! তুমি ওয়াদা করে গিয়েছ অথচ আসনি।" আমি আরয করলাম : "আমার মনে ছিল না।" শেষে পরের জুমুআর ওয়াদা করলাম। এভাবে কয়েক জুমুআ পরপর ভুলে গেলাম। পরিশেষে এক জুমুআয় ঐ মাজযূব নিজে খানকায় এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমাকে হযরত শাহ নিযামুদ্দীন রহ. এর দরগায় নিয়ে গেলেন। সেখানে এক ধরনের ঘাস আমাকে দেখালেন এবং বিভিন্ন স্থানের কথা বললেন যে, অমুক অমুক স্থানে এ ঘাস পাওয়া যায়। আর আমাকে বললেন : "খুব ভালোভাবে দেখে নাও।" আমি ভালোভাবে চিনে রাখলাম। এরপর তিনি অল্প একটু ছিঁড়ে আনলেন এবং আমার হুজরায় এসে আমার সামনে বসে এর দ্বারা স্বর্ণ বানালেন। স্বর্ণ হয়ে গেল আর আমিও বানানো শিখে গেলাম। ঐ মাজযূব আমাকে এ কথা বলে চলে গেলেন যে, এটা বিক্রি করে নিজের কাজে লাগিয়ো। আমি কিতাব মুতালাআয় এমন তন্ময় ছিলাম যে, আমার সময়ই ছিল না স্বর্ণ বিক্রির জন্য বাজারে যাওয়ার।

পরে ঐ মাজযূব আবার একদিন এসে আমাকে বললেন : মৌলভী! তুমি ঐ স্বর্ণ বিক্রি করনি? ঠিক আছে। আমিই বিক্রি করে দিব। অন্য সময় এসে আমার কাছ থেকে ঐ স্বর্ণ নিয়ে বাজারে বিক্রি করে সেটার মূল্য এনে আমাকে দিলেন।

এরপর ঐ মাজযূব আবার একদিন আমার কাছে এলেন এবং বললেন যে, মৌলভী! আমার জন্য আমরূদ (পেয়ারা) আন। আমি দু-পয়সার আমরূদ (পেয়ারা) নিয়ে গেলাম এবং তার সামনে রেখে দিলাম। উনি একটি আমরূদ (পেয়ারা) হাতে নিয়ে হাসতে লাগলেন। আমরূদ (পেয়ারা) দেখছিলেন আর বলছিলেন, তোমাকে তো মৌলভীই খাবে। এরপর ঐ আমরূদ (পেয়ারা) আমাকে দিলেন। আমাকে হাতে দেয়ার পর দেখি যে আমরূদটি খুব গরম। তখন আমার যেহেনে এ কথা আসল যে, যদি তুমি এ আমরূদ (পেয়ারা) খাও, তাহলে মাজযূব হয়ে যাবে। এটা ভেবে আমি ভীত হয়ে গেলাম আর খাইনি। চুপে চুপে আমরূদ (পেয়ারা) হাতে নিয়ে উঠে চলে আসলাম। আর আমার হুজরায় এনে রেখে দিলাম।

এরপর আবার ভুলে গেলাম। দশ পনেরো দিন পর যখন নজর পড়ল এবং উঠিয়ে দেখলাম তখন ঐ আমরূদ (পেয়ারা) যথারীতি সে রকমই তাজা মনে হচ্ছিল!! তার মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসেনি, বরং যে গরম পূর্বে সেটার মধ্যে ছিল তা এখনো অব্যাহত ছিল!! পরবর্তীতে এক ব্যক্তি ঐ আমরূদ (পেয়ারা) খেয়ে মাজযূব হয়ে গিয়েছিল।

এ মাজযূব আমার নিকট পরে আরেকবার এসেছিলেন। এসে বললেন : মৌলভী! আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তুমি আমার সাথে চল, আর ঐ ঘাসটাকে পুনরায় দেখে নাও। মোটকথা আমাকে পুনরায় সাথে করে নিয়ে ঐ ঘাস দেখালেন। অতঃপর কোথাও চলে গেলেন।

১৬৪. দুনিয়াবাসীর অবস্থা

একবার হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর দাঁতে ব্যথা ছিল। তখন তিনি বললেন : আমি বুঝছি যদি দাঁত উপড়ে ফেলে, তাহলে কষ্ট চলে যাবে কিন্তু সাহস হয় না।

দুনিয়াবাসীরও একই অবস্থা। দুনিয়ার সামান্য কষ্ট সহ্য করতে পারে না। অথচ আখেরাতের মুসীবতে পতিত হয়।

১৬৫. ছেলে বড় হলে পিতা খুশী হয় অথচ এটা মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বাভাস

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ছেলে বড় হলে মানুষ খুশী হয়। অথচ এটা বুঝে না যে, দৈনিক তার যিন্দেগীর দিন কমে যাচ্ছে আর সে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে যাচ্ছে।

১৬৬. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর স্বপ্নে হযরত নানূতবী রহ.কে বিবাহ করা

হযরত গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে মৌলভী মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব বধূবেশে আছেন। আর তার সাথে আমার বিবাহ হয়েছে। তো এর ব্যাখ্যা হলো, যেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর একের দ্বারা অন্যের ফায়দা পৌঁছে, ঠিক তেমনিভাবে তার দ্বারা আমার ও আমার দ্বারা তার উপকার হয়েছে। তিনিই হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর প্রশংসা করে আমাকে

তাঁর মুরীদ বানিয়েছেন। আবার আমিও হযরতের কাছে সুপারিশ করে তাঁকে মুরীদ করিয়েছি।

হাকীম মুহম্মাদ সিদ্দীক ছাহেব কান্ধলভী রহ. বলেন :

اَلرِّجَالُ قَوّٰامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

'পুরুষেরা নারীর উপর কর্তৃত্বশীল'। (সূরা নিসা : ৩৪)

এ আয়াত শুনে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হ্যাঁ, ঠিকই আছে। আমি তো তাঁর সন্তানদের তারবিয়্যত করিই।

১৬৭. কবরে শাজারাহ রাখা কেমন?

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী রহ. একবার জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! কবরে শাজারাহ (আধ্যাত্মিক সিলসিলার বুযুর্গদের নামের তালিকা) রাখা জায়েয আছে কি? উত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হ্যাঁ, তবে মৃত ব্যক্তির কাফনে রাখবে না। কবরের ভেতর খনন করে তাকের মতো বানিয়ে সেখানে রাখবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মাওলানা থানভী রহ. আরয করেন : এতে কোনো ফায়েদাও হয়? হযরত গাঙ্গুহী রহ. উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, হয়।

অতঃপর বলেন : শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. এর এক মুরীদের নিকট শাহ ছাহেব রহ. এর জুতা ছিল। ইন্তিকালের সময় তিনি শাহ আব্দুল গনী (রহ)কে ওসিয়্যত করেন যে, এ জুতা আমার কবরে রেখে দিবে। ওসিয়ত অনুসারে রেখে দেয়া হলো। পরবর্তীতে গাইরে মুকাল্লিদ আলেম মৌলভী নাযীর হুসাইন প্রমুখ শাহ ছাহেব রহ. এর ব্যাপারে ঠাট্টা করে বলে : জুতার মধ্যে কত ময়লা লাগানো ছিল? কত কাদা ছিল? এই কথা শুনে শাহ আব্দুল গনী ছাহেব রহ. বললেন : যদি এ কাজটি নাজায়েয হতো, তাহলে দলীলের মাধ্যমে আমাকে বুঝিয়ে দিত। ঠাট্টা-মশকরার কী প্রয়োজন ছিল? ফলে এখন থেকে তোমাদের কাছে আর বসব না, নিয়ম ছিল জুমুআর নামাযের পর এই লোকগুলো মসজিদে বসত।

পরবর্তীকালে শাহ আব্দুল গনী রহ. এর জনৈক শিষ্য ضَرْبُ النِّعَالِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْجُهَّالِ বা 'মূর্খদের মাথায় পাদুকাঘাত' নামক একটি পুস্তিকা লিখেন।

এতে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর বক্তব্যের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, বুযুর্গানে দ্বীনের তাবারুকাত কবরে সাথে নিয়ে যাওয়া জায়েয আছে। এ পুস্তিকা দেখে সমালোচকরা লজ্জিত হলো।

১৬৮. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর নিকট বাইআত নবায়নের আবেদন করা

মৌলভী বিলায়াত হুসাইন ছাহেব রহ. বলেন ১৩১৭ হিজরীতে আমি বাইআত নবায়নের উদ্দেশ্যে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হই। কিন্তু কিছু আরয করার হিম্মত হয়নি। যখন লোকেরা মুরীদ হতো, তখন তাদের সাথে আমিও আস্তে আস্তে তাওবার কালিমাগুলো বলছিলাম। একদিন হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : আমি একদিন হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর নিকট বাইআত নবায়নের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু হযরত মঞ্জুর করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি (মৌলভী বিলায়াত হুসাইন ছাহেব) আরয করলাম যে, আমি এই উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছি। হযরত গাঙ্গুহী রহ. বললেন : হ্যাঁ, মৌলভীদের চিন্তা-ভাবনা এ ধরনেরই হয়।

১৬৯. এই খানকাতেই জীবন কেটে গেছে এবং আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু দিয়েছেন

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে যুগে আমরা পড়ালেখা করতাম সে যুগে আরবী পড়ুয়াদের অনেক কদর ছিল। মুন্সিফী, সাদরুস সুদূরী (সরকারী ভবন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব) ইত্যাদি বড় বড় পদ পাওয়া যেত।

ফলে আমাদের সাথে পড়াশোনা করা অধিকাংশ মানুষ বড় বড় পদে সমাসীন হয়েছে। আমার মামা আমার জন্যও চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমি মঞ্জুর করিনি। এতে মামা অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

যখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এ ইংরেজের চাকরি কখনোই করবে না, তখন তিনি আমার উপর মারাত্মক চাপ প্রয়োগ করে এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে শিক্ষাদানের চাকরি দিয়ে দেন। আমার মামার সুপারিশের দরুন সেখানে ইযযত-সম্মান খুব হয়েছে। কিন্তু আমি অল্প কয়েকদিনেই চাকরি ছেড়ে চলে আসি।

পরিশেষে মামা বুঝতে পেরেছেন যে, সে কিছুই করবে না; ফলে আমাকে আর কিছু বলেননি। নাখোশও হননি।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ যে, এই খানকাতেই জীবন কেটে গেছে এবং আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু দিয়েছেন।

১৭০. কবরে গিয়ে শিরনী বণ্টন করা কেমন?

একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, কারো কবরে শিরনী নিয়ে যাওয়া এবং কোনো বুযুর্গের জন্য ফাতেহা হিসেবে বণ্টন করা জায়েয, নাকি নাজায়েয? উত্তরে হযরতওয়ালা বললেন : যদি আল্লাহর নামে হয় আর ঈছালে সওয়াবই উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি পীর ছাহেবের নামে হয় যেমনটি অধিকাংশ মূর্খ করে থাকে, তাহলে সেটা হারাম।

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে একজন আরয করল : হযরত! যদি ঈছালে সাওয়াবই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটা যেকোনো স্থান হতেই সম্ভব। কবরে গিয়ে করা জরুরী হবে কেন?

হযরতওয়ালা বললেন : ভালো কথা, সেখানে খাদেম আছে। ভালো তো এটাই যে, তাদেরই এ দায়িত্ব দেয়া হোক। এতে অসুবিধা কী?

এ উত্তর দিয়ে বললেন : একবার এক ব্যক্তি হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দূস রহ. এর মাজারে কিছু শিরনী আনল আর আমার নিকট ফাতেহাখানীর দরখাস্ত করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এই মিষ্টান্ন কি আল্লাহর নামে? ঐ ব্যক্তি বলল : না, পীর ছাহেবের নামে। আমি বললাম : "যাও বিতাড়িত! দূর হও।"

১৭১. একজন বক্তার তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে নিজের নিকট রাখা

একবার জনৈক ব্যক্তি তালাকের ব্যাপারে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন। সেটার উত্তর দিয়ে হযরত এই ঘটনাটি উল্লেখ করেন, যে জনৈক বক্তা এখানে এসেছিলেন। খুব জোরে শোরে ওয়ায করছিলেন। তার পরিবারও তার সঙ্গে ছিল। একদিন নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসলেন এবং

এত জোরে দিয়েছেন যে, দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে। কিন্তু এরপর পৃথক করে দেননি। একসঙ্গে থাকতে লাগলেন!

একদিন তিনি আমার কাছেও আসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : তালাক দেয়ার পর জায়েয হওয়ার সূরত আপনি কী অবলম্বন করেছেন? ঐ বক্তা বললেন : আমি تلاق শব্দ ব্যবহার করেছি طلاق ব্যবহার করিনি। আমার গোস্বা এসে গেল। আমি বললাম : যদি শেষে خ ও মিলিয়ে দেয়া হয় অর্থাৎ تلاخ বলা হয় তাহলে মুফতী কি আপনার মত অনুসারে ফয়সালা দিতে পারবেন? এটা শুনে তিনি আমার কাছ থেকে উঠে চলে গেলেন।

১৭২. নামাযের দুরূদ শরীফের মধ্যে সায়্যিদুনা ও মাওলানা বলা কেমন?

একবার মাওলানা বিলায়াত হুসাইন ছাহেব জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! নামাযের দুরূদ শরীফের মধ্যে সায়্যিদুনা ও মাওলানা শব্দ বলা উচিত কি? হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : "হ্যাঁ"।

মৌলভী ছাহেব আরয করলেন : কোনো বর্ণনায় "সায়্যিদুনা" শব্দ পাওয়া যায়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায়্যিদুনা শব্দ বলেননি কিন্তু আমাদের জন্য এটা সংযুক্ত করাই সমীচীন।

ব্যাপারটির উদাহরণ এমন বুঝ। যখন আমি হযরত হাজী ছাহেব রহ. এর হাতে বাইআত হলাম, তখন বাইআতের সময় হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন : বলো "আমরা ইমদাদুল্লাহর হাতে বাইআত হয়েছি।" আমি বললাম : "জনাব হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেবের পবিত্র হাতে বাইআত হয়েছি।"

ঐ সময় জনাব মৌলভী শাইখ মুহাম্মাদ ছাহেবও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বললেন : আজ বুঝবান মানুষ এসেছে। নতুবা তো লোকেরা এভাবেই বলে দিত : আমরা ইমদাদুল্লাহর হাতে বাইআত হয়েছি!!

বিভিন্ন প্রকার আমল সম্পর্কে হযরত রহ.-এর মালফূযাত

১৭৩. রিযকের প্রশস্ততার জন্য সূরা মুযযাম্মিল পড়া

একবার কোনো এক ব্যক্তি রিযকের প্রশস্ততার জন্য সূরা মুযযাম্মিল তেলাওয়াতের অনুমতি হযরতওয়ালার নিকট হতে লিখিতভাবে চাইল। তার ব্যাপারে হযরত লিখিয়ে দিলেন : জায়েয আছে। পড়। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বললেন : "দুনিয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন পড়াকে আমি পছন্দ করি না"।

১৭৪. যাদু থেকে হেফাযতের আমল

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সকাল-সন্ধ্যা اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ তিনবার করে যাদু দূর করার নিয়্যতে পড়তে থাকুন এবং চার কুল, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী সকাল-সন্ধ্যায় একবার করে পাঠ করে নিজের উভয় হাতের উপর দম করে পুরো শরীরে ফিরিয়ে দিন। আর সম্ভব হলে দৈনিক একবার নির্ধারিত সময়ে 'হিযবুল বাহার' পাঠ করুন। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। এ দুটি আমলই যথেষ্ট।

১৭৫. মোকাদ্দমায় সফলতা ও পেরেশানী থেকে নাজাতের তাদবীর

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে চাকরীজীবি বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয় অথবা তার বিরুদ্ধে অন্যায় মোকাদ্দামা দায়ের করা হয় অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো পেরেশানীতে জর্জরিত হয় তারা حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পাঁচশত বার ইশার নামাযের পর শোয়ার সময় পড়বেন। আর ঐ সময় সম্ভব না হলে যখন সম্ভব হয় তখন পড়বেন। একবারে সম্ভব না হলে কয়েকবারে এবং বিভিন্ন সময়ে ঐ পরিমাণ পুরো করে দু'আ করবেন। পাঁচশত বার সম্ভব না হলে একশত বার অবশ্যই পড়বেন। আর যদি পেরেশানী খুব বেশি থাকে, তাহলে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে উযু অবস্থায় অথবা উযুবিহীন অবস্থায় মোটকথা যতবার সম্ভব এটাকে পড়তে থাকবে। যারাই এ তাদবীর অনুযায়ী আমল করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা কামিয়াব হয়েছেন।

১৭৬. ঋণ শোধ ও রিযকের প্রশস্ততার জন্য আমল

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যারা আর্থিক অনটনে বা অভাবে আছেন তারা প্রত্যহ বাদ ইশা এগারোশো বার يَا بَاسِطُ পাঠ করবে। শুরুতে ও শেষে এগারোবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এর দ্বারা ঋণ পরিশোধ ও রিযকের প্রশস্ততা উভয় উপকারই হাসিল হবে।

১৭৭. দৃষ্টিশক্তি তেজ করার জন্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল সে اَللّٰهُ শব্দটি নাসখ লিপি অনুসারে এ আকৃতিতে কোনো কাপড় অথবা কাঠের উপর খুব বড় করে লিখে এর উপর নজর জমিয়ে রাখবে। ইনশাআল্লাহ নজর বা দৃষ্টি প্রখর হয়ে যাবে। এবং দৃষ্টিশক্তি দারুণ শক্তিশালী হবে।

১৭৮. স্বামীকে খুশী করার আমল

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে মহিলার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট এবং স্ত্রীর দিকে খেয়াল রাখে না, ঐ মহিলা ঠান্ডা সময় অর্থাৎ সকালে বা রাতে ইশার নামাযের পর সূরা ইখলাস পূর্ণ সূরা একশত বার শুরুতে এবং শেষে এগারোবার দুরূদ শরীফসহ পাঠ করে দু'আ করবে।

১৭৯. বন্ধ্যা মহিলার জন্য তাদবীর

বন্ধ্যা মহিলা যার সন্তান হয় না তার জন্য একবার হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. দুটি ডিম আনালেন। সিদ্ধ করালেন এবং খোসা ছাড়িয়ে একটি ডিমের উপর وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ (সূরা যারিয়াত, আয়াত নং : ৪৭) লিখলেন আর আরেকটি ডিমের উপর وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ (সূরা যারিয়াত, আয়াত নং : ৪৮) আয়াতটি লিখলেন। অতঃপর বললেন : প্রথম ডিমটি স্বামী খাবে আর দ্বিতীয়টি খাবে স্ত্রী। কিন্তু ঋতুস্রাব জারী অবস্থায় খাবে না। পবিত্র হওয়ার পর খাবে।

১৮০. যে মহিলার সন্তান জীবিত থাকে না তার জন্য ব্যবস্থাপত্র

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এমন মহিলা, যার সন্তান জীবিত থাকে না, তার জন্য আজওয়ায়িন নামক ঔষধে এবং মরিচের উপর চল্লিশবার সূরা

ওয়াশশামস পড়ে দম করে দিয়ে বললেন : গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর থেকেই লাগাতার খেতে থাকবে। আশা করা যায় যে এ সন্তান লম্বা হায়াত পাবে ইনশাআল্লাহ।

১৮১. প্রসব-বেদনার জন্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. সন্তান প্রসবের সময় যদি মহিলার খুব বেশি কষ্ট হতো, তাহলে আয়াতে কারীমা :

وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ۝ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۝

অর্থ : আর সে স্বীয় গর্ভস্থ বস্তুসমূহ উগরিয়ে দিবে এবং শূন্য হয়ে যাবে এবং স্বীয় রবের নির্দেশ শ্রবণ করবে, আর সে এটারই যোগ্য।

(সূরা ইনশিকাক, আয়াত নং ৪-৫)

লিখে দিতেন এবং বলতেন যে, এটা গর্ভবতী মহিলার রানে বেঁধে দিবে। এবং সন্তান হওয়ামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলবে। নতুবা নাড়ি-ভুঁড়ি বাইরে বের হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে।

১৮২. দুশমনের ক্ষতি হতে হেফাযতের জন্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : দুশমনের ক্ষতি থেকে হেফাযত এবং প্রশাসক দয়ালু হওয়ার জন্য ফজরের নামাযের পর একশতবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং يَا عَزِيْزُ সংখ্যা নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে পড়বে।

১৮৩. উদ্দেশ্যসাধনের জন্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সমস্ত উদ্দেশ্যে সফলতা এবং অন্তরের প্রশান্তি হাসিল হওয়ার জন্য لَا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ তিনশত বার পাঠ করবে। প্রথমে ও শেষে তিন পাঁচ বা সাতবার দুরূদ শরীফ পড়ে নিবে।

১৮৪. পুরোনো জ্বরের তাদবীর

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. পুরোনো জ্বরে আক্রান্ত রোগীর তাদবীর প্রসঙ্গে বলেন : চীনা মাটির সাদা তশতরীর উপর বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা লিখবে এবং বকরির দুধ তার উপর দোহন করবে। এবং গুলিয়ে

সকালবেলা অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করাবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট মঞ্জুর থাকলে শেফা লাভ হবে।

১৮৫. সব ধরনের অসুস্থতার জন্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সাধারণ অসুস্থতা বিশেষত ঐ সব রোগীর জন্য যাদের চিকিৎসার ব্যাপারে চিকিৎসকগণ অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহ সহ চীনা মাটির তশতরীর উপর লিখে পানিতে ধৌত করে একটানা চল্লিশ দিন সকালে পান করাতে হবে। আর সূরা ফাতিহার পর এ দু'আও লিখবে :

يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ فِيْ دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهٖ وَبَقَائِهٖ يَا حَيُّ

১৮৬. উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা থেকে বিরত রাখার জন্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যারা আওয়ারা হয়ে ঘুরে বা উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা করে, তাদের জন্য কাগজ বা তশতরীর উপর সূরা ফাতিহা লিখে পানিতে গুলিয়ে পান করানো উপকারী। ফোঁড়া, পাঁচড়া, যখম, ডায়রিয়া, কাঁপুনি জ্বর মোটকথা প্রত্যেক রোগের জন্য উপকারী।

১৮৭. দুষ্ট জ্বিনে আক্রান্ত ব্যক্তির তাদবীর

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন : দুষ্ট জ্বিন দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য আসহাবে কাহফের নামগুলো নিম্নে বর্ণিত শব্দে কাগজের উপর লিখে যে স্থানে অসুস্থ পুরুষ বা মহিলা আছে সেখানের দেয়ালে জায়গায় জায়গায় সেঁটে দিবে আর নিম্নে বর্ণিত নকশা একটি কাগজে লিখে রোগীকে দেখাবে। সে দেখতে ভয় পাবে বা অস্বীকার করবে কিন্তু জোরপূর্বক তার দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ করাতে হবে এবং জোরপূর্বক ঐ নকশাটি তাবীজ বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দিবে।

٨	٦	٤	٢
٢	٤	٦	٨
٦	٨	٢	٤
٤	٢	٨	٦

আসহাবে কাহফের নামগুলো এই

اِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ یَمْلِیْخَا مُکْسَلْمِیْنَا کَشْفُوْطُطْ طَلَبَیُوْنُسْ کَشَافُطْیُوْنُسْ اَذَرْفُطْیُوْنُسْ یُوَانُسْ بُوْسْ وَ کَلْبُهُمْ قِطْمِیْرُ وَ عَلَی اللهِ قَصْدُ السَّبِیْلِ وَ مِنْهَا جَائِرٌ وَّ لَوْ شَآءَ لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِیْنَ ـ وَصَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِه وَ أَصْحَابِه وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

১৮৮. দুশমনের অনিষ্ট হতে হেফাযত

মৌলভী নযর মুহাম্মাদ খান ছাহেব রহ. একবার আরয করলেন : হযরত! আমার দুশমন অনেক বেশি এবং তারা আমার রক্তপিপাসু। কোনো একটা আমল দিন, যাতে তারা অপদস্থ ও অকৃতকার্য হয়ে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : يَا مُؤْمِنُ পাঁচশত বার দৈনিক পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকবে।

১৮৯. দাঁত ব্যথার তাদবীর

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন : দাঁতে ব্যথা হলে

ہم ایک تم بتّیس + ہمری تمری کیسا ریس

কবিতাটি পাঠ করবে।

بتّیس এর ی কে মাজহুল পড়তে হবে। বুযুর্গানে দ্বীনের যবান থেকে যেভাবে শব্দ বের হয় আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দান করেন।

১৯০. সাধারণ অসুস্থতার জন্য

সাধারণ অসুখের জন্য হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. নিম্নে বর্ণিত আমল দিতেন :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

এরপর সুরিয়ানী হরফসমূহ অর্থাৎ [illegible] লিখে তাবীয বানিয়ে প্রার্থনাকারীর কাছে সোপর্দ করে দিতেন।

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর হযরতের অনুমতিক্রমেই মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব কান্ধলভী রহ. তাবীয লিখে কলমদানে রেখে দিতেন। দৈনিক পঞ্চাশ-ষাট বরং শতাধিক তাবীয বণ্টন হয়ে যেত। যারাই খানকাতে উপস্থিত হতেন, দুই-চারটি তাবীয সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। আর যার দরখাস্ত লেখার মাধ্যমে ডাকে আসত তাদের খামের মধ্যে তাবীয রেখে পাঠিয়ে দেয়া হতো।

আল্লাহ তা'আলার হুকুমে এর দ্বারাই হাজারো রোগীর শেফা হাসিল হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে।

১৯১. "ইয়া শাইখ আব্দুল কাদের" এর ওযীফা এবং তালিবে ইলমদের ওযীফা প্রসঙ্গে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ইলমে দ্বীনের সমতুল্য আর কোনো জিনিস নেই, যদি কারো নসীব হয়। যথাসাধ্য মেহনত করে পড়ালেখা কর। সব ওযীফাই ঠিক আছে। কিন্তু "ইয়া শাইখ আব্দুল কাদের' ওযীফাটিকে আমি জায়েয মনে করি না। এটাকে বর্জন কর।

আর ছাত্র যামানায় ওযীফা পাঠ করলে সবক কীভাবে ইয়াদ হবে? পড়ালেখার স্বার্থে ওযীফা স্থগিত রাখলেই ভালো। প্রয়োজনীয় ইলম শেখা হয়ে গেলে ফারেগ হওয়ার পর ওযীফা আদায় আরম্ভ করবে।

১৯২. যেহেনের জন্য ক্ষতিকর জিনিসসমূহ এবং যেহেন প্রখর করার ওযীফা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যেহেন ও স্মরণশক্তি মহান আল্লাহর দান। এর হেফাযত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য জরুরী। অতিরিক্ত পানি পান, মাসকালাই এর ডাল ও ঘন জিনিসসমূহ খাওয়া ক্ষতিকর।

যেহেনের প্রখতার জন্য একুশ বার সূরা ফাতিহা পড়ে পানিতে দম করে পান করুন।

১৯৩. উদ্দেশ্যসাধনের জন্য حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : তোমরা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্য পাঁচশত বার حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পাঠ করবে। চাই এক বৈঠকে হোক বা একাধিক বৈঠকে। কোনো শর্ত, পরহেয বা সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই।

১৯৪. যে গুনাহের গুনাহ হওয়ার বিষয়টা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত সেটাকে হালাল মনে করা কুফর

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে গুনাহ শরীয়তের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত সেটাকে হালাল মনে করা কুফর। এমন লোকের ব্যাপারে মারাত্মক আযাবের আশঙ্কা আছে।

১৯৫. ফেতনার সময় স্বামীর অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের বের হওয়া নাজায়েয

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সাজগোজ করে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া নিষেধ হওয়ার উদ্দেশ্য হলো ফেতনা দূর করা। যদি ফেতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে সর্বাবস্থায় বের হওয়া নিষেধ। চাই স্বামীর অনুমতি নিয়ে বের হোক অথবা অনুমতি ছাড়া। আর যদি ফেতনার আশঙ্কা না থাকে তবে স্বামী অনুমতি দিলে বের হতে পারবে। অনুমতি না দিলে বের হওয়া জায়েয নেই।

১৯৬. উভয় ঈদের মাঝখানে বিবাহ করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : উভয় ঈদের মাঝে বিবাহ করা সুন্নাত ও বরকত এর উপলক্ষ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত আয়েশা রাযি. এর সাথে শাওয়াল মাসে হয়েছে। আর হযরত আয়েশা রাযি. নিজ প্রিয়জনদের বিবাহ শাওয়াল মাসে করাতেন। অতএব এই বিবাহকে অশুভ মনে করা মূর্খতা ও ফাসেকী। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিরোধিতা ও শত্রুতা। এ জাতীয় কথা থেকে তাওবা করা উচিত। নতুবা সুন্নাত কাজকে খারাপ মনে করার দরুন কাফের হয়ে যাবে। আর এ জাতীয় কথা একমাত্র গণ্ডমূর্খ মানুষই বলতে পারে। কোনো আলেম ব্যক্তি এমন কথা বলতে পারে না।

১৯৭. ‘মিথ্যার সম্ভাবনা’ কথাটার মর্ম

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ‘মিথ্যার সম্ভাবনা’ এই অর্থে যে, আল্লাহ তা‘আলা যা কিছুর নির্দেশ দিয়েছেন সেটার বিপরীত করার ব্যাপারে তিনি সক্ষম কিন্তু নিজস্ব এখতিয়ারে তিনি সেটা করবেন না। এটাই বান্দার (আমার) আকীদা। এবং এই আকীদার ওপর কুরআন শরীফ ও সহীহ হাদীস সাক্ষী। উম্মতের আলেমদের আকীদাও এটাই।

উদাহরণস্বরূপ ফেরআউনের ব্যাপারে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর ধমক এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ফেরআউনকে জান্নাতে প্রবেশ করাতেও সক্ষম। যদিও (এটা ভিন্ন কথা) তিনি কখনো তাকে জান্নাত দিবেন না।

বর্তমানে আলোচ্য মাসআলা এটাই। বান্দার (আমার সাথে সংশ্লিষ্ট) সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের মতোও এটাই। যদিও দুশমনরা এটাকে বিকৃত করে প্রচার করে।

১৯৮. প্রচলিত মজলিসে মিলাদের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : প্রচলিত মিলাদ-মাহফিলটাই একটি বিদআত। আর এখানে কিয়াম করাটাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে করাটাও ভ্রষ্টতাপূর্ণ বিদআত। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিলাদ-মাহফিলে হাযির জানাও প্রমাণিত নয়। আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেই কেবল তিনি এ মাহফিল সম্পর্কে জানেন তবে এটা শিরক হবে না। নতুবা শিরক হবে।

আলেম-উলামা ও বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সাক্ষাতের সময় হাতে চুমো দেয়া মুবাহ। আর আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট দু‘আ চাওয়া এটা একটা মতভেদপূর্ণ মাসআলা। যাদের মতে سَمَاعِ مَوْتٰى বা মৃত ব্যক্তির জীবিতদের কথা শোনা প্রমাণিত তাদের মতে জায়েয। আর যাদের মত عَدَمِ سَمَاعْ বা মৃতব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পায় না, তাদের মতে এটা অনর্থক কাজ। আবার কেউ কেউ বলেন : এভাবে দু‘আ চাওয়া যেহেতু সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয় অতএব এটা বিদআত। আমি অধমের মতে মতভেদপূর্ণ মাসআলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া মুশকিল। অবশ্য আমি চূড়ান্ত সতর্কতা তথা এটাকে বিদআত বলাটাই পছন্দ করি।

১৯৯. প্লেগ মহামারি ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়লে নামায বা আযানের বিধান

প্লেগ, মহামারি ইত্যাদি অসুখ-বিসুখ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে সে সময় তা থেকে বাঁচার জন্য যে বিশেষ ধরনের নামায আদায় করা হয়, তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ঐ সময় আযান দেয়ার কথাও কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না।

এ জন্য আযান বা জামাআতের সাথে নামায আদায় করাকে এ জাতীয় ক্ষেত্রে ছাওয়াবের কাজ, সুন্নাত বা মুস্তাহাব মনে করা বাস্তবতা পরিপন্থী।

২০০. প্রচলিত মিলাদ এবং ফাতেহাখানীর বিধান

প্রচলিত মিলাদ বিদআত ও মাক্রূহে তাহরীমী। আর কিয়াম করাও বিদআত। দাড়িবিহীন সুশ্রী বালকের মাধ্যমে গজল গাওয়ানো ফিতনার আশঙ্কার দরুন মাকরুহ। আর প্রচলিত ফাতেহাখানীও বিদআত। তৃতীয় দিন, দশম দিন, চল্লিশা ইত্যাদি নির্ধারিত দিনে ঈসালে ছাওয়াব করাও বিদআত। এভাবে দিন-তারিখ নির্ধারিত করলে হিন্দুদের সাথে সাদৃশ্য হয়। কারো সাথে সাদৃশ্য না হলে মূল ঈসালে ছাওয়াব জায়েয।

২০১. ওলী আউলিয়ার কবর তাওয়াফ করার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আল্লাহর ওলীগণের কবর তাওয়াফ করা হারাম। বাইতুল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর তাওয়াফ করা জায়েয নেই। যেখানে মসজিদের তাওয়াফের ক্ষেত্রেই কুফরের আশঙ্কা সেখানে কবরের তাওয়াফের দ্বারা তো কাফের হওয়া নিশ্চিত। কোনো আলেম বা দরবেশ কবরের তাওয়াফ করলে তাকে ফাসেক মনে করতে হবে। তার কথা বা কাজকে কখনো গ্রহণ করা যাবে না। এবং এই কাজটিকে হারাম জেনে এর থেকে বেঁচে থাকবে।

২০২. মৃত ব্যক্তির সাথে সামানা নিয়ে যাওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মৃত ব্যক্তির (লাশ দাফনের সময় কবরে দেয়ার জন্য কোনো প্রকার খাদ্য-সামগ্রী বা অন্য কোন সামানা নিয়ে যাওয়া ইহুদী-খ্রিস্টান-হিন্দু তথা বিধর্মীদের রীতি।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত"। (সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং ৪০৩১)

অতএব কাফেরদের কোনো প্রথা অনুসরণ করলে সে কাফেরদের মধ্যেই গণ্য হবে।

মৃত ব্যক্তির সাথে সামানা নিয়ে যাওয়া ইসলামের সোনালী তিন যুগে প্রমাণিত নেই বরং এটা কাফেরদের কাজ। অতএব এটা করা বিদআত ও গুনাহ। কস্মিনকালেও জায়েয নেই।

কাফেরদের সাথে সামান্যতম সাদৃশ্য অবলম্বন করতেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ কাজটাকে প্রত্যাখ্যাত জেনে এটা বর্জন করা ওয়াজিব।

২০৩. বুযুর্গানে দ্বীনের কদমবূসী করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বুযুর্গানে দ্বীনের কদমবূসী করা যদিও জায়েয আছে কিন্তু অনুত্তম। এতে সাধারণ মানুষ ফেতনার শিকার হয়ে যায়। এ জন্য এটা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

২০৪. ইয়া মুরশিদুল্লাহ বলা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : 'ইয়া মুরশিদুল্লাহ' জাতীয় শব্দ মূর্খ মানুষের আবিষ্কৃত শব্দ। সালামের পরিবর্তে তারা বলে। কাজেই এটা বিদআত।

'মুরশিদুল্লাহ' বাক্যটির একটি অর্থ এটাও যে, তুমি আল্লাহর মুরশিদ!! নাউযুবিল্লাহ। যদিও বাক্যটির অন্য সঠিক অর্থও আছে। সুতরাং যে বাক্যটির ভালো-মন্দ উভয় অর্থ হতে পারে সেটা বলা নিষেধ।

এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নেই। যেমন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا

অর্থাৎ "তোমরা رَاعِنَا শব্দ বলবে না এবং তোমরা বলবে আমাদের প্রতি লক্ষ রাখুন। (সূরা বাকারাহ, আয়াত নং : ১০৪)

رَاعِنَا শব্দের একটি আছে ভালো অর্থ, যেটা মুসলমানরা উদ্দেশ্য করত। আরেকটা অর্থ ছিল খারাপ যেটা ইহুদীরা উদ্দেশ্য করত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা এমন শব্দ ব্যবহার করবে না। নির্ভেজাল ভালো অর্থবোধক শব্দ বলবে।

সারকথা এটাই যে, 'মুরশিদুল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করা জায়েয নেই।

২০৫. আখেরী চাহার শোম্বার কোনো ভিত্তি নেই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আখেরী চাহার শোম্বার কোনো ভিত্তি নেই। বরং ঐ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুখ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল, যদ্দরুন ইহুদীরা আনন্দ করেছিল। এখন সেটা হিন্দুস্তানের মূর্খ লোকদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। নাউযুবিল্লাহ।

আখেরী চাহার শোম্বা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সফর মাসের শেষ বুধবার। এ ব্যাপারে এই ভুল বিশ্বাসটি প্রসিদ্ধ যে, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর মাসে অসুস্থ হয়েছিলেন। আর শেষ বুধবার সুস্থ হওয়ার কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করেছিলেন।

এ কারণেই কেউ কেউ এ কবিতা বানিয়েছে

آخری چہار شنبہ آیا ہے
غسل صحت نبی نے فرمایا ہے

আখেরী চাহার শোম্বা এসেছে। সুস্থাতার গোসল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন!!

২০৬. তারাবীহতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হযরত ক্বারী আসেম রহ. যাঁর কিরাআত হিন্দুস্তানে পড়া হয় এবং কুরআনে কারীমের মুদ্রিত কপিগুলো তাঁর কিরাআতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিসমিল্লাহ প্রতিটি সূরার অংশ। এ জন্যই তাঁর নিকট প্রত্যেক সূরার ওপর যে বিসমিল্লাহ লেখা আছে সেটা উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. এর মাযহাব হচ্ছে এই যে, বিসমিল্লাহ কুরআন শরীফের একটি আয়াত। এটাকে যেকোনো এক স্থানে উচ্চস্বরে পাঠ করা উচিত। অতএব যারা হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করেন, তারা একবার উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ে থাকেন সূরা নামলের বিসমিল্লাহ ব্যতীত। কেননা, এই বিসমিল্লাহ কোনো সূরার অংশ নয় বরং সূরা নামল-এর একটি স্বতন্ত্র আয়াত (আয়াত নং : ৩০)। ইমাম আবু হানীফাহ রহ. এর নিকট যেকোনো সূরার সাথেই বিসমিল্লাহ (উচ্চস্বরে) পড়তে পারে। এজন্য কোনো সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। আর যদি ক্বারী আসেম রহ. এর কিরাআতের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে চায়, তাহলে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়া উচিত।

২০৭. "অন্তরের উপস্থিতি ব্যতীত নামায হয় না" কথাটার মর্ম

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : لَا صَلٰوةَ إِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ বা অন্তরের উপস্থিতি ব্যতীত নামায হয় না। এখানে 'হুযূরে কলব' বা অন্তরের উপস্থিতি কথাটা ব্যাপক। আর ব্যাপক কথার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে এই যে, যদি এর সামান্য থেকে সামান্য অংশবিশেষও পাওয়া যায়, তাহলে নির্দেশ পালন হয়ে যায়।

অতএব সর্বনিম্ন পর্যায়ের উপস্থিতি এই যে, আমি নামায পড়ছি। তাকবীরে তাহরীমা বলছি। এক রোকন থেকে আরেক রোকনে যাচ্ছি। এই অনুভূতি অন্তরে থাকা। এর দ্বারা ফরয আদায় হয়ে যাবে।

২০৮. মূর্খদের সাথে তর্কে জড়াবেন না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মূর্খ মানুষের সাথে কখনো তর্কে জড়াতে নেই। নিজ আকীদা ও আমলের উপর অটল থাকা চাই।

২০৯. যে হাফেয ছাহেব কুরআনের তরজমা জানেন, আর যে জানেন না তাদের পার্থক্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে হাফেয ছাহেব কুরআনের অর্থ জানেন তাঁর মর্যাদা ঐ হাফেযের চেয়ে বেশি যিনি অর্থ জানেন না। আর পুরো কুরআন ভুলে যাওয়া মারাত্মক গুনাহ। যদি এটা তার গাফলতী ও

অমনোযোগিতার কারণে হয়। আর যদি কোনো অপারগতা বা অসুখের কারণে হয় তাহলে সমস্যা নেই।

২১০. পত্র মারফত বাইআত গ্রহণ

জনৈক মুরীদের চিঠির উত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. লিখেন : বাইআতের আবেদন সম্বলিত আপনার চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। তো আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের উপর বাইআত করছি। প্রতিটি কাজ শরীয়ত অনুযায়ী করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও অন্যান্য ফরয আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান থাকবেন। সময়-সুযোগ হলে আমার এখানে আসতে পারেন। কোনো অসুবিধা নেই। নতুবা বর্তমান যুগে মহব্বতের ক্ষেত্রে সবাই একই রকম। ওযীফার প্রয়োজন থাকলে অন্য সময় বলে দেয়া হবে।

২১১. পত্র মারফত নিজ শাইখের পক্ষ থেকে বাইআতগ্রহণ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. জনৈক পত্রপ্রেরকের উদ্দেশ্যে লিখেন : আজকে আপনার জবাবী চিঠি এসেছে। যদিও আমি বাইআতগ্রহণের উপযুক্ত নই কিন্তু আপনার দরখাস্তের কারণে আমার মুরশিদ হযরত রহ. এর পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করে আপনাকে সিলসিলার মধ্যে দাখেল করছি। আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায খুব মনোযোগের সাথে এবং সময়মতো জামাআতের সাথে আদায় করবেন। শরয়ী নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকবেন। এবং সুন্নাত অনুযায়ী লেনদেন করবেন। এটাই বাইআতের সারকথা। এ জন্যই মানুষ বাইআত হয়।

২১২. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. এর বংশের আকীদাসমূহকে হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর সহীহ বলা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমি হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বংশে বাইআত। এবং এ বংশেরই শিষ্য। তাঁদের আকীদা এবং তাহকীকসমূহকে আমি সঠিক মনে করি। কিন্তু মানুষ হিসেবে কোনো ভুল হয়ে গেলে সেটা কথা ভিন্ন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছাহেব রহ. এর 'তানবীরুল আইন' শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. এর তাফসীর 'ইকদুল জীদ' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আর মাওলানা

মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ রহ. এর 'তাকবিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থ দ্বারাই এই বংশের আকীদাসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২১৩. বিদআতী পীরের বাইআত প্রত্যাহার করা ওয়াজিব

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি কেউ কারো নিকট মুরীদ হয় আর পরে জানতে পারে যে, ঐ পীর বিদআতী। যার নিকট বাইআত থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তাহলে ঐ পীরের বাইআত প্রত্যাহার করা ওয়াজিব। বাইআত প্রত্যাহার না করলে গুনাহগার হবে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

اَلْمَرْأُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

অর্থাৎ "যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথেই থাকবে"।

(তিরমিযী শরীফ, ২ : ৬১ আবূ দাউদ শরীফ ২:৩৫১)

সুতরাং যদি বিদআতীকে মহব্বত করে তাহলে তার সাথেই থাকবে। অথচ বিদআতী ব্যক্তিকে মহব্বত করা হারাম। আর ঐ পীর যেহেতু ভণ্ড, এ জন্য তার দ্বারা মুরীদের ফায়েদাও হবে না। এ মুরীদের কর্তব্য হচ্ছে অন্য কোনো খাঁটি পীরের নিকট মুরীদ হয়ে যাওয়া।

আর কেউ যদি প্রথম পীর থেকে উপকার লাভ হওয়া সত্ত্বেও বাইআত প্রত্যাহার করে অন্য কারো নিকট মুরীদ হয়ে যায়, তাতেও কোনো গুনাহ হবে না।

পীরের মুরীদী হলো বন্ধুত্বের মতো। যাকে ভালো লাগে মানুষের উচিত, তাঁর সাথে দ্বীনী বন্ধুত্ব স্থাপন করে নেয়া। এতে গুনাহের কিছু নেই। অবশ্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত কোনো খাঁটি পীরকে বিনা কারণে পরিত্যাগ করা ভালো নয়। এ জাতীয় মুরীদদের প্রতি আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের নেক নজর থাকে না। এ জন্য তার ফায়েদা হাসিল হয় না। নতুবা এটা কোনো গুনাহ নয়।

সূফী মাশায়িখবৃন্দ তাসাওউফের গ্রন্থসমূহে এ ব্যাপারে লিখেছেন। আর প্রথম পীরকে ছেড়ে দেয়া কুফর এমন কথা কেউ লিখেননি। এটা কোনো মূর্খ নির্বোধের উক্তি হবে। যে নিজের দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে এ ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছে। এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।

পূর্ববর্তী মাশায়িখ হাযারাত দুই-তিন জন বরং আরো বেশি পীর ছাহেবদের নিকট বাইআত হয়েছেন। সিলসিলার গ্রন্থসমূহ থেকে এমনটিই বুঝে আসে। অথচ ঐ মূর্খের ফালতু কথা অনুসারে সবাইকে কাফের বলতে হয়, নাউযুবিল্লাহ।

২১৪. প্রয়োজনের সময় শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী আমল করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সব মাযহাবই হক। প্রয়োজনের সময় শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী আমল করলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সেটা যেন মনের চাহিদাপূরণের জন্য না হয়। অপরাগতা বা শরয়ী প্রমাণের ভিত্তিতে হলে কোনো অসুবিধা নেই। প্রত্যেক মাযহাবকে হক মনে করবে। কারো সমালোচনা করবে না। সকলকে নিজের ইমাম মনে করবে।

২১৫. তাকলীদে শাখছী বা ব্যক্তির অনুসরণের তাহকীক

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের মধ্যে নিজ রাসূলের অনুসরণকে ফরয সাব্যস্ত করেছেন, এ ছাড়াও বিভিন্ন হাদীস এর ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর এটা সর্বস্বীকৃত একটি কথা যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ তারাই করতে পেরেছেন যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। নতুবা খেদমতে উপস্থিতি ছাড়া অনুসরণ কীভাবে হতে পারে?

এ জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন :

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ "আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্রতুল্য। তোমরা যাকেই অনুসরণ করো না কেন হেদায়েত পেয়ে যাবে"।

(জামিউ বয়ানিল ইলম, হাদীস নং ১৬৮৪)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন :

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থাৎ "তোমরা আহলে ইলমকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জেনে থাক"। (সূরা নাহল : ৪৩)

অতএব পরবর্তীদের জন্য পূর্ববর্তীদের জিজ্ঞেস করাকে আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের নিকট তাবেয়ীগণ পড়েছেন। আবার তাবেয়ীদের নিকট তাবে তাবেয়ীনরা পড়েছেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত বাণী :

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

সর্বোত্তম যমানা হলো আমার যমানা অতঃপর যাঁরা তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর যাঁরা তাঁদের নিকটবর্তী। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫২)

উদ্দেশ্য হলো এই তিনটি যুগ হলো সর্বোত্তম যুগ। তোমরা এদের নিকট থেকে আমার পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ কর। কেননা ইলম ও আমলের কারণেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব। আর ইলম ও আমলে যিনি শ্রেষ্ঠ হন তিনিই অনুসরণীয় ব্যক্তি হন।

অতএব যাঁরা সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকারী, তাঁদের জন্য দ্বীনে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে অতঃপর তাবেয়ীদের থেকে শেখা ফরয হলো। এভাবে যুগের পর যুগ ধরে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন :

بَلِّغُوْا عَنِّيْ

"তোমরা আমার কথাগুলো পৌঁছে দাও।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬১)

সুতরাং প্রত্যেক যুগে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে দ্বীনের তাহকীক এবং ইলমে নববী শেখা ফরয প্রমাণিত হলো।

কেননা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ ব্যতীত পরবর্তীগণ কখনো দ্বীন পেতে পারে না। এখন আসমানী ওয়াহী আসা বন্ধই হয়ে গেছে। কারো কথা মানা এবং তাকে সত্যবাদী জেনে আমল করার অর্থই হলো 'তাকলীদ'।

এতটুকু কথা মুকাল্লিদ-গাইরে মুকাল্লিদ সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু গাইরে মুকাল্লিদগণ শুধু শব্দসমূহের তাকলীদ করেন। অর্থসমূহ নিজেদের পক্ষ থেকে সংযোজন করেন, চাই সেটা দ্বীনের মুতাবেক হোক অথবা বিরোধী।

সুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যাঁরা আরবী জানতেন। স্বীয় মাতৃভাষার গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কেও জানতেন। তাঁরাও কুরআন-হাদীসের মর্ম সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং পরস্পর মুযাকারার মাধ্যমে তাহকীক করতেন।

প্রসিদ্ধ কথা যে, হযরত উমর ফারুক দশ বছরে সূরা বাকারাহ শিখেছেন। তাঁরা কি অর্থ পড়তেন নাকি শব্দ? তাঁদের শব্দ পড়ার কোনো প্রয়োজন ছিল কি? আসলে তাঁরা তাফসীর তথা অর্থ বা মর্ম পড়েছেন।

এভাবে তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং সকল আলেমের জন্য মর্মের তাকলীদ বা অনুসরণ জরুরী সাব্যস্ত হলো।

শুধু গুটিকতক মূর্খ মানুষের তাকলীদের প্রয়োজন নেই, যারা পূর্ববর্তীদের শুধু শব্দসমূহ দেখে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করে।

সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ও তাবেয়ীনে ইযাম কুরআনে কারীমের বাহ্যিক সংঘর্ষপূর্ণ বিষয়বস্তুসমূহ ও দুর্লভ আভিধানিক শব্দসমূহের তাহকীক করতেন।

যাই হোক, শব্দ ও মর্ম উভয়টির তাকলীদ দ্বীনের মধ্যে ওয়াজিব। সুতরাং যদি কেউ কোনো আলেম তাবেয়ীর তাকলীদ করে তাহলে যেন সে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই তাকলীদ করল।

কাজেই ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর তাকলীদ বা ইমাম শাফেয়ী রহ. প্রমুখের তাকলীদ মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই তাকলীদ। কারণ এ সকল আলেম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যম মাত্র। আর খোদ কুরআন-হাদীসেই তো সুস্পষ্টভাবে তাঁদের তাকলীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাকলীদ, সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদ ব্যতীত এবং সাহাবায়ে কেরামের তাকলীদ, তাবেয়ীনদের তাকলীদ ব্যতীত অসম্ভব এবং এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে।

আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে চার ইমামের তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার

অর্থ কী? এটাই কি উদ্দেশ্য যে, কুরআন শরীফ বা হাদীস শরীফে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. প্রমুখের নাম নিয়ে বলা হবে যে অমুক ইমামের তাকলীদকে তোমরা ওয়াজিব মনে করবে। উদ্দেশ্য যদি এটাই হয়, তাহলে এটা মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বুখারী শরীফ বা মুসলিম শরীফের শব্দসমূহের তাকলীদের কথা কোন্ আয়াত বা হাদীসে স্পষ্ট করে বলা আছে?

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত কার নাম নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে?

আল্লাহ না করুন যদি কেউ বলেন যে আমরা শুধু أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ তথা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যেহেতু নক্ষত্রতুল্য, তাই তাঁদেরই তাকলীদ করব অন্য কারো নয়! তার উত্তরে আমরা বলব : আপনি ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ বা "এরপর উত্তম যমানা হলো যারা সাহাবায়ে কেরামের নিকটবর্তী" এবং اَهْلُ الذِّكْرِ বা আহলে ইলমদের জিজ্ঞেস করো (সূরা নাহল, আয়াত নং : ৪৩) আয়াতের ব্যাপকতার মধ্যে কী অনিষ্টতা দেখলেন? যে এ সকল ক্ষেত্রেও নাম নির্ধারণ করার প্রয়োজন হলো? আপনারা যদি ইমামদের নাম সম্বলিত নস কামনা করেন, তাহলে আমরাও বলবো, সাহাবায়ে কেরাম নাম সম্বলিত ভিন্ন ভিন্ন "নস" উত্থাপন করুন। সাথে সাথে বুখারী, মুসলিম প্রমুখ হাদীসের ইমামগণের নাম সম্বলিত হাদীস উপস্থাপন করুন, যাতে তাকলীদে শাখছীর কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। (সংক্ষেপিত)

২১৬. মাহরাম মহিলার সাথে বিবাহকারীর বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের কোনো মাহরাম (এমন মহিলা যাকে বিবাহ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য হারাম) মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে ব্যভিচারী। তাকে শাস্তি দিতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান তার জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করবে সেটাই সঠিক বলে বিবেচিত হবে। এমনকি যদি হত্যাও করে ফেলে তবুও ঠিক আছে।

কিন্তু ঐ 'শরয়ী হদ্দ' যা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয় অর্থাৎ বিবাহিত হলে প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা আর অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত তা এখানে প্রযোজ্য হবে না।

এর প্রমাণ হলো ঐ হাদীস যা আবূ দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. বলেন : একবার আমার চাচার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। ঐ সময় তাঁর হাতে একটি পতাকা ছিল। (যেটা কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার নিশান ছিল) আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোথায় যেতে চাচ্ছেন? তখন তিনি বললেন : আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে! এ জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তার শিরোচ্ছেদ করার এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার।

দেখুন স্বয়ং শরীয়তপ্রণেতা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনায় 'শরয়ী হদ্দ' কার্যকর করেননি বরং প্রচণ্ড শাস্তি দিয়েছেন।

অতএব ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর সমালোচনা কেন? তিনি তো হাদীসের উপরই আমলকারী। দূর দৃষ্টিসম্পন্ন হলে কেউ আর আপত্তি উত্থাপন করবে না।

২১৭. দাহ দর দাহ বা দশ বর্গগজ হাউজ : মাসআলাটার তাহকীক

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন : 'দাহ দর দাহ' দশ বর্গগজ হাউজ এই তাহকীক কস্মিনকালেও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর নয়।

(দেখুন মুসতাফা, মি'য়ারুল হক ও ইযাহুল হক ইত্যাদি গ্রন্থ) অন্য কোনো মুহাক্কিক হানাফী আলেমেরও নয় বরং পরবর্তী যুগের কোনো ফকীহ সাধারণ মানুষের বুঝার সুবিধার জন্য একটি সীমারেখা তথা ১০ গজ দৈর্ঘ্য, ১০ গজ প্রস্থ ও ১০ গজ গভীর পুকুর বা হাউজ জারী বা প্রবাহিত পানির হুকুমে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আর এটাও এ কারণে যে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা قُلَّتَيْنِ বা বড় দুই মটকার যে সীমারেখা বুঝে আসে সেটা কোনো শব্দ দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং কথার মর্মার্থমাত্র। এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) শরীয়তের মূলনীতির আলোকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত মত এর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য এই দশ বর্গগজের ফয়সালা দেয়া হয়েছে সতর্কতার খাতিরে।

এ জাতীয় ক্ষেত্রে হাদীস তালাশ করা একটি অর্থহীন মূর্খতাপূর্ণ কাজ। যদি প্রসিদ্ধ ইমাম যেমন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রথমে কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা বিষয়টিকে প্রমাণিত করতেন তাহলেই কেবল দশ বর্গগজের হাদীস জানতে চাওয়া সমীচীন হতো।

বি : দ্র : 'দাহ দর দাহ' এটা একটি ফিকহী পরিভাষা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ হাউজ বা পুকুর যা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ও গভীরতায় দশ বর্গগজ। আসলে হানাফীদের নিকট যদি বড় পুকুরের এক পার্শ্বে নাপাকী পড়ে যায়, তাহলে অপর পার্শ্বে উযু করা জায়েয আছে।

এখন বড় পুকুর কোনটি? এর সীমারেখার ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি ও মন্তব্য ফিকহ গ্রন্থসমূহে আছে। যার মধ্যে একটি এটাও যে, ঐ পুকুর এবং হাউজ দশ বর্গগজ করে হতে হবে। অর্থাৎ সবদিক দিয়ে দশ গজ করে হবে। এ মতটি সাধারণ মানুষের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে অবলম্বন করা হয়েছে। [সংকলক]

২১৮. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : প্রথমে এ মাসআলার হাকীকত শুনুন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন : [যেমনটি মোল্লা আলী ক্বারী রহ. এর শরহুল ফিকহিল আকবারে আছে,] "ঈমানের অংশসমূহের বৃদ্ধি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তো হয়েছে। সেটা এভাবে যে, একটি আয়াত বা বিধান নাযিল হয়েছে আর মুসলমানগণ সেটাকে কবূল করেছেন। এরপর আরেকটি বিধান এসেছে সেটা মান্য করে ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর আরেক বিধান এসেছে এবং সেটা কবূল করে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় আয়াত ও বিধি-বিধান বাড়তে থাকত, ঈমানও বাড়তে থাকত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর শরীয়তের বিধি-বিধান খতম হয়ে যায়। ঈমানেরও একটি নির্ধারিত সীমারেখা স্থির হয়ে গেল। এখন উল্লিখিত অর্থে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না।

এ সমস্ত বিধানের পর যদি কেউ (নিজের পক্ষ হতে) অতিরিক্ত কোনো বিধান চালু করে তাহলে সেও কাফের। আর যে ব্যক্তি শরীয়তের যে কোনো একটি বিধানকে অস্বীকার করে সেও কাফের।

এই অর্থ অনুসারে ঈমানদার মুসলমানগণ, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) এবং সমস্ত ফেরেশতাদের ঈমান সমান। কেননা, যেসব বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যেসব ব্যাপারে ঈমান আনা ফরয। মুমিনগণ, ফেরেশতা ও নবীগণ (আ.) সকলেই সেগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করেছেন। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ

অর্থাৎ "রাসূল ঈমান এনেছেন ঐ সব জিনিসের উপর যা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ঈমানদারগণও"।

(সূরা বাকারাহ : ২৮৫)

মোটকথা, ঈমান এর উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর সমস্ত বিধি-বিধানকে মান্য করা। এর মধ্যে সাধারণ মুমিন, নবীগণ, জিব্রীল আলাইহিস সালাম প্রমুখ সমস্ত ফেরেশতা বরাবর।

অবশ্য সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত এর পার্থক্য আছে। কম-বেশির অবস্থা, শক্তি দুর্বলতার তারতম্য আছে। সেটা সবার এক রকম নয়।

এখন এই আকীদা কি কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত থেকে বের হয় নাকি হয় না? কে এটার অস্বীকারকারী হতে পারে? হিংসুকদের যদি চোখ বন্ধ থাকে তাহলে কে কী করবে?

আর স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে কথাটির ব্যাখ্যা স্পষ্ট। যেহেতু তিনি বলেছেন :

إِيْمَانِيْ كَإِيْمَانِ جِبْرِيْلَ وَلَا أَقُوْلُ مِثْلَ إِيْمَانِ جِبْرِيْلَ

অর্থাৎ "আমার ঈমান হযরত জিব্রীল (আ.) এর ঈমানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি এ কথা বলি না যে হযরত জিব্রীল (আ.) এর ঈমানের মতো।"

কারণ হলো 'মুমাছালাত' বা সমতুল্য হওয়া তখনই সম্ভব যখন সর্ব দিক দিয়ে বরাবর হবে। আর এটা তো এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। যেমনটি বলাই বাহুল্য। বরং এ ক্ষেত্রে শুধু সাদৃশ্য উদ্দেশ্য।

ফারসী পড়ুয়া ব্যক্তিরা জানেন যে, প্রেমাস্পদকে সাইপ্রাস গাছ এর সাথে তুলনা করা হয়, এখানে শুধু সুঠাম দেহের তুলনা উদ্দেশ্য। সর্ব ক্ষেত্রে শরীক হওয়া বা সমতুল্য হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

মোদ্দাকথা হলো এটা আবূ হানীফা (রহ.) এর ব্যাপারে একটা বিদ্বেষমূলক কথা। নতুবা এটা বোঝা কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। (সংক্ষেপিত)

২১৯. নাভির নিচে হাত বাঁধার প্রমাণ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আবূ দাউদে শরীফে বর্ণনা আছে :

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اَلسُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِي الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

অর্থাৎ আবূ জুহাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রাযি. বলেছেন : সুন্নাত হলো নামাযের মধ্যে হাতকে নাভির নিচে বাঁধবে। (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ৭৫৬)।

আর সুন্নাত তো বলা হয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকে।

অতএব এ বর্ণনার দ্বারা নাভির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল। এটাকে অস্বীকার করা গোঁড়ামি বৈ কিছুই নয়।

বি : দ্র : হাদীসটি আরো পাবেন আবূ দাউদ শরীফ, ২ : ৩২৩; মুসনাদে আহমাদ, ১ : ১৭৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ১ : ৪২৭; ও সুনানে কুবরা বাইহাকীতে, ২ : ৩১

২২০. তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে হাত না উঠানোর ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : এটা প্রমাণিত যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত উঠাননি।

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَلَا أُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ فَصَلّٰى وَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ وَ فِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى: حَدِيْثُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِه يَقُوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন : আমি কি তোমাদের এমন নামায পড়াব না যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছিলেন? অতঃপর তিনি নামায পড়লেন এবং শুধু প্রথমবার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি হাত উঠাননি।

এ অধ্যায়ে হযরত বারা বিন আযেব রাযি. থেকেও বর্ণনা আছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন : "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসটি 'হাসান' হাদীস। এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের রাযি. মধ্যে একাধিক আহলে ইলম ও তাবেয়ীদের মতও এটিই। আর এটাই সুফিয়ান ছাওরী ও কূফাবাসীরও অভিমত"।

এ হাদীসটাকে ইমাম তিরমিযী রহ. এর ন্যায় বরেণ্য মুহাদ্দিসের 'হাসান' বলাটা এ কথারই প্রমাণ যে, এ হাদীস এর মধ্যে দুর্বলতা নেই।

আর তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্র যথা রুকু-সেজদা ইত্যাদিতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'রফয়ে ইয়াদাঈন' বা উভয় হাত উত্তোলন না করা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. ও হযরত বারা বিন আযেব রাযি. এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

আর শুধু এ দুজন সাহাবীই নয় বরং আরো অনেক সাহাবী রাযি. থেকেও এ মর্মে বর্ণনা আছে যে, তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত উঠানো ঠিক নয়।

আর এটা তো বলাই বাহুল্য যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নামায পড়ার অর্থ এটাই যে, যেমনভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন এবং যে কাজ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মধ্যে যেভাবে করেছেন, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. সে সবকিছুই আমলী মশকের মাধ্যমে করে দেখিয়েছেন।

সুতরাং এখন তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও যে হাত উঠানোর নিয়ম নেই এর মধ্যে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকল কি?

এদিকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর পনেরোশত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কূফা শহরে আগমন করেছেন। এর দ্বারা বাহ্যিকভাবে এটাই বুঝে আসে যে, হাত না উঠানোর ব্যাপারে কূফাবাসীর যে

মাযহাব ছিল নিশ্চয়ই কূফায় অবস্থানকারী অধিকাংশ সাহাবীর রাযি. অভিমতও তা-ই ছিল। কেননা, কূফাবাসী তাবেয়ীগণ ঐ সব সাহাবীদের রাযি. থেকেই দ্বীন শিখেছিলেন।

এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও সেটাকে অস্বীকার করা নফসের চাহিদাপূরণ বৈ কিছুই নয়।

অতএব সাধারণ মুসলমানদের ঐ সব কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করাই উচিত নয়।

বি : দ্র : আরো দেখুন : মুসনাদে আহমাদ, **১ : ৬৪১**; নাসায়ী শরীফ, **১ : ১২০**; আবূ দাউদ, **১ : ১০৯**

২২১. অনুচ্চস্বরে 'আমীন' বলার প্রমাণ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : অনুচ্চস্বরে 'আমীন' বলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত।

হাকিম নিশাপুরী রহ. তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

অর্থাৎ হযরত ওয়ায়েল বিন হুজুর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছেন। যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তিলাওয়াত করেছেন। তখন 'আমীন' বলেছেন এবং আমীন বলার জন্য স্বীয় আওয়াজকে নিচু করেছেন। (তিরমিযী শরীফ, ১ : ৫৮; মুসতাদরাকে হাকেম, ২ : ২৫)

এ হাদীসে পাকের মাধ্যমে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুচ্চস্বরে আমীন বলা প্রমাণিত হলো।

এরপরও এটাকে অস্বীকার করা গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়।

এ ব্যাপারে আরো বর্ণনা আছে। অতএব কারো মনের মধ্যে কোনো ধরনের সংশয়-সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

২২২. মুকতাদীর জন্য ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া নিষেধ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই ইমাম এ জন্য বানানো হয়েছে যাতে তাঁর ইকতিদা বা অনুসরণ করা হয়। সুতরাং যখন ইমাম তাকবীর বলবেন তখন তোমরাও তাকবীর বলবে আর যখন তিনি কুরআন শরীফ পড়বেন তখন তোমরা চুপ থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১ : ১৭৪)

আর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেছেন :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا

"আর যখন কুরআন পড়া হবে তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং খামোশ থাকবে"। (সূরা আরাফ, আয়াত নং : ২০৪)

যেহেতু কুরআন শরীফ ও সহীহ হাদীস দ্বারা মুকতাদীর ইমামের পেছনে খামোশ থাকা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এরপরও এ ব্যাপারে 'কিন্তু' 'কেন' করা ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ পাকই পথপ্রদর্শক।

২২৩. যোহর নামাযের সময়ের ব্যাপারে আহনাফের দলীল

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সহীহ বুখারীর হাদীস : অর্থাৎ হযরত আবূ যর গিফারী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম যখন মুআযযিন ছাহেব আযান দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঠাণ্ডা হতে দাও। কিছুক্ষণ পর যখন মুআযযিন ছাহেব পুনরায় আযান দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : ঠাণ্ডা হতে দাও। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আযান দেয়ার ইচ্ছা করলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "ঠাণ্ডা হতে দাও এমনকি ছায়া টিলাসমূহের সমান সমান হয়ে যাবে"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৫)

শুনুন, টিলার ছায়া যখন টিলার সমান হয়ে যায়, তখন ছায়া এক মিছিলের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়। যার মনে চায় সে চাক্ষুষ দেখে নিক এক মিছিলের পরও যেহেতু সময় অবশিষ্ট ছিল তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় নামায পড়েছেন।

এই সহীহ বর্ণনার পরও হানাফীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

২২৪. পত্রযোগে বাইআত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. একটি চিঠির উত্তরে লিখলেন, তোমার স্নেহাস্পদ আহমাদ শফীর চিঠি পৌঁছেছে। অবস্থা জানা হয়েছে। অবস্থা জেনে আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করুন। তোমার বাইআতের দরখাস্ত কবূল করলাম। যথাসম্ভব সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং বিদআত থেকে বেঁচে থাকবে। নিজের অধিকাংশ মনোযোগ ইলমে দ্বীন অর্জনের দিকে রাখবে। এর বাইরে অন্য জিনিসের প্রতি বেশি আগ্রহী হবে না।

তোমার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে একটি তাবীয পাঠাচ্ছি। যদিও এ ব্যাপারে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

বড় তাবীযটি স্বীয় স্ত্রীর বাহুতে বেঁধে দিবে। আর ছোট তাবীযটি স্বীয় ছেলের গলায় ঝুলিয়ে দিবে। সূরা ফাতিহা পড়ে ওর পুরাতন ক্ষতে দম করতে থাকবে।

২২৫. নামাযী ব্যক্তির (পায়ের) নিচ থেকে চট টেনে বের করা যুলুম

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নামাযী ব্যক্তির (পায়ের) নিচ থেকে চট টেনে বের করে নেয়াটা যুলুম এবং কবীরা গুনাহ। اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ "যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার তথা আযাবের উপলক্ষ্য হবে।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪৭)

মসজিদের চট কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন জিনিস নয়। যে প্রথমে সেখানে দাঁড়াবে সেই সেখানে দাঁড়ানোর সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। কাজেই কোনো মুসল্লীকে সরিয়ে দেয়া এবং চট ছিনিয়ে নেয়া যুলুম ও অন্যায় কাজ।

২২৬. পেট খারাপের আশঙ্কা থাকলে খাদ্য তরল ও শক্তিশালী রাখা উচিত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি তরল এবং শক্তিশালী খানা খাওয়া হয় তাহলে এটাই উত্তম। কেননা, এতে পেট খারাপের আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

২২৭. ফজরের সুন্নাত এবং ফরযের মাঝখানে শোয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ফজর এর সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে যদি অল্প সময় শয়ন করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। বরং ঘটনাক্রমে রাত্রে যদি বেশি সময় জাগ্রত থেকে থাকে তাহলে ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে এটা উত্তম।

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকাত পড়ে নেয়, তবে সে যেন নিজ ডান বাহুর উপর একটু শুয়ে নেয়।"

(মুসনাদে আহমাদ, জামে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ)

২২৮. শিয়া ব্যক্তির কাফন-দাফনের হুকুম

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যারা শিয়াদের কাফের বলেন, তাঁদের নিকট ওদের লাশকে কাপড়ে পেঁচিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। আর যারা ফাসেক বলেন, তাঁদের মতে নিয়মতান্ত্রিক কাফন-দাফন হওয়া উচিত।

২২৯. ওয়াকফবিহীন জমিনে যদি মৃত ব্যক্তির লাশ মাটির সাথে মিশে যায় তাহলে সেখানে চাষাবাদের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি ওয়াকফবিহীন জমিনে মৃত ব্যক্তির হাড্ডি গুঁড়ো হয়ে মাটি হয়ে যায়, তাহলে সেখানে চাষাবাদ করা ও বাড়ি বানানো, বৃক্ষ রোপণ, চলাফেরা ইত্যাদি সবকিছু জায়েয। এমনকি জমিন খনন করাও জায়েয। অবশ্য এর কোনো সময় সীমা নির্ধারিত নেই। লবণাক্ত জমিনে মৃত ব্যক্তির লাশ দ্রুত মিশে যায়। আর লবণবিহীন জমিনে বিলম্বে মিশে।

২৩০. কুয়া থেকে মৃত জন্তু বের হলে কোন্ সময় থেকে কুয়াকে নাপাক ধরা হবে?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন : এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মাযহাব হলো দেখার সময় থেকে নাপাকের হুকুম প্রযোজ্য হবে।

এটাই ফুকাহায়ে কেরামের মামূল। এবং কেউ কেউ ফতোয়াও এর উপর দিয়েছেন।

এ জন্য সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে যদি এর উপর আমল হয়, হবে বান্দা সেটাকে সঠিক মনে করে।

সাহেবাঈনের মাযহাব ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এরই মাযহাব।

অবশ্য দেখার সময় থেকে নাপাক হওয়ার অর্থ হলো জন্তুটি সেখানে পতিত হওয়া সম্ভব হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ঐ কুয়ায় লোকজন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা পানি ভরেছে। খালি হয়নি। আর দুপুরে জন্তুটি বের হয়েছে, তো এমন পরিস্থিতিতে সকালের পূর্বে নাপাক বলা হবে। কেননা, এ অবস্থায় লোকদের ভরা পর্যন্ত জন্তুটি পড়তে পারে না। অবশ্য যদি সকাল ও দুপুরের মাঝামাঝি সময় কুয়া পানি ভরনেওয়ালাদের থেকে খালিও থাকে, তবে খালি হওয়ার সময় থেকে নাপাক হওয়ার হুকুম দেয়া হবে।

২৩১. স্বপ্ন দেখা না গেলে কোনো সমস্যা নেই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন : স্বপ্নে কিছু না দেখলেও কোনো সমস্যা নেই। জাগ্রত অবস্থা অধিক গ্রহণযোগ্য। মানুষের নিজের ব্যাপারে কখনো ভরসা করতে নেই। যিনি কলবসমূহ পরিবর্তনকারী অর্থাৎ মহান আল্লাহকে ভয় করবে যে, যে কোনো মুহূর্তে তিনি অবস্থা পরিবর্তন করে দিতে পারেন। বিচ্ছেদ বা মিলন উভয়টিই তাকদীরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। কারো এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়। যার তাকদীরে যতটুকু আছে সে ততটুকুই পাবে।

২৩২. ওয়াকফের কোন্ আলামতের উপর থামা উচিত?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ط আলামাতটি আয়াতের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং আয়াত তো সেটাই যেখানে ○ আছে। চাই সেখানে (ؚ) থাক বা অন্য কোনো কিছু। অবশ্য থামা বা না থামা এটা আরেক ব্যাপার। আয়াতের উপর (ؚ) থাকলে থামা উচিত নয়।

২৩৩. কাইফিয়ত বা বিশেষ অবস্থা উদ্দেশ্য নয় আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক হলো উদ্দেশ্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সুলূকের প্রাথমিক পর্যায়ে যিকিরের যে নূর অনুভূত হয়, সেটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং এটা হলো মহান আল্লাহ পর্যন্ত ধাপে ধাপে পৌঁছার ভূমিকামাত্র।

সুতরাং اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ বা "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসকে পরিবেষ্টনকারী"। (সূরা হামীম সাজদাহ, আয়াত : ৫৪) এই ধ্যানই হলো আসল কথা।

এখন যিকিরের মধ্যে এ ধ্যানই করবে যে, মহান আল্লাহ সকল কিছুকে বেষ্টনকারী। নূর দর্শন জরুরী নয়। সেটা তো হলো শুরুর ভূমিকামাত্র।

প্রাথমিক পর্যায়ে মনের যে কাইফিয়ত বা বিশেষ অবস্থা থাকে, পরবর্তীতে সেটা আর থাকে না। এর কারণ হলো প্রথমে যে অবস্থাটি আসে সেটা খুব জোরে আসে। কলব অনভ্যস্ত থাকে। কাইফিয়ত বেশি হয়। পরবর্তীতে এ অবস্থার সাথে একটি সামঞ্জস্য হয়ে যায়। তখন আর সেই জোরশোর থাকে না।

খালি পাত্রের মধ্যে প্রথমবার যখন পানি ঢালা হয় তখন কত শব্দ হয়। পরবর্তীতে কিন্তু আর এত শব্দ হয় না অথচ পানির চাপ বেশি থাকে। কিন্তু সেই জোশ থাকে না।

মানুষের কলব ও শরীরের একই অবস্থা। কাইফিয়ত বা বিশেষ অবস্থা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ও অন্তরে প্রশান্তি আসা। আউলিয়ায়ে কিরামের 'ওয়াজদ' বা 'হাল' এর যেসব কাহিনী শোনা যায় তার অধিকাংশই সাহাবায়ে কিরাম রাযি. থেকে বর্ণিত নয়।

মোটকথা নিসবত, প্রশান্তি এগুলোই হলো আসল। আর কাইফিয়ত হলো অনুষঙ্গমাত্র। এটা কোনো মাকাম নয়।

অতএব এর জন্য অনুশোচনা করো না। এই অবস্থাসমূহ থেকে নিসবত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর যিকিরের মধ্যে মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

যিকিরের স্বাদ পেয়ে এমন হয়ে যেয়ো না যে, আসল উদ্দেশ্যই ভুলে গেলে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। তাড়াহুড়ার কাজ নয়। এক দিনের ব্যাপার নয়। সারাজীবন এর কাজ। سَاعَةً فَسَاعَةً বা 'কখনো কখনো' কথাটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অর্থাৎ মনের অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না। এ ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৫০)

২৩৪. যিকিরের মধ্যে মহান আল্লাহর 'মুহীত' হওয়ার ধ্যান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সারকথা এই যে, আল্লাহ শব্দের যিকিরের সাথে সাথে এ ধ্যানও করবে যে, মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। আল্লাহ পাকের বিশেষ কোনো গুণবাচক নাম মনে আসলে আসুক, কিন্তু তুমি তোমার ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি রাখবে মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তার দিকে।

অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যেন সেটা সহীহ পদ্ধতির বিপরীত না হয়। মৌলিক কথাবার্তা সবার জন্য একই রকম। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের তারতম্যের কারণে অবস্থার মধ্যেও তারতম্য হয়। এ জন্য চিন্তিত হবেন না। সুতরাং পাস আনফাস বা প্রতি দমে 'আল্লাহ' শব্দ জারী থাকা। সমস্ত কৌশল হলো যিকিরের সহযোগী জিনিস, এগুলো প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়।

যখন যাতে ইলাহীর যিকিরের খেয়াল কায়েম হয়ে যাবে, তখন যবান বা আনফাস কোনোটারই প্রয়োজন থাকবে না।

২৩৫. যে যিকিরের দ্বারা অন্তর আনন্দিত হয় ঐ যিকির করা উচিত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : অন্তরে (আল্লাহর স্মরণ) জাগ্রত থাকাই হলো আসল যিকির। সুতরাং যিকরে কলবী অর্জিত হলে যবানী যিকিরের কোনো প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে যদি উচ্চস্বরে যিকির করতে মন ঘাবড়ে যায়, তাহলে মুখের যিকির বর্জন করা জরুরী।

যে যিকিরের দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি আসে সেই যিকিরই করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ তাসবীহ তাহলীল তাহমীদ তাফাক্কুর বা শোকর ইত্যাদি যেটার মাধ্যমে মনে প্রশান্তি আসে, সেটার উপরই ক্ষান্ত করবেন। সবকিছুর মূল হলো মহান আল্লাহর উপস্থিতির ধ্যান। আর হঠাৎ করে এ নেয়ামত

হাসিল হওয়াটা মহান আল্লাহর বিরাট বড় অনুগ্রহ। এই অধমের সারাজীবন পার হয়ে গেল কিন্তু কিছুই নসীব হলো না।

কুয়া থেকে পানি বের হয়ে নালা ও নলের (পাইপের) সাহায্যে শষ্য ক্ষেতে আসে। নল আর নালার এখানে মাধ্যম হওয়া ব্যতীত আর কোনো ভূমিকা নেই।

আমি অধমও যেন মাধ্যম। নিজে তো একবারেই শুষ্ক ঠোঁট (যিকিরহীন) বঞ্চিত। আমি আপনাদের সকলের নিকট দু'আ চাই। আপনাদের দু'আয় আমাকেও মনে রাখবেন।

শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. বলতেন : আসল তো এটাই যে, শাইখ মুরীদকে নিয়ে চলে। আর ফযল বা অনুগ্রহ তো এই যে, মুরীদ শাইখকে নিয়ে চলবে।

দরিদ্র পিতাকে যদিও যাকাত দেয়া যায় না কিন্তু নফল সাদাকা তো দেয়া যায়। আসল ঈমান ও ফারায়েয থেকে শাইখের পাওয়াটা অসম্ভব। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব নয়। আমি অধমের এ জীবনে কিছুই নসীব হয়নি। সে আনওয়ার ও তাজাল্লিয়াত এর কিছুই পায়নি। আপনাদের দু'আর বরকতে যদি কিছু পেয়ে যাই, তাহলে এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কী আছে।

২৩৬. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর সীমাহীন বিনয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : এখন সত্য কথাটা প্রকাশ করছি। ফারসীতে প্রবাদ আছে من آنم کہ دانم অর্থাৎ "আমি কে তা তো আমি জানি"।

শাইখ ইমদাদুল্লাহ রহ. আল্লাহর সাহায্যে এই বদ খাসলত দুশ্চরিত্র মানুষটিকে বাইআতের ইজাযত দিয়েছেন। যেন মানুষকে পথভ্রষ্ট করার মাধ্যম বানিয়েছেন। আমি নিজে খারাপ। সারাজীবন নষ্ট করেছি। কখনো নূর প্রকাশ পায়নি। আল্লাহর কসম বিভিন্ন 'ওয়ারিদাত' এর স্বপ্নও দেখিনি।

জানতাম যে একদিন অপমানিত হতে হবে। এ জন্য প্রতিদিন সকলের সামনে নিজ অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছি। আমি তোমাকে কী ইসলাহ বা সংশোধন করব? এর বেশি আমার আর কী বলার আছে?

তোমরা সব সময় নিজেদের ব্যাপারে এ ধারণা রাখবে যে, আমি তো কিছুই নই। কালিমায়ে তাওহীদ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমাদের এ শিক্ষাই দেয়।

আর কুরআন শরীফের সহজ-সরল অনুবাদ দৈনিক পাঠ করবে। হাদীসের ওয়াযিফাও আদায় করবে সরল প্রাঞ্জল অর্থসহ। সূক্ষ্ম ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করবে না। ইলমে দ্বীনের শোগল রাখবে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ "এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তাকে সেটা দান করেন।" (সূরা জুমুআহ, আয়াত : ৪) শরীয়তের অনুসরণকে ফরযে আইন মনে করবে।

আমার মতো জঘন্য পাপীর জন্য দু'আ করাও আপনাদের একটা দায়িত্ব। যখন এই বেশরমের মুরশিদ হওয়া আপনাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে গেছে। তো هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ বা "অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহ ছাড়া আর কী?" (সূরা আর-রাহমান, আয়াত : ৬০)

২৩৭. ইহসানের মধ্যে শয়তানের কোনো দখল নেই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ইহসান বা অনুগ্রহের মধ্যে শয়তানের কোনো দখল থাকতে পারে না। কিন্তু নূরসমূহের অবতরণ এর মাঝে প্রচুর শঙ্কা থাকে। এ অবস্থায় সুন্নাতের অনুসরণ খুব বেশি প্রয়োজন। অতঃপর জরুরী হলো ইলম ও ফিকহ শিক্ষা করা। এটা ওয়াজিব।

২৩৮. ইহসানের হাকীকত বা বাস্তবতা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সব সময় মনের মধ্যে মহান আল্লাহর স্মরণকে লালন-পালন করা এবং বিনা কাইফিয়তে উপস্থিত ও বিদ্যমান মনে করে লজ্জা-শরমের সাথে আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে থাকাই হলো আসল উদ্দেশ্য। এটাই 'ইহসান'। বাকি সবকিছু অতিরিক্ত।

এ জন্য মাশায়িখ হাযারাত বলেন : যাঁর সুলূকের মধ্যে নূর সামনে আসে না তাঁর সুলূক নিরাপদ।

২৩৯. সামর্থ্য অনুসারে ইবাদত করা উচিত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : শরীরের আরামও জরুরী। ছোট রাতে শোগল কম করবে। আসল বিষয় হলো মহান আল্লাহর সাথে নিসবত হাসিল হওয়া। সামর্থ্য অনুসারে ইবাদত করা উচিত।

خَيْرُ الْعَمَلِ مَا دِيْمَ عَلَيْهِ সর্বোত্তম আমল সেটাই যেটা সব সময় অব্যাহত থাকে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৪০)

২৪০. ঈমানদার ব্যক্তিকে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে বেশি কথা বলাও ইবাদত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কথা বেশি বলার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য থাকে ঈমানদার ব্যক্তির মন খুশী করা, তাহলে এটাও ইবাদত। এটাও সুন্দর ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। কোনো কাজ যেন প্রবৃত্তির তাড়নায় না হয়। বরং মালিকের নির্দেশমতো শরীয়ত অনুযায়ী হতে হবে। তাহলে অভ্যাসও ইবাদত হয়ে যাবে।

বাস্তবিকপক্ষে শরীয়ত হলো ফরয এবং আসল উদ্দেশ্য। তরীকতও বাতেনী শরীয়ত। আর হাকীকত ও মারিফাত হলো শরীয়তকে পরিপূর্ণতা দানকারী। মারিফাত ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের অনুসরণ সম্ভব নয়।

২৪১. প্রত্যেক মানুষ অন্যকে নিজের মতো মনে করে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মানুষ অন্যকে নিজের মতো মনে করে। কাজেই সালেক বা আল্লাহর পথের পথিকের যে হাল হয় সে সবার মধ্যে সেটাই দেখতে পায়। এর বিপরীত অবস্থা অন্যান্যদের মধ্যে দেখলে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে : এটা কীভাবে হলো?

২৪২. নিসবত হাসিল হওয়ার অর্থ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নিসবত হাসিল হওয়ার অর্থ হলো : বান্দার যে নিসবত বা সম্পর্ক প্রকৃত অর্থেই হাসিল হয়েছে, এ ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন হয়ে যাওয়া।

২৪৩. আখেরাতের ভয়ের চিন্তা থাকা প্রশংসনীয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আখেরাত এর ভয় মনের মধ্যে থাকা প্রশংসনীয় ব্যাপার। এই ভয়ের কারণেই কোনো কোনো বুযুর্গের মারাত্মকভাবে কবরের হালত সামনে এসেছে। এমনকি কেউ কেউ তো জানও দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ জাতীয় হালত ও সূরত তো শুকরিয়ার ক্ষেত্র। দুঃখের ক্ষেত্র নয়। ইমাম গাযালী রহ. এ ব্যথার কারণেই বাইতুল মুকাদ্দাসে দশ বছর পর্যন্ত পেরেশান ছিলেন। চিকিৎসকগণ পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে অপারগ হয়ে গেছেন।

পরিশেষে একজন ইহুদী চিকিৎসক তাঁকে দেখার পর বললেন : "ইনার তো শারীরিক কোনো ব্যাধি নেই। তাঁর মধ্যে আখেরাতের ভয় প্রবল হয়ে গেছে। এটাই তাঁর রোগ। আর এর কোনো চিকিৎসা নেই।"

কাজেই এ ব্যথার উপর সুসংবাদ গ্রহণ করুন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আখেরাতের ফিকিরের এ ব্যথা দিয়েছেন। এমন দুঃখের উপর হাজারো আনন্দ কুরবান হোক। এ অবস্থার মৃত্যু শাহাদাতে কুবরা।

২৪৪. সব ধরনের সালেকদের সামনেই 'কবয' ও 'বসত' এর হালত আসে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সুলূকের পথে নবীন হোক বা প্রবীণ 'কবয' [বা বিষণ্নতার অবস্থা যখন ইবাদত-বন্দেগীতে দিল লাগে না] ও 'বসত' [বা প্রফুল্লতার অবস্থা যখন ইবাদাত-বন্দেগীতে খুব মন লাগে] এর হালত স্থায়ীভাবে আসতেই থাকে।

অর্থাৎ কখনো 'কবয' এর হালত তো কখনো 'বসত' এর হালত।

কাজেই যখন 'কবয' বা বিষণ্নতার অবস্থা থাকবে, তখন বেশি বেশি ইসতিগফার পাঠ করতে থাকা। স্বীয় অক্ষমতাকে প্রকাশ করা। আর 'বসত' বা প্রসন্নতার মুহূর্তে হামদ ও শোকর বেশি বেশি আদায় করবে।

হাদীসে পাক إِنَّه لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ বা "নিশ্চয়ই আমার কলবের ওপর হালাত এর প্রাবল্য হয়" এর উপর প্রমাণ। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর, হাদীস নং ২৭০২)

২৪৫. নির্জনে যে জিনিস অর্জিত হয় সেটা মজমায় হাসিল হয় না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : এটা একটি বাস্তব কথা যে, নির্জনে বা একাকীত্বের হালতে যা অর্জিত হয়, সেটা মজমা বা অন্য কোনো ব্যস্ততার মুহূর্তে হাসিল হয় না। إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا "নিশ্চয়ই আপনার জন্য রয়েছে দিনের বেলা লম্বা সাঁতার কাটা।" وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا "এবং আপনি আপনার প্রভুর নাম স্মরণ করুন এবং সকলের থেকে পৃথক হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে থাকুন" (সূরা মুযযাম্মিল ৭-৮) এ কথার উপর সাক্ষী।

২৪৬. মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধির জন্য নেক নিয়্যতে কিছু খাওয়াও ইবাদত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধির জন্য কোনো ঔষধ নেক নিয়্যতে সেবন করাটাও ইবাদত। আর ঐ পরিমাণই কাজ করা উচিত যতটুকু সে সহ্য করতে পারে, এর বেশি নয়।

২৪৭. 'নিসবত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দুটি বস্তুর পরস্পর সংযোগস্থাপন

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : প্রথমে আপনি ভালোভাবে চিন্তা করুন। যদিও জানা আছে তারপরও অন্যের কথাকে মানুষ খুব বুঝতে পারে। আভিধানিক অর্থে 'নিসবত' বলা হয় দুটো বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়া। দুনিয়াতে যে মাখলূক, তার আপন খালেক মহান আল্লাহর সাথে সংযোগ থাকে। এমন সংযোগ যার কোনো শেষ নেই। মহান আল্লাহর যে পরিমাণ নাম-সিফাত আছে, যে পরিমাণ রহমতের অবতরণ আছে, ঐ পরিমাণই নিসবত আছে। উদাহরণস্বরূপ : খালেক-মাখলূকের মধ্যে আছে রিযকের নিসবত রাহীম-মারহুমের মধ্যে রহমের নিসবত।

সুতরাং নিসবত থেকে কেউ খালি নয়। খালি কীভাবে হবে? এটা অসম্ভব। এমন কোনো মুমিন কি আছে যে আল্লাহ তা'আলাকে রাযিক মানে না? এখন দেখ! মাশায়িখ কোন জিনিসের নাম নিসবত রেখেছেন? ঐ জিনিস কেই তারা নিসবত বলেন যা অভিধানে নিসবত। সব বান্দাই এটা জানে। কিন্তু নিসবত হাসিল হওয়ার অর্থ হলো ইলমুল ইয়াকীন হাসিল হয়ে প্রতিক্রিয়াকারী হবে। এবং সার্বক্ষণিক উপস্থিতির দরজা হাসিল হবে।

যে উপস্থিতির এ মাকামে পৌঁছবে, সে নিজের ব্যাপারে এ ধারণাই করবে যে, বছরের পর বছর আমি যা কিছু অর্জন করেছি আসলে কিছুই নয়। অর্থাৎ আসলে আমি এখনো পর্যন্ত কিছুই হাসিল করতে পারিনি।

যদি কারো ঘরে গুপ্তধন দাফন করা থাকে আর সে তার বাপ-দাদার কাছ থেকে শুনে আসতে থাকে যে, এখানে গুপ্তধন পোঁতা আছে এখন অনেক প্রচেষ্টার পর যদি সে ঐ গুপ্তধন পেয়ে যায়, তাহলে প্রথমে তার ইলম ছিল ভাসাভাসা এখন বিশ্বাস হয়ে গেছে।

২৪৮. ঋণীগণ যাকাতের উপযুক্ত নয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ঋণী ব্যক্তি চাই তালিবে ইলম হোক বা আলেম—যাকাতগ্রহণের উপযুক্ত নয়। অকাট্য দলীলসমূহ এটাকে প্রমাণিত করে। সুতরাং ছাহেবে দুররে মুখতার প্রমুখের কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

২৪৯. সমস্ত শোগল ও মুরাকাবার উদ্দেশ্য হলো কলবের মধ্যে মহান আল্লাহর উপস্থিতির ধ্যান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো, হে আমার স্নেহাস্পদগণ! সমস্ত শোগল ও মুরাকাবার উদ্দেশ্য হলো কলবের মধ্যে মহান আল্লাহর উপস্থিতির ধ্যান রাখা, যেটা আল্লাহ পাক দান করে থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মধ্যে এ জিনিসই ছিল যা তাঁদের অনন্য উচ্চতায় পৌঁছিয়েছিল।

২৫০. অন্যের কাজের সুন্দর ব্যাখ্যা করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আপনাদেরও একটি নসীহতের কথা বলছি সেটা হলো এই যে, যথাসম্ভব অন্য মানুষের কাজের সুন্দর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন। এবং অন্যের কথাকে মঙ্গলের উপর রাখার চেষ্টা করবেন। অন্য মানুষের ছোট-খাটো ভুলগুলো দেখেও না দেখার ভান করা উচিত। এতে আপনি অনেক শান্তিতে থাকতে পারবেন। আর দুশমন যদি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে আপনি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবেন। যদিও এটা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

২৫১. আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য সেটাই করেন যা তার জন্য মঙ্গলজনক

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বান্দার অবস্থা হলো অবুঝ শিশুর ন্যায়। যে তার পিতা-মাতার নিকট যা তার মনে চায় তা-ই চায় এবং তার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কান্নাকাটি করে, বিষণ্ণ হয়। বরং সে মনে করে তার পিতা-মাতা তার উপর বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু পিতা-মাতা যেহেতু অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়ে থাকেন সেহেতু যে জিনিসে সন্তানের ক্ষতি হতে পারে সেটাকে তারা কবূল করেন না। তারা ঐটাই করেন যেটা সন্তানের জন্য এ মুহূর্তে বা ভবিষ্যতে কল্যাণকর।

ঠিক তদ্রূপ বান্দা নিজ প্রবৃত্তির মধ্যে বিভোর। সে বুঝে না যে, তার পরিণতি কেমন হবে? কী হবে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ঐটাই করেন যা তার জন্য কল্যাণকর। যদিও বান্দার কাছে সেটা খারাপ লাগে।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ "আর অনেক জিনিসকে তোমরা পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর" (সূরা বাকারাহ, আয়াত : ২১৬)।

এ জন্য বান্দার কর্তব্য হলো, কোনো কিছু দেখলেই ঝাঁপিয়ে না পড়া বরং প্রথমে নিজের মনের সাথে ইস্তাখারা বা বোঝাপড়া করবে। এরপর এ দু'আ করবে যে, ইয়া ইলাহী! এ কাজটি যদি আমার জন্য আপনি কল্যাণকর মনে করেন তাহলে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন। আর যদি এ কাজটি আমার জন্য অমঙ্গলজনক হয় তাহলে আমার মনকে এখান থেকে সরিয়ে দিন।

২৫২. অসুস্থতায় যেভাবে ধৈর্য ধরা হয় মানুষের কষ্টের উপর সেভাবে ধৈর্য ধরতে হবে

মানুষের কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর উপায় কী? বাস্তবিক পক্ষে মানুষ হলো বাহ্যিক উপলক্ষ্যমাত্র। সবকিছু তো তাকদীরের ফয়সালাতেই হয়, সুতরাং যেভাবে অসুস্থতার ওপর মানুষ ধৈর্য ধরে এবং বিরক্ত হয় না, যদি সুস্থ বিবেক থাকে, তাহলে ঐ কষ্টের উপরও সে কারো উপর বিরক্ত হবে না।

২৫৩. হিংসুকদের ক্ষতি থেকে হেফাযতের ওযীফা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন :

لَا مَأْوٰى وَلَا مَنْجٰى إِلَّا إِلَيْهِ.

"কোনো আশ্রয়স্থল নেই নাজাতের কোনো উপায় নেই আল্লাহ ছাড়া"।

এ ওযীফাটি হিংসুকদের ক্ষতি থেকে হেফাযত ও নেক মাকসাদ হাসিলের উদ্দেশ্যে পাঠ করবেন। এখানে কোনো পরিমাণ বা সময় নির্ধারিত নেই। যখন এবং যে পরিমাণ সম্ভব পাঠ করুন ও চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

২৫৪. বিলায়াতে নযরীর অর্থ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : 'বিলায়াতে নযরী' কথাটার অর্থ হলো অনেক সময় আরেফ ব্যক্তির এখতিয়ারের বাইরে এমন পরিস্থিতি সামনে আসে যে, আরেফ এর নযর ও তাওয়াজ্জুহ এর মধ্যে ক্রিয়া হয়। যার দিকে নজর দেন, তার ওপর একটি আছর পড়ে। যেমন সূর্য, যখন সূর্য দৃশ্যমান হয়, তখন প্রত্যেক বস্তুর উপর তার রশ্মি পতিত হয়। উষ্ণতার প্রতিক্রিয়া হয়। অবশ্য এর মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে তারতম্য হয়। আয়নার ওপর নূর বেশি পড়ে। হাতির দাঁতের ওপর সেই তুলনায় কম পড়ে। পাথরের ওপর যেই গরম পড়ে, মাটির ওপর তার তুলনায় কম পড়ে। এভাবে বস্তুভেদে তারতম্য হতে থাকে।

২৫৫. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আল্লাহ পাকের যে কোনো ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মানুষের কখনোই আশা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। হবে তো সেটাই যেটা তাকদীরে আছে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) কোনো কোনো ব্যাপারে বছরের পর বছর দু'আ করেছেন কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে দু'আ কবূল হয়নি।

আসল উদ্দেশ্য হলো বন্দেগীর প্রকাশ। দুশমনের বিরোধিতাকেও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিকট সোপর্দ করে দাও। তোমরা আমাকে কখনো উদাসীন মনে করো না। মৌলভী আব্দুল আযীয যেমন কর্ম করবে তেমন ফলই দুনিয়া-আখেরাতে পাবে। বুযুর্গানে দ্বীনকে গালি দেয়ার পরিণতি ভালো হয় না। অবশ্য বর্তমান যুগে অন্যায়ের শাস্তি বিলম্বে পাওয়া যায়। মিথ্যার দৌরাত্ম্য বর্তমানে খুব বেড়ে গেছে। কাজেই সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহমুখী হও। প্রত্যেকেই যার যার কর্মফল ভোগ করবে। তাদের অনুশোচনা কতদিন পর্যন্ত চলবে? সবকিছু তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। কেউ যেন আফসোস না করে। আর কেউ যেন কাউকে কষ্ট না দেয়। সবকিছু একজন সর্বশক্তিমান মালিক তথা মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তাঁর পক্ষ থেকেই সবকিছু হয়।

২৫৬. যাদু থেকে হেফাযতের আমল

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আপনারা বাহ্যিক তাদবীর তো অবশ্যই অবলম্বন করবেন যেহেতু এ দুনিয়া হলো দারুল আসবাব বা উপকরণের ঘর। حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ৫০০ বার বিভিন্ন সময়ে পড়বেন। সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিন তিন বার করে এবং আয়াতুল কুরসী একবার শোয়ার সময় পাঠ করে হাতের মধ্যে দম করে পুরো শরীরে ফেরাবেন। আর এ আমলটাই সকাল-সন্ধ্যা নামাযের পর অর্থাৎ ফজর ও মাগরিব এর পর করবেন। ইনশাআল্লাহ কোনো যাদু কোনো ষড়যন্ত্র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আর বেশি বেশি ইসতিগফার পাঠ করুন। ইসতিগফারের আধিক্যের সাথে ঋণ শোধ, পেরেশানী দূরীভূত হওয়া ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হওয়ার ওয়াদা আছে।

একটি কথা মনে রাখবেন। নিজের গোপন কথা কাউকে বন্ধু মনে করে বলে দিবেন না। এটাও একটা জরুরী কথা। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।

২৫৭. মাজযূব হয়ে যাওয়া এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার নয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কারো আকল নষ্ট হয়ে যাওয়াটা তার এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়। মাজযূব ব্যক্তি আকলহীন হয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যদের কোনো খবর তার থাকে না।

যাই হোক, আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যে ফয়সালা করেছেন সেটা তো হবেই। আপনি আল্লাহকেই স্মরণ করুন। তাঁর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করুন। সবাইকে বেকার মনে করে নির্লিপ্ত থাকুন।

২৫৮. আল্লাহ তা'আলা কারো সম্পদ নষ্ট করেন না

আল্লাহ তা'আলা কারো সম্পদ নষ্ট করেন না। জোরপূর্বক গ্রহণকারী তো খুব খুশী যে আমি বিনা পরিশ্রমে মাল পেয়ে গেলাম। কিন্তু যার অর্থ খরচ হলো তিনি বুঝেন কী যাতনা।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ব্যাপারটি উল্টো। যার সম্পদ লুট করা হলো আখেরাতে তার জন্য খাযানা তৈরি হয়। আর ঐ লুণ্ঠনকারী চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যে আল্লাহ আপনাকে পূর্বে দিয়েছেন তিনি এখনও দিবেন। চোর বা লুটেরা দুনিয়াতেও অপদস্থ। আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্পদে বরকত দিবেন।

২৫৯. আসল উদ্দেশ্য হলো আখেরাত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সত্য কথা হলো আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাত বা পরকাল। বান্দার কাজ হলো ইবাদত-বন্দেগী করা। এ জন্য দিন-রাত তার জন্য জরুরী হলো ঐ সব আমল করা যার দ্বারা বন্দেগী-দাসত্ব ও স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ পায়। ব্যস, আল্লাহ পাকের বন্দেগী করতে করতেই মরে যাব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমাদের এই মাটির শরীর পানাহার ব্যতীত স্থির থাকতে পারে না। এ জন্য আসবাব অবলম্বন করতে হয়। পানাহারের পর পেশাব-পায়খানা ও যৌনমিলনের প্রয়োজন হয়। সেগুলোও পুরো করতে হয়।

এক ইবাদতের জন্য এ সবকিছু করা লাগে। হিসাব করলে দেখা যাবে আমাদের অধিকাংশ সময় এই সব কাজেই ব্যয় হয়। আর যেটা আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আখেরাত এর প্রস্তুতি সেটা বলতে গেলে কিছুই হয় না। এ জন্যই মহান আল্লাহ নিজ বান্দাদের অপারগ জেনে মাযূর হিসেবে গণ্য করেছেন। শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই সামান্য ইবাদতকে কবূল করে রাত-দিনের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দিয়েছেন। বাকি সারা রাত-দিন ঐ সব মানবীয় প্রয়োজন পূরণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

২৬০. নফসকে নিজ অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে আরো বেশি অবাধ্য হবে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : তাহাজ্জুদ এর জন্য এ কাজটি করতে পারেন যে, যদি রাত্রে ওঠার সুযোগ না হয় তাহলে রোযা রাখুন এবং নফসের উপর জরিমানা নির্ধারণ করুন। তাহলে অবশ্যই নফসের দুষ্টুমি কমে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি নফসকে নিজ অবস্থার উপর ছেড়ে দেন তাহলে দিন দিন সে আরো বেশি অবাধ্য হয়ে উঠবে।

অতএব নতুনভাবে উদ্যমী হয়ে তাহাজ্জুদ এবং যিকির-শোগল জারী করুন। নিজ অতিথিকে সবাই সম্মান করে। কিন্তু তার মধ্যে বিনয় না

থাকলে মেযবান মনক্ষুণ্ণ হন। এ জন্য আল্লাহকে পেতে হলে খুব বেশি মেহনত ও মুজাহাদা করতে হবে। আর কম-বেশি যতটুকু ইবাদত বন্দেগীর তাওফীক হয় সেটার উপর বেশি বেশি মহান আল্লাহর শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে।

২৬১. বিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি গুণ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বিনয় অত্যন্ত পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় একটি গুণ। যদি কারো থেকে বিনয় দূর হয়ে যায় আর আত্মপ্রশংসা চলে আসে, তাহলে সে ধ্বংস হয়ে গেল।

ইবলীস এর ধ্বংস ও পতনের জন্য দায়ী হলো এই অহংকার বা বিনয় না থাকা। সম্পদের লোভ আর পদের মোহ মানুষের মারাত্মক শত্রু। যা দ্বীন-দুনিয়া উভয়টিকে ধ্বংস করে দেয়।

২৬২. না পাওয়ার অনুশোচনা যদি হাসিল হয়ে যায় তাহলে সবকিছুই হাসিল হয়ে গেল

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জিত হওয়ার আনন্দকে হালতে 'বাসত' বলে। আর ঠিক অনুরূপ কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাসিল না হওয়ার অনুশোচনাকে হালতে 'কবয' বলে। কবয ও বসত উভয় হালতই ভালো।

আমাদের শাইখুশ শুয়ূখ কুতুবে আলম হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ. বলতেন : "যদি কারো হাজার বছর মুজাহাদা করার পর আল্লাহ পাককে না পাওয়ার ব্যথা ও বেদনা হাসিল হয়, তাহলে তার সবকিছুই হাসিল হয়ে গেল"।

হায় আফসোস! যদি এ বেদনা আমার হাসিল হতো তাহলে সবকিছুই হয়ে যেত।

ব্যস, এখন আমাদের কর্তব্য হলো বাতেনী শোগলকে খুব গুরুত্বের সাথে আদায় করা এবং مَالَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ অর্থাৎ "যা পুরোপুরি অর্জন করা যায় না তা পুরোপুরি বর্জনও করা যায় না।" প্রবাদ অনুসারে যতটুকু সম্ভব মেহনত জারী রাখতে হবে। অতঃপর এ না পাওয়ার বেদনার ওপর

তোমার যে আক্ষেপ আর অনুশোচনা তার ওপর দেখ মহান আল্লাহ কেমন দয়া ও অনুগ্রহ করেন। আশা করি মহান আল্লাহ তোমার এ অনুশোচনার অবশ্যই মূল্যায়ন করবেন।

২৬৩. সব সময় মহান আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে আশাবাদী থাকা উচিত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সব সময় মহান আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী থাকা উচিত। এবং নিজ কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত। এই 'কবয' (বিষণ্নতা) ও 'বসত' (প্রসন্নতা) এর হালত প্রতিদিন প্রায় সকল সালেকেরই হয়। কোনো সময় বিশেষ অবস্থা থাকে আবার কোনো সময় থাকে না। তবে থাকলে শোকর আদায় করা উচিত। لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ "যদি তোমরা আমার নেয়ামতের শোকর আদায় কর তাহলে আমি অবশ্যই অব্যশ্যই তোমাদের ওপর আমার নেয়মাতকে বাড়িয়ে দিব।" (সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৭)

আর এই বিশেষ অবস্থা বন্ধ হয়ে গেলে কাকুতি-মিনতির সাথে খুব দু'আ করা উচিত। এটাকে পথভ্রষ্টতা বা দুর্ভাগ্য মনে করা উচিত নয়। বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করতে হবে। আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া হারাম। বরং রহমতের ব্যাপারে আশাবাদী থাকবে।

২৬৪. যে কাজটা জরুরী তার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকা অনুচিত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মানুষের জন্য যে কাজটা জরুরী, সেটার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকা অনুচিত। উদাহরণস্বরূপ কেউ অসুস্থ, যার চিকিৎসা করা জরুরী। তো এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এটা ভেবে অপেক্ষা করে না যে, সমস্ত কাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর চিকিৎসা করব। বরং প্রথমেই সে চিকিৎসা করানো আরম্ভ করে। তবে হ্যাঁ, যদি অসুখ মারাত্মক না হয় বা চিকিৎসার প্রয়োজন না থাকে, অথবা চিকিৎসা করানো উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।

সুতরাং বান্দার জন্য যিকির করা যখন জরুরী সাব্যস্ত হলো, তখন সুযোগ এর জন্য অপেক্ষা করা কোনোভাবেই জায়েয হতে পারে না।

মানুষ জীবিকা উপার্জনের জন্য পরিবার এর সদস্যবৃন্দের লালন-পালনের জন্য, বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য, সব সময় পেরেশান। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার কোনো অবসর নেই। আর যখন শয়তান বুঝতে পারে যে, এ ব্যক্তি সুযোগের সন্ধানে আছে তখন সে কখনো সুযোগ দিবে না। বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দিয়ে সে ঐ সুযোগ কাজে লাগাতে দিবে না।

এ জন্য বুদ্ধিমান মানুষের জন্য জরুরী হলো সব সময় আখেরাতের স্মরণ ও চিন্তায় বিভোর থাকা। যাতে শয়তান বিভ্রান্ত করতে না পারে। নফল কাজেও অবহেলা করবে না। যতটুকু সম্ভব যিকির করবে। যত বেশি যিকির করবে দিলের মধ্যে তত বেশি নূরানিয়াত অনুভব করবে। পেরেশানী দূরীভূত হবে। কলবী যিকির যেন জারী থাকে। আর পরিপূর্ণ যিকির সেটাই যেখানে পূর্ণ মনোযোগ ধ্যান-খেয়াল মহান আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকে। যিকির তো এমন বস্তু যে, মানব শরীরের কোনো অংশ-বিশেষের সাথে মিলিত হলে সমস্ত শরীরকে নিজের দিকে টেনে নিবে। এরপরও আপনি কোন্ দুঃখে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবেন? যদি মাত্র চার-পাঁচ মিনিটই হোক না কেন, তারপরও যিকির-শোগল আরম্ভ করুন। خَيْرُ الْعَمَلِ مَا دِيْمَ عَلَيْهِ বা "সর্বোত্তম আমল সেটাই যা সর্বক্ষণ করা হয়" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৪০) কে সামনে রেখে ঐ পাঁচ মিনিটই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যিকির করুন। প্রথম প্রথম পাঁচ মিনিট হলেও ধীরে ধীরে এটা বাড়তে থাকবে।

২৬৫. হৃদয়ের স্পন্দনের সময় যে উষ্ণতা হয় সেটা হলো যিকিরের প্রতিক্রিয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হৃদয়ের স্পন্দনের সময় হৃদয়ে যে উষ্ণতার সৃষ্টি হয় সেটা হলো যিকিরের প্রতিক্রিয়া। এটা ভালো জিনিস।

সিলসিলা মোট চারটি : ১। কাদেরিয়্যাহ ২। চিশতিয়্যাহ ৩। নকশবন্দিয়্যাহ ৪। সোহরাওয়ার্দিয়াহ। এই সিলসিলা চতুষ্টয়ের আবার অনেক শাখা আছে। যেগুলোর সংখ্যা শতাধিক।

২৬৬. দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শোগলপরিপন্থী

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বরাবর যিকির-শোগল জারী রাখবেন। সময়মতো শক্তি সঞ্চারিত হবে। অনেক সময় শিরার নড়াচড়া

বোঝা যায় না। আপনি কোনো ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তা করবেন না। যতটুকু সম্ভব যিকির শোগলে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন।

মানুষের দায়িত্ব হলো কাজ করতে থাকা। পরবর্তী অবস্থা জানতে চাওয়া জরুরী নয়। ফিলহাল যতটুকু সম্ভব অতটুকুই কর। নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত কাজ আঞ্জাম দেয়া কারো এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়। দুনিয়ার সাথে যাবতীয় সম্পর্ক হলো শোগলপরিপন্থী কাজ। কিন্তু অপারগতার দরূন করতে হয়।

পানাহার, কথাবার্তা, ঘুম কমিয়ে দিন। এত নফসের ওপর চাপ পড়বে।

২৬৭. কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখা খুব জরুরী

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যিকির করা কোনো রিয়াযত বা সাধনা নয়। হাতে তাসবীহ রাখা জরুরী। যতটুকু কুরআন শরীফ মুখস্থ আছে সেটার হেফাযত খুব জরুরী। আল্লাহ না করুন কেউ ভুলে গেলে তার মারাত্মক গুনাহ হবে। প্রথমে উযূ করে ফরযসমূহ আদায় করুন। অতঃপর দ্বিতীয় উযূ করে নফলসমূহ আদায় করুন। ওযীফাসমূহ বিনা উযূতেও জায়েয আছে।

২৬৮. জীবিকার ব্যাপার অত্যন্ত কঠিন

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : জীবিকা এর ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন। ছেড়ে দেওয়ার পর বেশি পেরেশানী হয়। এ জন্য প্রথমে অন্য কোনো স্থানে জীবিকা ঠিক করে ছেড়ে দেয়া সমীচীন। নতুবা পেরেশানী অনেক বেশি হয়ে যাবে।

২৬৯. শরীয়তের ইলম ও তরীকতের পথ ইয়াকীনের নূর অর্জনের উদ্দেশ্যে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আলহামদুলিল্লাহ দ্বীনের ব্যথা ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরই নসীব হয়, যার ওপর মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত থাকে।

ভাইয়েরা আমার! শরীয়তের এ সমস্ত ইলম এবং তরীকতের পথ ইয়াকীন বা বিশ্বাসের নূর অর্জনের উদ্দেশ্যেই। আর এ সবকিছুর পরিণাম হলো : যেটাকে মুসলমানরা ভাসাভাসা জানে, সেই ইয়াকীন হাক্কুল ইয়াকীন হয়ে মুশাহাদা বা চাক্ষুষ অবস্থার ন্যায় হয়ে যাবে।

সমস্ত পথের শেষ পরিণাম এটাই। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নিজেদের জান-মাল সবকিছু কেন কুরবান করেছিলেন? তাঁরা কী দেখেছিলেন? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের বরকতে তাঁদের এই ইয়াকীন শামিল হয়ে গিয়েছিল যে, পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাত চিরস্থায়ী। মানুষমাত্রই মরণশীল ও মহান আল্লাহ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

ব্যস, এর উপরই তাঁদের সব কাজের ভিত্তি ছিল।

হযরত আব্দুল কাদের জীলানী রহ. হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী রহ. হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহ. কীভাবে বড় হয়েছেন? এই ইয়াকীন বা বিশ্বাসের কারণেই বড় হয়েছেন।

আমার স্নেহাস্পদগণ! এ সম্পদ অনেক বড় সম্পদ। জান-মাল সবকিছু ওয়াকফ করে হযরত নূহ (আ.) এর মতো লম্বা জীবন ব্যয় করে যদি এর সামান্য ছিটেফোঁটাও পাওয়া যায় তবুও গনীমত। আর এ নেয়ামত হাসিল না হলে সব বেকার।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ. বলতেন : "মোট ৭টি কদম আছে ব্যস"।

তো সাত কদম তো সাতটিই। একেকটি কদম যদি লক্ষ বছরেও অতিক্রম করা যায়, তাহলেও বেশ দ্রুতই বলতে হবে। তবে মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হলে এক মুহূর্তই যথেষ্ট।

মোটকথা, যদি এ নেয়ামত হাসিল নাও হয়, তাঁদের জামাআতে অন্ততপক্ষে শামিল হয়ে যাও।

সত্য কথা তো এটাই যে, ঐ নূরে ইয়াকীন বা বিশ্বাসের আলোর সামনে কাশফ ও কারামাত কিছুই নয়।

আল্লাহ পাক বলেন : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ অর্থাৎ "আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করতে থাকুন ইয়াকীন তথা মৃত্যু আসা পর্যন্ত"।

(সূরা হিজর, আয়াত : ৯৯)

যার ইয়াকীন যতটুকু, তার ঈমানী শক্তি ও মহান আল্লাহর নৈকট্যও ততটুকু।

জনৈক আরবী কবি বলেছেন :

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ + لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا

ভালোবাসি বুযুর্গদের বুযুর্গ আমি নাইবা হলাম
হয়তো আল্লাহ দিবেন বুযুর্গী এই আশায় বুক বাঁধলাম।

২৭০. নিজ গুনাহের ব্যাপারে ভীত থাকা অনেক বড় নেয়ামত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নিজ অন্যায় ও গুনাহের ওপর ভীতসন্ত্রস্ত থাকা অনেক বড় নেয়ামত ও বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর থেকে বড় কোনো ওযীফা বা হাল নেই।

আয়াতে কারীমা لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ বা "তাওবা যালিমদের কোনো উপকার করবে না"। (সূরা মুমিন, আয়াত : ৫২) এটা কাফেরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা তাওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে। নতুবা হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَه

অর্থাৎ "গুনাহ থেকে তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো গুনাহ নেই"। (সুনানে ইবনে মাজাহ, তাওবা অধ্যায়, হাদীস নং ৪৩০৪) এটা সহীহ হাদীস।

মোটকথা, যালিম তারাই যারা কাফির ও মুশরিক এবং তাওবা ছাড়াই যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে যদি কোনো মুশরিক তাওবা করে তবে তার তাওবা উপকারী হবে না। ব্যাপারটি এমন নয়।

২৭১. স্বপ্নে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : স্বপ্নে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা সরাসরি ঈমান। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁরা সুন্নাত এর অনুসরণ করেন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত খুশী। যাঁরা সুন্নাতের ব্যাপারে উদ্যোগী, তাঁদের প্রতি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ তাওয়াজ্জুহ থাকে।

২৭২. গর্দান মাসাহ করা মুস্তাহাব

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : গর্দান মাসাহ করা মুস্তাহাব। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা এটা বুঝে আসে।

কুষ্ঠ রোগীর সাথে ওঠাবসা করা জায়েয। যদি আকীদা সঠিক থাকে। অর্থাৎ অসুখ সংক্রামিত হয় না। আল্লাহ পাকের হুকুমেই সবকিছু হয়।

২৭৩. ফজরের ফরযের পর সুন্নাত নিষিদ্ধ হওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হানাফীদের নিকট ফজর নামাযের ফরয আদায়ের পর থেকে (সূর্য ওঠা পর্যন্ত) সুন্নাত আদায় করা নিষেধ। ঐ সমস্ত হাদীসের ব্যাপকতার নিরিখে যেখানে ফজর ও আসরের নামাযের পর নফল নামাযের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

বাকি থাকল এ প্রশ্ন যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীকে ফজরের ফরয এর পর সুন্নাত পড়ার অনুমতি কেন দিয়েছিলেন? এর উত্তর হলো : এটা ঐ ব্যক্তির সাথে খাস একটা হুকুম ছিল। অর্থাৎ এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার ছিল যার উপর সাধারণ অবস্থার তুলনা করা সঠিক নয়।

২৭৪. জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ফজরের সুন্নাত পড়ার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ফজরের জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর সুন্নাত পড়া জায়েয এই শর্তে যে, এক রাকাত জামাআত পেতে হবে। আর সুন্নাত নামায আড়ালে আদায় করবে। জামাআত এর কাতারে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়বে না। ফজরের সুন্নাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে এই বিধান। যে ব্যক্তি জামাআত এর এক রাকাত পাবে সেও পূর্ণ জামাআত এর সাওয়াব পাবে।

২৭৫. দ্বীনী কিতাব পূর্ণ পড়া চাই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বান্দার মত হলো দ্বীনী কিতাব পূর্ণ পড়বে। সাহিত্যের সব কিতাব পড়া জরুরী নয়। দু-একটি কিতাবই যথেষ্ট। দ্বীনী কিতাবের দরসকে বাতেনী শোগলের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদি

সমস্ত দ্বীনী কিতাবের মর্ম বুঝে আসে তাহলে তো খুবই ভালো কথা। অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। যুক্তিবিদ্যার ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। মুখতাসারুল মা'আনী (আরবী অলংকারশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ। —অনুবাদক) খতম করা সমীচীন মনে হয়। এটাও একটি উপকারী শাস্ত্র এবং কার্যকরী দ্বীনী ব্যাপার। এরপর পরিমাণে অল্প হলেও অবশিষ্ট তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও উসূল বিষয়ক ইলম শিখবে। উসূলশাস্ত্রে তাওযীহ-তালবীহ (দুটি গ্রন্থের নাম) যথেষ্ট। যদিও উসূলশাস্ত্র সবাই বুঝেনি তারপরও এটা অত্যন্ত উপকারী শাস্ত্র। প্রয়োজনীয় বিষয় তো নূরুল আনওয়ার কিতাব দ্বারাই হাসিল হয়ে যায়।

২৭৬. দৌলতে আখেরাত অর্জনের উপর ব্যথা ও আফসোসও নেয়ামত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আখেরাতের দৌলত অর্জনের ওপর ব্যথা ও আফসোসও নেয়ামত। যা আগ্রহ থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আখেরাতের প্রতি আগ্রহ, যিকির ও শোগল ইলাল্লাহ এর দৌলত একমাত্র সৌভাগ্যবানদেরই নসীব হয়। আখেরাতের ব্যথার মতো সুস্বাদু কোনো ঔষুধ আর নেই। যাই হোক, যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করবেন। আর কখনো নির্ধারিত ওযীফা ছুটে গেলে অন্য সময় কাযা করবেন। অল্প শোগল যদি নিয়মিত হয় সেটাও ভালো। যিকিরের সময় কলবের মধ্যে যদি নড়াচড়া হয়, তাহলে খুব ভালো। নতুবা যথাসাধ্য খেয়াল রেখে যিকির করার চেষ্টা করবেন। কলবের প্রতি খুব ধ্যান-খেয়াল রাখবেন।

রামাযান শরীফে কুরআন শরীফ যত বেশি পারেন তিলাওয়াত করবেন। এটা সারা বছর কাজে আসবে। তবে শোগলের প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন।

দৈনিক আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের যিকির চার হাজার বার করবেন। সম্ভব না হলে কিছুদিন দুই হাজার বার করে করবেন। শীতকালে যেহেতু রাত বড় থাকে ঐ সময় বেশি বেশি যিকির করবেন।

২৭৭. উজুব বা খোদপসন্দীর চিকিৎসা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নিজের তিলাওয়াত শুনতে যদি ভালো লাগে অর্থাৎ মনের মধ্যে যদি এ খেয়াল আসে যে, মুকতাদীগণ আমার

তিলাওয়াত শুনে খুশী হয়েছেন। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তা করবে যে, এতে আমার কী কৃতিত্ব? সব হলো মহান আল্লাহর ইহসান ও অনুগ্রহ। এতে আমার কোনো ভূমিকা নেই।

সাথে সাথে এটাও চিন্তা করবে যে, আমি তো নাপাক পানির ফোঁটা থেকে সৃষ্ট একজন সাধারণ মানুষ। আমার সমস্ত গুণ হলো মহান আল্লাহর দান। অতঃপর লা হাওলা পড়ে বামদিকে থুতু ফেলবে।

যতবেশি সম্ভব আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের যিকির করবে। গাফলত এসে গেলে আর গাফলত বা উদাসীনতা মানুষের জন্য অপরিহার্য অনুষঙ্গ। সতর্ক হয়ে কান্নাকাটি করবে। দু'আ করবে। হে প্রভু! আমি আপনার বান্দা, আপনি আমাকে আপনার স্মরণ থেকে উদাসীন রাখবেন না।

এই উদাসীনতার ওপর ইসতিগফার ও লজ্জিত হওয়াকে জরুরী বানিয়ে নিন। কান্না না আসলে জোর করে কান্নার ভান করুন।

পবিত্র রামাযানের পর যিকির-শোগল আরো বাড়িয়ে দিবেন। মানুষের মুখ থেকে মাত্র ১ বার যিকিরের কালিমা উচ্চারিত হওয়াও অনেক বড় গনীমত। এটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। কাজ কর্ম করার সময়ও আল্লাহ আল্লাহ যিকির জারী রাখবেন।

সংখ্যা গণনা করার প্রয়োজন নেই। চলতে চলতে উঠতে-বসতে শ্বাসের দ্বারা, নড়াচড়ার মাধ্যমে, মুখের সাহায্যে যত বেশি পারেন যিকির করবেন।

২৭৮. সার্বক্ষণিকতার দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমি এ কথা বলব না যে মিশকাত শরীফ পড়া ছেড়ে দাও। কেননা, এটা দ্বীনের ভিত্তি। কিন্তু এটা অবশ্যই বলব যে অল্প অল্প করে সব পড়। আর যতটুকু সম্ভব হয় যিকির-শোগল অব্যাহত রাখ। যদি আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের যিকির নির্ধারিত পরিমাণ না হয়, তাহলে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করবে।

এখন সামনে আসছে শীত মৌসুম। রাত লম্বা হয়ে যাবে। শেষ রাতে ওঠার চেষ্টা করবে। সেটাও যদি না পার; তাহলে বাতেনী শোগলের উপর তুষ্ট থাকবে। যতটুকু হয় করবে।

হাদীসের কিতাবসমূহ পড়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর মেহনত একটু বেশি করতে হয়। এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। সবকিছুই হবে। প্রতিটি কাজ ধীরে ধীরে হয়। তাড়াহুড়ার দ্বারা কাজ হয় না।

যে কোনো কাজের উপর অটল থাকা চাই। যদিও তা পরিমাণে কমই হোক না কেন। যে কোনো কাজের সাথে লেগে থাকা এবং সার্বক্ষণিকতা বজায় রাখতে পারা দারুণ প্রশংসনীয় গুণ।

মরহুম মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.কে স্বপ্নে দেখা একটি ভালো স্বপ্ন। এটা স্বপ্ন দর্শনকারীর আমল কবুল হওয়ার লক্ষণ। শুকরিয়া আদায় করা দরকার। মাওলানা মরহুম তাঁর জীবদ্দশায় যবানের জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। স্বপ্নে সেটারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। তাঁকে স্বপ্নে দেখা আল্লাহ তা'আলার পথে সাহসী কাজের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

২৭৯. ফতওয়ার মাধ্যমে কোনো জিনিস জায়েয হলে তাতে অসুবিধা নেই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ফতওয়ার মাধ্যমে কোনো কিছু জায়েয হলে তাতে অসুবিধা নেই। বর্তমানে লেনদেন আর পানাহারের ক্ষেত্রে তাকওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। বাহ্যিক অবস্থা দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা হয়।

২৮০. মহিলা মানুষ অন্যকে বাইআত করতে পারে না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মহিলা মানুষ অন্যকে বাইআত করতে পারে না। পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে কেউ মহিলাদের বাইআত গ্রহণের অনুমতি দেননি।

যদি কোনো ব্যক্তি মহিলা মানুষকে বাইআতের খেলাফত দেয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। খেলাফতের পাগড়ি ও জুব্বা মহিলারা পেতে পারে না। অবশ্য যদি স্রেফ বরকতের জন্য মুরশিদ তাঁকে কোনো কিছু দেয়, তাহলে সে বরকতস্বরূপ সেটাকে নিজের কাছে রাখতে পারে। মহিলাদের জন্য অন্য কাউকে কিছু ওয়াযিফা বা যিকির আযকার বাতলে দেয়া জায়েয আছে। কিন্তু অন্যকে মুরীদ বানানো জায়েয নেই।

২৮১. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের উদ্দেশ্যে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমার দায়িত্ব হচ্ছে যারা আমার সাথে আত্মশুদ্ধিমূলক সম্পর্ক রাখেন তাদের মধ্যে কোনো ভুল দেখলে সে ব্যাপারে সতর্ক করা। যদিও আমি পীর হওয়ার যোগ্য নই। আমি নিজেকে কোনো অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব মনে করি না। অন্যদের আমার অনুসারীও ভাবি না। যদিও মানুষ আমার ব্যাপারে বিভিন্ন খেয়াল তাদের হৃদয়ে পোষণ করে।

যাই হোক, প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে অপরের মধ্যে কোনো দোষ দেখলে কল্যাণকামিতার নিয়তে সতর্ক করা। অতএব ভাইয়েরা মনোযোগ দিয়ে শুনুন—

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের উদ্দেশ্যে। দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নয়। দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষার জন্য।

আল্লাহ পাক বলেন : দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম মতো চলবে, সে দুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। দুনিয়ার জীবনে সে শান্তি পাবে। মৃত্যুর পরও পাবে পুরস্কার। পক্ষান্তরে যে অলসতায়-অবহেলায় জীবন কাটাবে সে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার এই পঞ্চাশ-ষাট বছরের জীবন যেহেতু খুবই সামান্য সময়মাত্র, তাই নফস ও শয়তানের ফাঁদে পড়ে কোটি কোটি বছরের আযাব ক্রয় করার মতো নির্বুদ্ধিতা আর হয় না।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি বুঝুন। মনে করুন জনৈক ব্যক্তি নিজের বাসা থেকে অত্যন্ত দামি একটি রত্ন নিয়ে বের হলো। তার ইচ্ছা হলো এটাকে কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি করবে। কিন্তু এই লোকটি যখন বাজারে গেল তখন বদমাশ ও ধোঁকাবাজ শ্রেণির কিছু মানুষের ধোঁকায় পড়ে রত্নটি বরবাদ করে ফেলল। ব্যবসা আর সে কী করবে? বরং ঐ বদমাশদের সাথে দু-চার ঘণ্টা আনন্দ-ফুর্তি করে যখন সে ঘরে ফিরল, তখন সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত। এখন ঘরের লোকজন ঐ মহামূল্যবান রত্ন তলব করল এবং লভ্যাংশ দাবি করল। কিন্তু যেহেতু ঐ রত্ন বরবাদ করে ফেলেছে, লাভ তো পরের কথা খোদ তার ঘরের লোকজনই তাকে মারধর করে চরমভাবে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিবে। এখন ঐ ব্যক্তির পেরেশানী আর অনুশোচনা ছাড়া কিছুই নেই।

ঠিক একই অবস্থা বান্দারও। সে তার আসল ঘর অর্থাৎ আখেরাত বা তার প্রথম ঘর ও শেষ ঠিকানা যেখান থেকে 'ঈমান' নামক মহারত্ন নিয়ে দুনিয়াতে এসেছে। যদি সে এ দুনিয়াতে এসে মহান আল্লাহর মর্জি মোতাবেক কাজ করে, তাহলে এ অমূল্য রত্ন আরো বাড়তে থাকে। আর আখেরাতে একে বাদশাহ বানিয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কর্মকাণ্ডের অর্থই হলো সেই অমূল্য রত্নকে বরবাদ করা। যদ্দরুন বিদ্রোহী, অবাধ্য ও উদাসীন হিসেবে আখেরাতের আযাব তাকে পাকড়াও করবে। যদিও সে এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় যতই আনন্দ খুশী করুক না কেন।

সুতরাং হে আমার স্নেহাস্পদগণ! তোমরা এমন গাফেল হবে না এবং এমন কাজ করবে না যার কারণে চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। সামান্য বিবেকবান মানুষও এমনটি করতে পারে না। মোটাবুদ্ধির আহমকও তো এটাকে সহ্য করতে পারবে না। সেখানে জ্ঞানী মানুষ কীভাবে এমন কাজ করতে পারে যদ্দরুন পরে লজ্জিত হতে হয়।

অতএব শোন! এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে প্রজা-সাধারণের উপর অত্যাচার করা, তাদের থেকে ঘুষ নেয়া প্রকারান্তরে নিজের উপরই জুলুম করা। এই এক পয়সা দু-পয়সা অন্যায়ভাবে নিয়ে এরা নিজেদের আখেরাতকে ধ্বংস করছে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : কাল কিয়ামতের দিন মাযলূমদের গুনাহ সমূহ যালিমদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম শরীফ : ২:৩২০) অতএব কত বড় আফসোসের ব্যাপার।

২৮২. ইমাম ছাহেব মুত্তাকী হলে ভালো

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নামায তো সবার পেছনেই হয়ে যায়। তবে ইমাম ছাহেব মুত্তাকী-পরহেযগার হলে ভালো।

২৮৩. কুরআনে কারীমের অনুবাদে বিনা উযূতে হাত লাগানো

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বিনা উযূতে কুরআনে কারীমের অনুবাদে হাত লাগানো নিষেধ।

২৮৪. একই তায়াম্মুমে উযূ ও গোসলের নিয়্যত করা এবং তাহিয়্যাতুল উযুর বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একই তায়াম্মুমে যদি গোসল ও উযূ উভয়টির নিয়্যত করে, তাহলে জায়েয আছে। আবার পৃথকভাবে করলেও জায়েয হবে। যার মনে চায় আগে করবে। যার মনে চায় পরে করবে। আর তাহিয়্যাতুল উযূ নামায পড়া সুন্নাত।

২৮৫. অসুস্থ অবস্থায় বসে আদায় করা নামাযের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : অসুস্থ অবস্থায় বসে বসে নামায পড়া জায়েয আছে। পুনরায় পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, আসলে বসে পড়ার যোগ্য ছিল না শুধু অলসতা করে বসে আদায় করে, তাহলে যেহেতু ঐ নামাযটি আদায় হয়নি সেহেতু সে নামাযটির কাযা আদায় করা ফরয। যে সুন্নাত বা নফল নামায নিয়ত করার পর ভেঙে দেয়া হয়, চাই তাকবীরের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে, ঐ নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

তাহাজ্জুদের রাকাতসমূহ তেরো, এগারো, নয়, সাত ইত্যাদি সবগুলো বিতিরসহ গণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তেরো রাকাত হলে দশ রাকাত তাহাজ্জুদ আর তিন রাকাত বিতির। এগারো রাকাত হলে আট রাকাত তাহাজ্জুদ তিন রাকাত বিতির।

২৮৬. ইহসানের হাকীকত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নিজেকে সব সময় মাওলা ও মাবূদের সামনে এমনভাবে খেয়াল করা যে, শরম ও লজ্জার হালত চলে আসে। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকেই 'ইহসান' বলে। এটা এমন গ্রহণযোগ্য এক নিসবত যা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। এটার নামই 'যিকরে কলবী'।

২৮৭. ব্যভিচারী ব্যক্তির জন্য ব্যভিচারিণী নারীর মা ও মেয়ে উভয়ে হারাম

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে পুরুষ মুশরিক নারী এবং তার মেয়ের সাথে ব্যভিচার করেছে, পরবর্তীতে যদি ঐ মহিলা এবং তার মেয়ে

মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে এই ব্যভিচারী পুরুষের জন্য মা ও মেয়ে উভয়ে হারাম হয়ে যাবে। কারো সাথেই তার বিবাহ জায়েয হবে না।

২৮৮. খুতবার আযান বর্জনকারী গুনাহগার হবে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : খুতবার আযান হযরত উছমান গণী রাযি. চালু করেন। এর উপর সমস্ত সাহাবী রাযি. একমত হয়েছেন। কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। সুতরাং এটা সুন্নাত সাব্যস্ত হলো। যে এই আযানকে বর্জন করবে সে গুনাহগার হবে।

২৮৯. কুর্তার বোতাম খুলে রাখাও সুন্নাত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সব সময় কুর্তার বোতাম খোলা রাখা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হিসেবে জায়েয আছে। আবার বোতাম লাগানোও সুন্নাত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো বোতাম লাগিয়েছেন। আবার কখনো কখনো বোতাম খোলা রেখেছেন।

২৯০. কাগজেরও আদব আছে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : লিখিত কাগজ যদিও চিঠিই হোক না কেন সেটার আদব বা সম্মান ঠিক রাখতে হবে। আদবের সাথে জ্বালালে জায়েয আছে। অক্ষরসমূহের সাথে বেআদবী করবে না।

২৯১. নামাযের মধ্যে সূরার সাথে বিসমিল্লাহ পড়া বৈধ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরার সাথে অনুচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া জায়েয।

২৯২. রুপাকে রুপার দ্বারা পরিবর্তন করার সময় সমান হওয়া জরুরী

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : রুপাকে রুপার মাধ্যমে পরিবর্তন করার সময় সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। যদি একদিকে রুপা বেশি থাকে, তাহলে সুদ হয়ে যাবে। যে দিকে রুপা কম ঐ দিকে অতিরিক্ত মূল্য সমপরিমাণ রুপা লাগিয়ে যদি পূরণ করে দেয়া হয়, তাহলে জায়েয আছে।

২৯৩. সুদের টাকায় হজ্ব করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে বটে কিন্তু সুদের গুনাহ হবে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : এমন ব্যক্তি যার জায়গীর থেকে আমদানি পাঁচ হাজার টাকা। আর তার খরচ মধ্যম পর্যায়ের। তবে তার উপর হজ্ব ফরয। এখন যদি সে সুদী ঋণের টাকায় হজ্বে যায় তাহলে যদিও সুদ দেয়ার গুনাহ হবে। কিন্তু ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

২৯৪. সুদের একটি পদ্ধতি

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ঋণ করে ক্রয় করাও সুদ। যদি ক্রয় করে তাহলে বিপরীত জিনিসের মাধ্যমে ক্রয় করবে এবং নগদ ক্রয় করবে। নতুবা সহীহ হবে না।

২৯৫. উভয় ঈদের তাকবীরে ইমামের অনুসরণ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : উভয় ঈদের নামাযে ইমাম ছাহেব যে কয়বার তাকবীর বলবেন আপনারাও তাঁর অনুসরণে সে কয়বারই তাকবীর বলুন।

মাসআলাটার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের রাযি. মধ্যেও মতভেদ হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. প্রতি রাকাতে তিন তাকবীর অর্থাৎ উভয় রাকাতে ৬ তাকবীরের মতকে পছন্দ করেছেন। আর অন্যান্য ইমামগণ বেশি তাকবীরের মত গ্রহণ করেছেন।

ভূপালবাসী ১৩টি তাকবীর বলে। যেহেতু এটাও হাদীসে আছে। কাজেই আপনারা এর বিরোধিতায় যাবেন না। ইমামের আনুগত্য করবেন। কেননা, এমন পরিস্থিতিতে ইমামের অনুসরণ জরুরী।

২৯৬. ভূপালে জুমুআর হুকুম

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ভূপালে যেহেতু ইসলামী হুকুমত আছে (অধুনালুপ্ত) কাজেই সেখানে জুমুআ সহীহ হবে। জুমুআর পরিবর্তে যোহর পড়লে হবে না।

২৯৭. নামাযের মধ্যে চোখ বন্ধ করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি চোখ বন্ধ রাখলে নামাযের মধ্যে খুশূ বা একাগ্রতা সৃষ্টি হয়, তাহলে চোখ বন্ধ করা মাকরূহ হবে না। অবশ্য চোখ বন্ধ না করাই ভালো।

২৯৮. শয়তান প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি অবলম্বন করতে পারে না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُوْرَتِيْ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে নিশ্চয়ই আমাকেই দেখল কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৬৬)

আর শয়তান পীর ছাহেবের আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এটা হাদীসের কথা নয় বরং মাশায়িখে ইযামের ইজতিহাদ নাকি অন্য কিছু, আমার জানা নেই।

২৯৯. আউয়াবীন নামায দুই রাকাত দুই রাকাত করে অথবা এক সালামে চার রাকাত পড়া উভয়টিই জায়েয

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মাগরিবের পরে নফল নামায ছয় রাকাত। চাই দুই দুই রাকাত করে পড়ুক অথবা চাই এক সালামে দুই রাকাত বা এক সালামে চার রাকাত পড়ুক, উভয় পদ্ধতিই সহীহ।

৩০০. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ বরকতের উপলক্ষ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ অত্যন্ত সৌভাগ্য ও বরকতময় ব্যাপার। যেখানেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা হয় সেখানেই ফেরেশতা নাযিল হন এবং রহমত অবতীর্ণ হয়।

এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু যদি এর সাথে কোনো খারাবী সংযুক্ত হয় অথবা শরীয়তবিরোধী কোনো কিছু পাওয়া যায়, তাহলে ঐ সময় ঐ মজলিসে ঐ শরীয়তবিরোধী বিদআতী কাজের কারণে শরীক হওয়া জায়েয হবে না।

মনে করুন, নফল নামায। একটি উত্তম ইবাদত। কিন্তু যখন এর সাথে অন্য কিছুর সংযোগ ঘটে তখন সেটাও মাকরূহ হয়ে যায়।

বর্তমান যুগে বহুল প্রচলিত মিলাদ মাহফিলেও যেহেতু শরীয়তপরিপন্থী অনেক কিছু পাওয়া যায় তাই এটা নাজায়িয ও বিদআত। শরীয়তের সাথে সম্পর্কহীন মানুষগুলো তো এই মিলাদকে জুমুআ ও জামা'আতের থেকেও বেশি জরুরী মনে করে!! আর যারা মিলাদ পড়ে না তাদের তিরস্কার করে। নতুবা বাস্তবিকপক্ষে তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ ও তাঁর আলোচনা বরকতের উপলক্ষ।

অতএব হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর এ জাতীয় আলোচনার মাহফিলকে জায়িয লেখার কারণ হলো তখন এর মধ্যে কোনো বিদআত প্রবেশ করেনি। কিন্তু বর্তমান যুগে এই সব মাহফিল ও মজলিসকে কেন্দ্র করে যেসব বাড়াবাড়ি হচ্ছে তখন এটাকে আর বিদআত না বলে উপায় নেই। এ জন্য তোমরা এ জাতীয় মাহফিলে কখনো শরীক হবে না।

কিয়াম (মিলাদের মধ্যে দাঁড়ানো) এরও একই বিধান। অর্থাৎ এটাও বিদআত।

৩০১. দুগ্ধপানের সময়সীমার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : একটি হাদীসে এসেছে যে, জনৈকা মহিলা একজন যুবককে দুধ পান করান এবং তার সাথে হুরমতও প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. ব্যতীত অন্য সকল সাহাবীর মতে ঐ হুরমত ঐ ব্যক্তির সাথেই খাস। [কেননা এটা তো দুগ্ধপানের নির্ধারিত সময়সীমার পরে হয়েছে] কেননা দুগ্ধপানের সময়সীমা হলো দুই বছর বা আড়াই বছর। কাজেই এটাকে আম হুকুম বা ব্যাপক বিধান হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

৩০২. গরু কুরবানী করার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : গরু কুরবানী করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এবং খাওয়াও প্রমাণিত। বাকি এটা খেলে অসুখ হওয়া সেটা ভিন্ন ব্যাপার। অনেক জিনিস হালাল হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু সমস্যা হয়।

৩০৩. গোশত বেশি খেলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : গোশত বেশি খেলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। এ জন্য মাশায়েখ হাযারাত গোশত বেশি খাওয়াকে সমীচীন মনে করেন না। যদিও মুবাহ। সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন গোশত খাবে। বাকি দুই-তিন দিন ডাল ইত্যাদি খাবে। এটা আহলে রিয়াযত বা সাধনাকারীদের মাসআলা। বৈধ-অবৈধ হওয়ার সাথে এর সম্পর্ক নাই।

৩০৪. ঈসালে ছাওয়াবের জিনিস সম্মানের সাথে দেয়া উচিত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ঈসালে ছাওয়াবের জিনিস চাই সামান্য এক মুষ্টিই হোক না কেন, সম্মানের সাথে দেয়া চাই। পোলাও এর রেকাবী কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে দিল এটা অসম্মান হলো। আর শুকনো রুটি যদি কাউকে পাশে বসিয়ে ইযযতের সাথে খাওয়ায় তাহলে এটা হলো সম্মান প্রদর্শন। নির্দিষ্ট দিনে ঈসালে ছাওয়াব করার কোনোই প্রয়োজন নেই। নগদ টাকা হোক বা খানা হোক যদি গরীব কাউকে এ নিয়্যতে দেয় যে, এর দ্বারা আহলে সিলসিলা বা সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরামের রূহে ছাওয়াব পৌঁছবে, ব্যস, যথেষ্ট। যে কোনো দিন ঈসালে ছাওয়াব করা যায়। মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কী প্রয়োজন?

৩০৫. ইশরাকের সময়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সূর্য ওঠার দশ-পনেরো মিনিট পরই ইশরাকের সময় হয়ে যায়। আর সূর্য ওঠার তিন ঘণ্টা পর চাশতের সময় হয়ে যায়। ইশরাক নামায দুই রাকাত বা চার রাকাত আর চাশতের নামায দুই রাকাত থেকে শুরু করে বারো রাকাত পর্যন্ত। কোনো সূরা নির্ধারিত নেই।

৩০৬. নতুন জুতা পবিত্র

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নতুন জুতা পবিত্র। চাই মুসলমান থেকে ক্রয় করা হোক অথবা কাফের থেকে।

৩০৭. তাওয়াক্কুলের হাকীকত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : তাওয়াক্কুল এর হাকীকত বা মর্ম হলো : মানুষের হাতে যা কিছু আছে সেটার ওপর কোনো ভরসাই করবে না বরং একমাত্র মহান আল্লাহর উপর ভরসা করবে।

উপার্জন পরিত্যাগ করাকে তাওয়াক্কুল বলে না। উপার্জন করবেন কিন্তু ঐ উপার্জন এর উপর একদমই ভরসা করবেন না। ভরসা করবেন আল্লাহ তাআলার উপর।

৩০৮. মক্কা মুকাররামায় গুনাহ্ করা মারাত্মক অন্যায়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মক্কা মুকাররামায় গুনাহ করা অন্য কোনো স্থানে গুনাহ করার তুলনায় বেশি অন্যায়। লক্ষ গুণ নয়। কিন্তু অনেক বেশি।

৩০৯. সূর্য হেলে পড়ার পর যোহরের নামাযের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি সূর্য হেলে পড়ে তবে যোহরের নামায আদায় হয়ে যায়। আর যদি না হেলে তাহলে আদায় হবে না। বারোটা বাজল কি না সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। সূর্য (পশ্চিম আকাশে) হেলে পড়ছে কি না সেটা হলো বিবেচ্য বিষয়। বারোটা বাজা তো আগে-পিছে হয়।

৩১০. ফাতেহাখানীর বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : খানা শিরনী ইত্যাদির উপর সূরা ফাতিহা ইত্যাদি পড়া বিদআত। এমনটি করবে না। চাই একাই হোক না কেন।

ছারপোকা ইত্যাদির সাথে অযথা খেলাধুলা করা মাকরূহ। বেশি নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে, এমন নড়াচড়া করবেন না।

৩১১. মিহরাবের সংজ্ঞা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কিবলার দেয়ালের মাঝামাঝি ইমাম ছাহেবের জন্য যে নির্দিষ্ট স্থান বানানো হয়, সেটাকেই 'মিহরাব' বলে।

মিহরাবের ভিতরে দাঁড়ানোটা যেহেতু ইহুদীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইমাম ছাহেবের অবস্থাও অস্পষ্ট থাকে, বিধায় মাকরূহ। এটা ঐ সময় যখন পা মিহরাবের ভিতরে থাকবে। কিন্তু যদি পা মিহরাবের বাইরে থাকে, তাহলে মাকরূহ হবে না।

আর দুই পিলারের মাঝখানে ইমাম ছাহেবের দাঁড়ানোটা মিহরাবের সাথে সাদৃশ্যের দরূন মাকরূহ।

৩১২. যিকিরের প্রকৃত উদ্দেশ্য

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যিকর এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে : মহান আল্লাহর পবিত্র নামের ধ্যান-খেয়াল মনের মধ্যে সব সময় উপস্থিত রাখা। মহান আল্লাহর স্মরণ যত বেশি হবে ততই ভালো।

৩১৩. শোকর আদায়ের ইচ্ছা হওয়াও একটি নিয়ামত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মানুষের শরীরের হাজার হাজার লোমকূপের যদি হাজার হাজার যবান হয়ে যায় আর মহান আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয় তারপরও শোকর আদায় হবে না। বরং নেয়ামতের শোকর আদায়ের প্রতিটি ইচ্ছাও এক একটি বড় নেয়ামত।

৩১৪. আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হে আমার স্নেহাস্পদগণ! তোমাদের কিসের পেরেশানী? তোমরা আয়াতে কারীমাহ—

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

"আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট"। (সূরা তালাক, আয়াত : ৩)-এর ওপর তুষ্ট থাক।

আর মাদরাসার সাথে তোমার সম্পর্ক শুধু এতটুকুই থাকবে যে, দরস দিতে থাকবে। যদি আল্লাহ তা'আলা মাদরাসা বন্ধ করে দেন তবে তুমি নিজ

ঘরে বসে থাকবে। শহরবাসীর নিকট যদি তোমার দরস মঞ্জুর না হয়, তাহলে অন্য দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তুমি কেন পেরেশান হও? খবরও রাখবে না যে কী হচ্ছে। নিজের কাজ করতে থাকো।

বর্তমানে ঝগড়া শুধু এই বিষয় নিয়ে যে আহলে শূরা আরো বেশি হোক। তোমার সমস্যা কী? তুমি তোমার কাজ অব্যাহত রাখ।

৩১৫. সুন্নাতের অনুসরণের বিকল্প নেই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যেহেতু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত মুক্তি ও সফলতার আর কোনো পথ নেই এ জন্য সুন্নাত অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্যই বাইআত করা হয়। আর এটার জন্যই ইলম অর্জন করা হয়। এটা না থাকলে সবকিছু অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য।

এ ব্যাপারে বেশি কিছুর লেখার প্রয়োজন নেই। কেননা, কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন :

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো।"

(সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯)

অন্যত্র বলেছেন :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ "(হে নবী) আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩১)

৩১৬. আল্লাহ তা'আলার সত্তা পবিত্র

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আল্লাহ তা'আলার সত্তা পবিত্র। আল্লাহ তা'আলার কথার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

অর্থাৎ "কথাবার্তায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে আছে?"

(সূরা নিসা, আয়াত : ১২২)

যদি কোনো ব্যক্তি মহান আল্লাহর ব্যাপারে এর বিপরীত আকীদা পোষণ করে অথবা মুখে উচ্চারণ করে যে, আল্লাহ পাক মিথ্যা বলেন!! তাহলে ঐ ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে কাফের। কুরআন-হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী ব্যক্তি। সে কক্ষনো মুমিন নয়।

وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا

"অর্থাৎ যালিমগণ যা কিছু বলছে তার থেকে মহান আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে"। (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৪৩)

পক্ষান্তরে যাঁরা ঈমানদার, তাঁদের প্রত্যেকের অকাট্য বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ যাদের জাহান্নামী হওয়ার কথা বলেছেন যেমন ফিরআউন, হামান, আবূ লাহাব এরা অবশ্যই অবশ্যই জাহান্নামী। এটা অকাট্য ফয়সালা। এর বিপরীত কখনোই হবে না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মহান আল্লাহ এটার উপর সক্ষম যে, তিনি ইচ্ছা করলে কাফেরদের জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন এবং নেককার পরহেযগারদের জাহান্নামে প্রবেশ করাতে পারেন। আয়াতে কারীমাহ—

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ "যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তাহলে দিতেই পারেন। কেননা, তারা তো নিশ্চয়ই আপনারই বান্দা আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন তাহলে সে অধিকারও আপনার আছে। কেননা নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী সুকৌশলী"। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ১১৮)

এর তাফসীরে ইমামুল মুফাসসিরীন রাঈসুল মুতাকাল্লিমীন ফখরুদ্দীন রাযী রহ. তাফসীরে কাবীরে এ কথা লিখেছেন। তিনি আরো লিখেছেন :

لِاَنَّ الْمُلْكَ مُلْكُه وَ لَا اِعْتِرَاضَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "কেননা সাম্রাজ্য তো একমাত্র আল্লাহরই। আর এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার অধিকার কারো নেই"।

(আত তাফসীরুল কাবীর ৬:১১৮)

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেন :

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُوْنَ

অর্থাৎ "আল্লাহ যা কিছু করেছেন এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে না বরং তাদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

যদিও মহান আল্লাহ কখনো এমনটি করবেন না যে, ভালো মানুষদের জাহান্নামে দিয়ে দিবেন। কেননা, তিনি বলেছেন :

وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ "আমি চাইলে তোমাদের সকলকে হিদায়েত দিতে পারতাম কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে যে, আমি অবশ্যই অবশ্যই জাহান্নামকে (অবাধ্য) জ্বিন ও মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করব"।

(সূরা সাজদাহ, আয়াত : ১৩)

এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহান আল্লাহ চাইলে সবাইকে মুমিন বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যেটা বলেছেন সেটার বিপরীত করবেন না। আর কাউকে কাফের বানিয়ে দেয়া বা কাউকে ঈমানদার বানিয়ে দেয়া মহান আল্লাহর নিজ এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ "তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন"। (সূরা বুরূজ, আয়াত : ১৬)

উম্মাতের সমস্ত আলেমের আকীদা এটাই।

৩১৭. বণ্টনবিহীন যৌথ সম্পত্তির হেবা প্রসঙ্গ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বণ্টনবিহীন যৌথ সম্পত্তির হেবা বা দান জায়েয নেই। যদিও শরীককেই দেয়া হোক না কেন। অবশ্য শরীকের হাতে বিক্রি করে মূল্য হেবা করতে পারে।

৩১৮. মহিলাদের জামাআত মাকরূহ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মহিলাদের জামাআত মাকরূহ। কিন্তু যদি জামাআত করেই ফেলে তবে ইমাম মাঝখানে দাঁড়াবে। উচ্চস্বরে নামাযে কিরাআত জোরে পড়বে।

৩১৯. মুসাফির ব্যক্তির জন্য তারাবীহ না পড়ার অবকাশ আছে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মুসাফির ব্যক্তির তারাবীহ এবং অন্যান্য সুন্নাত না পড়ার অবকাশ আছে।

৩২০. কাফেরকে কুরবানীর গোশত দেয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কুরবানীর গোশত কাফেরকে দেয়া জায়েয আছে। তবে ঐ কুরবানীর জন্তুর চামড়া বিক্রি করে মিসকীনকে দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। মসজিদের মধ্যে রুটি খাওয়ানোও জায়িয নেই। অবশ্য যদি বাজার থেকে রুটি এনে মালিক বানিয়ে দেয় তাহলে জায়িয হবে। যদি চতুষ্পদ জন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হবে।

৩২১. ظا ، دال ، ضاد তিনটি পৃথক পৃথক হরফ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : دال ، ضاد এবং ظا তিনটি হরফই ভিন্ন ভিন্ন ও পৃথক। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে এক মনে করা বা একভাবে পড়া জায়েয নেই। আর যে ব্যক্তি ضاد কে তার আসল মাখরাজ থেকে আদায় করার সামর্থ্য রাখে না যদি সে 'দাল' এর আকৃতিতে পুর উচ্চারণ করে, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। কেননা, দাল পুর কোনো স্বতন্ত্র হরফ নয়।

অতএব যে ব্যক্তি দাল পুরের সূরতে ضاد হরফটি উচ্চারণ করে, কিন্তু সে আসল মাখরাজ হতে অপারগতার দরুন উচ্চারণ করতে পারে না, তার নামাযও আদায় হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ضاد কে খালেস دال অথবা খালেস ظا উচ্চারণ করে অধিকাংশ ইমামের মতে তার নামাযও হয়ে যাবে।

৩২২. স্বীয় হক আদায়ের জন্য ঝগড়া করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ব্যক্তিগত দাবি-দাওয়া সব ছেড়ে দাও। আল্লাহই সাহায্য করবেন। অন্যের যিম্মায় তোমার যে হক আছে যদি সে সেটা দিয়ে দেয় তাহলে তো ভালো নতুবা ধৈর্যধারণ কর। আর তোমার দায়িত্বে অন্যদের যে হক আছে সেগুলো হকদারদের পৌঁছে দাও। কখনো নিজের নিকট রেখে দিবে না।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নিজের হকসমূহ এবং সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার হক মাফ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা মাফ না করে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : "যদি কেউ ঝগড়া পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহর জন্য নিজের হকসমূহ অন্যদের জন্য ছেড়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে একটি বাড়ি দান করবেন"।

এ জন্য স্বীয় দাবি বিলকুল ছেড়ে দাও। চাই তুমি হকের উপর থাক অথবা না হকের উপর।

আল্লাহ তা'আলা রিযকপ্রদানকারী। যাদের নিকট কোনো সম্পদ নেই, মহান আল্লাহ তো তাদেরও খাওয়ান। কেউ ব্যবসা করে। কেউ চাকরি করে। দুনিয়ার জীবন তো মাত্র কয়েকদিনের। কোনো রকমে জীবনটা পার করতে পারলেই হলো। কিন্তু কোনোভাবেই যেন দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। দ্বীন যেন সংরক্ষিত থাকে। অন্য কোনো জিনিস হোক বা না হোক।

ব্যাপারটির শরীয়তগত উত্তর যদি দেই তাহলে বলব : যেহেতু বাহ্যিকভাবে এর উপর তোমার জীবিকা নির্ভরশীল। এ জন্য তোমার হক উসূল করার জন্য ঝগড়া করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি এটা জানা থাকে যে, হক হাসিল করার সূরতে অন্যদের উপর যুলুম হবে। তাহলে এ দাবি পরিত্যাগ কর। কিন্তু আমি জানি ইংরেজ আদালত পর্যন্ত ব্যাপারটি নিয়ে গেলে মিথ্যা কথা ও ধোঁকাবাজি ছাড়া কাজ হবে না। এ জন্য আমি আমার নিজস্ব মতামত বলছি। সেটা হচ্ছে এই যে, যদি সততা ও সাধুতা রক্ষা করে এ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে কম-বেশি যা কিছু হাসিল করতে পার কর। কোনো সমস্যা নেই। আর এভাবে সম্ভব না হলে মহান আল্লাহর উপর সোপর্দ করে ধৈর্যধারণ কর। তিনিই নিজ বান্দাগণের সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা নিজ অন্তরকে সান্ত্বনা দাও। যদিও আমি জানি যে, নফস এ ক্ষেত্রে খুব ঝগড়া করবে। কিন্তু আমাদের কাজ হলো সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা।

৩২৩. যিকিরের তাওফীক অনেক বড় নেয়ামত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আল্লাহ পাকের কসম, যিকিরের তাওফীক নসীব হওয়া এত বড় কারামত যে, হাজার হাজার কাশফ ও অতি মানবীয় ইবাদতও তার সামনে কিছু নয়।

আল্লাহর ওলীগণ যাকে যিকিরের মধ্যে ব্যস্ত দেখেন তাকে খেলাফতনামা দিয়ে দেন। আর যাকে দেখেন যে, তিনি যিকির ছেড়ে দিয়েছেন, তার থেকে খেলাফতনামা ফিরিয়ে নেন।

৩২৪. যা কিছু হয় সব তাকদীরে লেখা আছে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : দুনিয়াতে এমন মানুষ কে আছে যার ব্যাপারে মানুষ সমালোচনা করেনি? স্বয়ং দোজাহানের গর্ব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত তারা ছাড়েনি। এ জন্য এটার কোনো ফিকির করবেন না। আল্লাহ পাকের উপর সবকিছু সোপর্দ করে দিন। আর আপনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু করতে থাকুন। কেউ কিছু করতে পারে না। যা কিছু হয় সবকিছু তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে।

৩২৫. শাইখ হলেন বাহ্যিক এক মাধ্যমমাত্র

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত যে পরিমাণ সম্ভব যিকির শোগল অব্যাহত রাখুন। কান্নাকাটি, আখেরাত এর আগ্রহ, সবকিছু বরকতময় ব্যাপার। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফায়যান বা বিশেষ দান।

শাইখ বা পীর ছাহেব দূরে থাকুন বা কাছে, বাহ্যিক এক মাধ্যম বা উপলক্ষমাত্র। নতুবা সমস্ত ফয়েয মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। যিনি সর্বত্র বিরাজমান। যখনই সুযোগ হয় মুরাকাবায় বসে পড়ুন। সময় নির্ধারিত করা কোনো জরুরী বিষয় নয়।

৩২৬. মানুষের উচিত দুনিয়াবী কাজও আখেরাতের জন্য করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মানুষের উচিত তাদের দুনিয়াবী কাজগুলোও আখেরাতের জন্য করা। এর ফলে ঐ দুনিয়াবী কাজগুলোও ইবাদত হয়ে যাবে।

৩২৭. আল্লাহ তা'আলা যেটা নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটা হবেই

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আল্লাহ পাক যেটা নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটা হবেই। তারপরও মানুষ কেন অযথা নিজের মুখ কালো

করে? নতুবা ভালো-মন্দ সব তো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মাদরাসাগুলোকে টিকিয়ে রাখা মহান আল্লাহ মঞ্জুর করে রেখেছেন, অতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এর মধ্যে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

৩২৮. মহান আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারকারীর বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি কোনো ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করে যে, এটা আল্লাহ পাকের হুকুম এবং এটাই সুন্নাত কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এটাকে স্বীয় রেওয়াজের কারণে লজ্জা ও সংকোচের উপলক্ষ মনে করে, তাহলে এটা তার কুফর ও হক কাজের বিরোধিতার উপলক্ষ হয়ে যেতে পারে। এই হতভাগা অভিশপ্ত আপন কুফরী রসম রেওয়াজকে মহান আল্লাহর বিধান থেকে ভালো মনে করে।

অতএব এ জাতীয় মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অত্যন্ত হক কাজ। এর সাথে আত্মীয়তা ও সম্পর্ক রাখা সম্পূর্ণ নিষেধ। বরং তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তাকে মহান আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত মনে করে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কস্মিনকালেও এ ব্যক্তির জানাযার নামাযও পড়বে না। যেহেতু সে কাফের। হাদীস, ফিকহ ও আকীদাসমূহের কিতাবে এমনটিই আছে।

৩২৯. দুই নামাযকে একত্রিত করার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : আমাদের ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট جمع بين الصلاتين বা দুই নামাযকে একই ওয়াক্তে পড়া কোনোভাবেই জায়েয নেই। তবে جمع صورى বা আকৃতিগতভাবে একত্রিকরণ যেমন যোহরের নামায শেষ ওয়াক্তে পড়বে। এরপর একটু ধৈর্য ধরবে। আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর আসরকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করবে। তো এভাবে দুই নামাযকে জমা করা জায়েয আছে। এমনিভাবে মাগরিবকে শেষ ওয়াক্তে আর ইশাকে শুরু ওয়াক্তে আদায় করা জায়েয আছে। যদি অসুখ অথবা অন্য কোনো অপারগতা থাকে। নতুবা জায়েয নেই।

৩৩০. জুমুআ এবং যোহর নামাযের ওয়াক্ত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নামায পড়ার জন্য সময় হয়ে যাওয়াটা হলো আসল। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পর মূল ছায়া বাদ দিয়ে 'এক মিছিল' এর মধ্যে জুমু'আ বা যোহরের নামায পড়ে নেয়া উচিত।

৩৩১. আলোকিত হওয়ার সীমারেখা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ অর্থাৎ "তোমরা ফজরের নামায আলোতে পড়।" (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৪) إِسْفَارْ বা আলোকিত হওয়ার সীমারেখা হলো সুবহে সাদিক উজ্জ্বল হয়ে যাওয়া। যা সুবহে সাদিকের প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হয়। বাকি সব হলো বাহুল্য কথা।

৩৩২. আসর নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : সূর্যের রঙ পরিবর্তন হওয়ার আগেই আসরের নামায পড়ে নেয়া মুস্তাহাব। তবে সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিল আউয়াল ওয়াক্তে পড়া। সুতরাং মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যেই পড়ে নিবে।

অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের নিকট নামাযের মধ্যে জলদি করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ আউয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করা উচিত। জলদি করার মর্ম হলো আউয়াল ওয়াক্ত হতে নামাযের প্রস্তুতি আরম্ভ করবে। আর প্রস্তুতির পর প্রথম অর্ধাংশে নামায পড়ে নিবে।

৩৩৩. যোহর নামাযের ওয়াক্ত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যোহরের নামাযের ওয়াক্তের ক্ষেত্রে প্রথম মিছিল এবং ছায়ায়ে আসলী হলো সর্বসম্মত বিষয়। আর পুরো সময় পরিপূর্ণ। তো পুরো ওয়াক্তে যোহরের নামায কারাহাতে তানযীহী ছাড়া আদায় হয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নামায থেকে ফারেগ হয়ে যাবে।

প্রথম মিছিল এর দ্বিতীয় অর্ধেক মাকরূহ হওয়ার কথা কেউ লিখেননি। আর যখন ছায়ায়ে আসলী ও মিছলে আউয়াল বের হয়ে গেল, তখনই মতভেদপূর্ণ সময় এসে গেল। এ জন্য উত্তম হলো প্রথম মিছিল এর মধ্যেই নামায পড়ে নেয়া।

'ইবরাদ' বা যোহরের নামায ঠাণ্ডায় আদায় করার জন্য প্রথম মিছিল এর অর্ধাংশই যথেষ্ট।

বাকি থাকল কয়টা বাজে যোহর পড়বে? বান্দা কখনো এটার হিসাবও করেনি। আমার ব্যক্তিগত আমল হলো শীত-মৌসুমে একটার দিকে ফারেগ হয়ে যাওয়া। আর গ্রীষ্ম-মৌসুমে দুইটার দিকে ফারেগ হওয়া।

এভাবেই সময় নির্ধারিত করে নিবেন। সাধারণ মানুষের আপত্তির প্রতি কর্ণপাত করবেন না। তাদের আনুগত্য করলে কখনো জামাআতের নামাযের ইন্তিযাম হবে না।

৩৩৫. আসর নামাযের সঠিক সময়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন :

প্রিয় ভাই মৌলবী মুহাম্মাদ সিদ্দীক ছাহেব!

আসসালামু আলাইকুম!

আসর নামাযের সঠিক ওয়াক্ত সম্পর্কে হাদীস শরীফে প্রত্যেক "জিনিসের ছায়া (ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত) তার সমপরিমাণ হওয়া" মর্মে যে বক্তব্য এসেছে এটাই আমার নিকট শক্তিশালী মনে হয়। হাদীস শরীফ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। দ্বিগুণ হওয়ার কথা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ জন্য ছায়া সমপরিমাণ (অর্থাৎ এক মিস্‌ল) হওয়ার পর আসর নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে। তবে সতর্কতা দ্বিগুণ হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি।

ওয়াস সালাম

৩৩৬. জামাআতে নামায আদায়কালে মুসল্লীদের কাঁধ ও পা মিলানোর ব্যাখ্যা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কাঁধ এবং পা মিলানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাতার সোজা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বরাবর রাখা। যদি বাস্তবে মিলানোই উদ্দেশ্য হতো তাহলে একজনের টাখনুর সাথে আরেকজনের টাখনু কীভাবে মিলবে?

অতএব যদি কেউ পা চওড়া করে নামাযের মধ্যে দাঁড়ায় এবং ছড়িয়ে রাখে তাহলে এটা হবে খুশু-খুযূর বিপরীত কাজ এবং অন্য মানুষের জন্য পীড়াদায়ক কাজ।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ تَرَاصُّوْا فِي الصُّفُوْفِ তথা “তোমরা কাতার সোজা করো।” (আল মুজামুস সাগীর লিত তবারানী, হাদীস নং ৩৩০) এটাই কাতার সোজা করার দলীল।

৩৩৭. কাফেরদের রসমসমূহ পালনকারীর ইমামত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে ব্যক্তি কাফেরদের বদ রসমসমূহ পালন করে এবং তাতে শরীক হয়, এমন ব্যক্তির ইমামত মাকরূহে তাহরীমী।

৩৩৮. দ্বিতীয় জামাআতের হুকুম

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ। এ জন্য পৃথকভাবে পড়ে নেয়াই ভালো।

৩৩৯. দুনিয়ার প্রতি লালায়িত ব্যক্তির ইমামত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ঐ ইমামের পেছনেও নামায আদায় হয়ে যায়, যিনি দুনিয়ার প্রতি লালায়িত। আলাদা পড়ার চেয়ে এমন ইমামের পেছনে নামায পড়াও ভালো।

৩৪০. একবার তারাবীহ এর নামায পড়ে অন্যত্র তারাবীহতে শামিল হওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে সূরতে লোকজন জমা হলে মসজিদের অসম্মান হয় এমন সূরতে চুপে চুপে খতম করে দেয়া এবং কাউকে সংবাদ না দেয়াটাই উত্তম ও সমীচীন।

আর যে ব্যক্তি বিশ রাকাত তারাবীহ পড়ে ফেলেছে অতঃপর কোনো মসজিদে তারাবীহ হতে দেখে তাতে শরীক হয়ে গেল, তো এতে কোনো অসুবিধা নেই বরং এটা সাওয়াবের কাজ।

৩৪১. তারাবীহ এর মধ্যে সূরা ইখলাস একাধিক বার পাঠ করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : অনেক স্থানে তারাবীহ এর নামাযে সূরা ইখলাস বারবার পড়া হয়। এর কারণ হলো প্রথমবার কুরআনে

কারীমের সূরা হওয়ার নিয়্যতে পড়ে। দ্বিতীয়বার এই খেয়ালে পড়ে যে, যা কিছু ভুলভ্রান্তি কুরআনে কারীমের মধ্যে হয়ে গেছে, সেটার যেন ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। যেহেতু এই সূরা পুরো কুরআনে কারীমের এক-তৃতীয়াংশ।

ফিকহের কোনো কোনো গ্রন্থে লিখা আছে যে, “এতে কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি যে কোনো সূরা একাধিকবার পড়া যায়।” কিন্তু এটাকে সুন্নাত মনে করবে না। সুন্নাত মনে করে পড়লে বিদআত হবে।

৩৪২. মাকরূহ ওয়াক্তে আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মাকরূহ ওয়াক্তে নামায আদায় করা হলে ঐ নামায পুনরায় পড়া উচিত। যদিও আসরকে মাগরিবের পর পড়বে। কেননা, এর দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

৩৪৩. অনুমতি ব্যতীত আমানত ব্যয় করাটা খেয়ানত

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মালিক এর অনুমতি ব্যতীত আমানত ব্যয় করে ফেললে খেয়ানত হবে। গুনাহ হবে।

৩৪৪. জামাআতের জন্য এক মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে যাওয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : জামাআত ছেড়ে অন্য মসজিদে এই উদ্দেশ্যে যাওয়া যে, পুরো নামায ইমাম ছাহেবের সাথে পাওয়া যাবে। কখনো যাবেন না। কেননা, এর দ্বারা মুসলমানদের জামাআত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তো একেবারেই সুস্পষ্ট। আর অন্য স্থানে জামাআত পাওয়াটাও নিশ্চিত নয় বরং সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যাপার মাত্র। এর দ্বারা এই মসজিদের হক নষ্ট করা হয় এবং অপবাদ ও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য হয়ে যায়।

৩৪৫. যে মসজিদে মানুষ জুমুআর নামায পড়ে সেখানে নামায পড়লে সাওয়াব বেশি হবে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে মসজিদে লোকজন জুমুআর নামায পড়ে, সেখানে নামায পড়লে সাওয়াব বেশি হবে। অবশ্য সাওয়াব

তখনই বেশি হবে যখন সেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সব সময় জুমুআ হবে এবং বেশি বেশি মুসল্লী হবে।

৩৪৬. বিদআতী ইমামের পেছনে নামাযের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বিদআতী ইমামের পেছনে নামায পড়লে গুনাহ হবে, যদি অন্য কোনো স্থানে সুন্নাতের অনুসারী ইমাম পাওয়া যায়।

জামে মসজিদে নামায আদায় করলে পাঁচশত রাকাত নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়। আরো কিছু কারণে এ সাওয়াব আরো বৃদ্ধি পায়।

৩৪৭. স্টেশন যদি শহরের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে কসর করবে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : স্টেশন যদি শহরের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে তো থাকলই। কিন্তু যদি শহরের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে কসর করবে। যেসব নামায পূর্বে আদায় করা হয়েছে, সেগুলো পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই।

'স্টেশন শহরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত' কথাটার অর্থ হলো রেলগাড়ি শহরের মধ্য দিয়ে চলাচল করে। যেমন দিল্লীতে এ ব্যবস্থা আছে। কাজেই সেখানে স্টেশনে কসর হবে না। আর এটার ভিত্তি দেখার উপর নয় বরং প্রবেশের উপর।

৩৪৮. যাকাতের মধ্যে শস্য দেয়া জায়েয আছে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যাকাতের মধ্যে শস্য দেয়া জায়েয আছে। বাজার-মূল্য জেনে ঐ মূল্য সমপরিমাণ শস্য যদি দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৩৪৯. গর্ভপাতের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : জান আসার পূর্বে (চার মাস) বিশেষ অপারগতার কারণে গর্ভপাত বৈধ। কিন্তু উত্তম নয়। আর জান এসে যাওয়ার পর হারাম।

৩৫০. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরকে যাকাত দেয়া

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি স্ত্রী ছাহেবে নেছাব হয় আর স্বামী ফকীর হয় অথবা স্বামী ছাহেবে নেছাব আর স্ত্রী ফকীর হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কারো জন্য স্বীয় মালের যাকাত অন্যকে দেয়া জায়েয হবে না।

স্বামীর যদি বসবাসের বাড়ি থাকে কিন্তু সে স্ত্রীর বাড়িতে থাকে, তাহলে তার ওপর ঐ বাড়ির যাকাত ফরয হবে। আবার কেউ তাকে যাকাত দিলে সেটা গ্রহণ করাও বৈধ। কিন্তু ধনী স্ত্রীর যাকাত ফকীর স্বামীর জন্য গ্রহণ করা জায়েয নেই। আর ঐ বসবাসের বাড়ির কারণে তার ওপর সাদাকাতুল ফিতর, কুরবানীও ওয়াজিব হবে না।

৩৫১. পত্র মারফত চাঁদের সংবাদ সংগ্রহ করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : চাঁদ দেখার সংবাদ পত্র মারফত জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। যার নিকট পত্র লিখা হয়েছে। যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, অমুক লেখক যে আমার নিকট লিখে পাঠিয়েছে সে বিশ্বস্ত। সে মিথ্যা কিছু লিখেনি। তাহলে এর ওপর আমল করা বৈধ হবে। কাযী ছাহেবের চিঠির মতো সত্যায়ন ও সমর্থন জরুরী নয়। লেখকের গ্রহণযোগ্যতাই হলো আসল বিষয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবী হযরত দিহয়া কালবী রাযি. এর হাতে স্বীয় চিঠি দিয়ে রোম-সম্রাট হেরাকলের নিকট পাঠালেন। তখন কিন্তু হেরাকল এ কথা বলেননি যে, একজন মানুষের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর তার খেয়ালে এটাও আসেনি যে দূতের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে পত্রাবলির ব্যাপারে দুইজন সাক্ষী বানানো হয়নি।

৩৫২. হাজারী রোযার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হাজারী রোযা বা রজব মাসে রাখা প্রসিদ্ধ। সহীহ হাদীসে এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

৩৫৩. মাটির দ্বারা রোযা ভঙ্গকারীর বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি কোনো ব্যক্তি পবিত্র রামাযান মাসে মাটির দ্বারা রোযা ভেঙে ফেলে, তাহলে তার ওপর কাফফারা আসবে না। আর যদি রামাযানের বাইরে অন্য কোনো মাসে রোযা ভেঙে ফেলে, চাই মাটির দ্বারা অথবা অন্য কোনো জিনিসের দ্বারা, তাহলেও তার উপর কাফফারা আসবে না। অবশ্য যদি রামাযান মাসে ইচ্ছাকৃত পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভেঙে ফেলে, তাহলে তার উপর কাফফারা আসবে।

৩৫৪. একাধিক রোযা ভাঙার কাফফারা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি কোনো ব্যক্তির উপর রামাযান মাসের দশ-বিশটি রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে ফেলার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয় যদিও কয়েক রামাযানের রোযাই হোক না কেন, তাহলে সবগুলোর একটামাত্র কাফফারাই আসবে। প্রত্যেক রোযার ভিন্ন ভিন্ন কাফফারা আসবে না।

কুরআনে কারীম খতম করার পর দু'আ করা মুস্তাহাব। চাই তারাবীহতে খতম হোক, চাই নফলের মধ্যে হোক অথবা চাই নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করা হোক। অথবা যে কোনো ইবাদতের পর হোক, এ দু'আ কবূল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

'কানযুল ইবাদ' ইত্যাদি কিতাবে যা কিছু লেখা হয়েছে, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীসে পাকের দ্বারা এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের পর এবং কুরআনে কারীম এর খতমের পর দু'আ কবূল হয়।

সুতরাং তারাবীহ নামাযের খতমের দু'আও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে হ্যাঁ, এ সময় দু'আ করাকে ওয়াজিব বা জরুরী মনে করলে সেটা বিদআত হবে। এটাকে সম্ভবত 'কানযুল ইবাদ' ইত্যাদি কিতাবে বিদআত লিখা হয়েছে।

আর তারাবীহ এর নামাযে হানাফীদের নিকট একবার উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া জরুরী। চাই সূরা ফাতিহার সাথে পড়ুক বা অন্য কোনো সূরার সাথে।

৩৫৫. সূর্যোদয়ের পর ঢেঁকুর আসা রোযার জন্য ক্ষতিকর নয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি কোনো ব্যক্তি এত বেশি খানা খায় যে, সূর্যোদয়ের পর তার ঢেঁকুর আসছে, আর এর সাথে পানিও আসছে, তাহলে তার রোযায় কোনো ক্ষতি হবে না।

৩৫৬. মাসনূন ইতিকাফের কাযা এবং সাহরী বিলম্বিত করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মাসনূন ইতিকাফ ভেঙে গেলে সেটার আর কাযা নেই। সাহরী বা শেষ রাতের খাবার বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। আবার এত বেশি বিলম্বিত করা যার কারণে সন্দেহের মধ্যে পড়তে হয়, সেটা থেকে বাঁচা ওয়াজিব।

৩৫৭. হালাল সম্পদ হারাম টাকাওয়ালার নিকট বিক্রি করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বিক্রেতা যদি নিজ হালাল সম্পদ ঐ ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে যার মাল হারাম, তাহলে হালাল পণ্যের পরিবর্তে যে টাকা বিক্রেতার কব্জায় আসবে সেটা হারামই থাকবে। তার পরিবর্তে যে জিনিস ক্রয় করা হবে সেটাও হারাম হবে সমস্ত আলেমের নিকট। আর সে অর্থ দিয়ে পানাহার করাও হারাম।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটি বৈধ কৌশল আছে, যেটা ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনা দ্বারা বুঝে আসে। সেটা হলো এই যে, পণ্যের মূল্য যদিও হারাম কিন্তু ঐ টাকার মাধ্যমে এমনভাবে কোনো জিনিস ক্রয় করবে যে, মূল্য নির্ধারণ করে ঐ জিনিস কব্জা করে এই টাকা মূল্য হিসেবে দিয়ে দিবে।

ইমাম কারখী রহ. এ সূরতটিকে হালাল বলেছেন। আর এটার উপর কোনো কোনো আলেম ফতওয়াও দিয়েছেন।

৩৫৮. মহাসড়কের অংশ নিজ বাড়ির অন্তর্ভুক্ত করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মহাসড়কের কোনো অংশ নিজ বাড়ির অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। বিশেষত যখন অন্য মানুষরা নাখোশ হয়।

৩৫৯. ক্রয়কৃত বাড়ি থেকে টাকা বের হয়ে আসলে ঐ টাকার মালিক কে হবে?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : বাড়ি ক্রয় করার পর যে টাকা পাওয়া যাবে সেটা বিক্রয়কারীর টাকা হিসেবেই ধরা হবে। কেননা, তিনি টাকা বিক্রি করেননি শুধু বাড়ি বিক্রি করেছেন।

৩৬০. বন্দীদের মাধ্যমে বানানো সতরঞ্জির উপর নামাযের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : জায়নামায, সতরঞ্জি ইত্যাদি বস্তুসমূহ যদি সরকার কয়েদীদের মাধ্যমে বানায়, তাহলে সেটা ব্যবহার করা এবং তার উপর নামায পড়া জায়েয। পক্ষান্তরে যদি (জেলখানার) কর্মচারীবৃন্দ জোরপূর্বক বানিয়ে নেয়, তাহলে সেটা ক্রয় করা এবং সেটার উপর নামায পড়া না জায়েয।

৩৬১. বাইয়ে সারফ এবং হেবার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : শুধু মুখের দ্বারা ইজাব-কবূল করলেই বাইয়ে সারফ হয়ে যায়। এ বেচাকেনায় কব্জা করা শর্ত নয়। শুধু ইজাব-কবূল করলেই ক্রয়কারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু হেবা বা দান কব্জা ব্যতীত সংঘটিত হয় না। হেবাকারীর মালিকানা ঐ বস্তুর উপর বাকি থাকে।

৩৬২. তারাবীহ নামাযে পারিশ্রমিকের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। কিন্তু পবিত্র রামাযানে তারাবীহ ও নফল নামাযে কুরআন শরীফ শুনিয়ে পারিশ্রমিক প্রদান বা গ্রহণ উভয়টি হারাম।

আর মসজিদের আয়ের মাধ্যমে এ খরচ নির্বাহ করা আরো খারাপ কাজ। বরং এ জন্য মুতাওয়াল্লীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অর্থাৎ এ কাজে মসজিদ ফান্ড থেকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব হলো নিজ পকেট থেকে ঠিক ঐ পরিমাণ টাকা মসজিদে দিয়ে দিবে।

এমনিভাবে কুরআনে কারীমের খতম উপলক্ষে যদি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে শিরনী-তাবাররুক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তাহলে জায়েয আছে। যদি এটাকে জরুরী মনে না করে। কিন্তু মসজিদের পয়সা দিয়ে এ জাতীয় খরচ নির্বাহ করা কোনোভাবেই জায়েয নেই।

৩৬৩. 'তামলীক' শব্দ দ্বারা হেবার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : তামলীক এবং হেবার মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য আছে। 'তামলীক' শব্দ দ্বারা যে হেবা করা হবে, সেটার বিধান হেবা বা দানের মতোই।

৩৬৪. রাস্তার অর্থ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : 'রাস্তা' কথাটার অর্থ হলো, যখন যেটার উপর আমল করবে সেটাকে হক ও সহীহ জানবে। ভুল বা না হক মনে করে সেটার উপর আমল করতে পারবে না।

৩৬৫. প্রবল ধারণার উপর আমল করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা আছে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। অতএব যদিও সংবাদপত্র ও চিঠিপত্রসমূহের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পত্র এবং রেজিস্ট্রি ডাকের কারণে যদি প্রবল ধারণা অর্জিত হয়, তাহলে এর উপর আমল জায়েয হওয়া উচিত। তাই তো ফাসেক ব্যক্তির সংবাদের উপর গভীর চিন্তা-ভাবনার পর আমল করা জায়েয। কেননা, চিন্তা-ভাবনার পর আমলকে ঐ চিন্তার সাথেই সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। ফাসেক ব্যক্তির সংবাদের দিকে নয়।

অবশ্য যদি প্রচুর পত্রাবলি ও রেজিস্ট্রি ডাকে এ আশঙ্কা থাকে যে, যার পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে তিনি নিজে না লিখে অন্য কেউ লিখেছেন। তাহলে এর উপর ভিত্তি করে আমল করা জায়েয হবে না।

৩৬৬. কোনো অফিসার বা জজের হাদিয়া নেয়া কেমন?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে জিনিসের পূর্ব থেকে আদান প্রদানের অভ্যাস নেই, চাকরি বা পদ পাওয়ার পর সেটার লেনদেন করা না

জায়েয। হ্যাঁ, যদি পদ পাওয়ার পূর্ব থেকেই হাদিয়া আদান প্রদানের অভ্যাস থাকে, তাহলে পদ-মর্যাদা লাভের পরও ঐ অফিসার বা জজের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে।

৩৬৭. অ্যাসিস্ট্যান্টকে প্রদত্ত শিরনী ঘুষ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : অ্যাসিস্ট্যান্টকে যে শিরনী প্রদান করা হয় সেটা ঘুষ। তোমরা ঐ শিরনী খাবে না। এগারো তারিখের শিরনী মিসকীনদের জন্য সাদাকা হয়ে থাকে। তাই তাদের জন্য সেটা খাওয়া জায়েয।

৩৬৮. প্রশাসনকে যা দেয়া হয় সেটা ঘুষমুক্ত নয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : প্রশাসনকে যা দেয়া হয় সেটা ঘুষমুক্ত নয়। অনুরূপভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যা কিছুই দেয়া হোক না কেন সেটা আসলে ঘুষ।

৩৬৯. এক মসজিদের চাঁদা অন্য মসজিদে লাগানো

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে মসজিদের জন্য চাঁদা উঠানো হয়েছে, সে মসজিদেই ঐ টাকা ব্যয় করতে হবে। চাঁদা দাতাগণের অনুমতি ব্যতীত ঐ অর্থ অন্য মসজিদে ব্যয় করা জায়েয নেই।

৩৭০. মসজিদের চাঁদা স্বীয় মালের সাথে মিলালে গুনাহগার হবে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদের চাঁদা আর স্বীয় অর্থ একসাথে মিলিয়ে ফেলে, তাহলে সে গুনাহগার ও আত্মসাৎকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। পরে সেই অর্থ যদি মসজিদে লাগিয়ে দেয় তাহলে আর গুনাহগার থাকবে না। গুনাহ মাফ হয়ে গেল। এখন কারো থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই।

৩৭১. মসজিদের চাঁদা দ্বারা মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মসজিদ এর চাঁদার দ্বারা মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করা তখনই জায়েয হবে, যখন চাঁদা প্রদানকারীদের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকবে।

৩৭২. সদকা-খয়রাতের ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করা যাবে না

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কেউ খুশী মনে কিছু দিলে সেটা তার পক্ষ থেকে ইহসান ও অনুগ্রহ। এমনকি যদি এক টাকাও দেয়। কিন্তু কাউকে বাধ্য করা যাবে না। ফিলহাল যদি কেউ দান খয়রাত করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে চাপ দেয়া যাবে না। কেউ যদি মান্নত করে, তবে মান্নত পুরা করার জন্যও তাকে বাধ্য করা যাবে না।

৩৭৩. পেঁচা হালাল নয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : পেঁচা হালাল নয়। যেসব ফকীহ এটাকে হালাল লিখেছেন তারা এর অবস্থা সম্পর্কে জানেন না।

তারিখ : ২৯ রবীউস সানী ১৩২১ হি.

৩৭৪. কাফেরদের ঘরের জিনিস খাওয়ার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হিন্দু এবং কাফেরদের ঘরের জিনিস যদি প্রবল ধারণা অনুযায়ী হালাল হয়, তাহলে সেটা খাওয়া বৈধ। অবশ্য হালাল-হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কাফেরের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। জবেহকৃত জন্তুর ব্যাপারে যদি কাফের কিছু না বলে বরং মুসলমান নিজ ইলম ও তাহকীক দ্বারা জানতে পারে যে, এই জন্তুটির যবেহকারী মুসলমান তাহলে সেটা খাওয়া হালাল হবে। বুঝা গেল যে, এই ক্ষেত্রে কাফেরের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়। নতুবা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের ব্যক্তির ঘরের গোশত খেয়েছেন।

৩৭৫. ভাগলপুরী কাপড়ের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ভাগলপুরী কাপড় রেশমরই তৈরি। অতএব রেশমি কাপড়ের যে বিধান, এ কাপড়ের সেই একই বিধান। অবশ্য এটা হলো মোটা রেশম। আর পরিচিত রেশম যেটা সেটা হলো রেশমের উত্তম প্রকার। সুতরাং যদি কাপড়ের লম্বালম্বি এবং আড়াআড়িভাবে স্থাপিত উভয় সুতা অথবা স্রেফ আড়াআড়িভাবে স্থাপিত সুতা রেশমের হয়, তাহলে উভয় অবস্থায় ঐ কাপড় পরিধান করা নাজায়েয হবে।

আর যদি উভয়টি রেশমি না হয় বরং শুধু লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত সুতা রেশমের হয়, তাহলে সেটা পরিধান করা বৈধ। যেমনটি রেশমি কাপড়ের বিধানও এটাই।

৩৭৬. যে জিনিসের ব্যাপারে পিতা মাতার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি আছে সেটা নেয়া জায়েয

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে জিনিসের ব্যাপারে পিতা-মাতার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে অনুমতি আছে, সেটা নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তাঁদের অনুমতি ব্যতীত তাঁদের সম্পদের মধ্যে যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ নাজায়েয।

৩৭৭. যেসব পাত্র ব্যবহার করা হারাম সেগুলো বানানোও হারাম

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : ঐ সব পাত্র যেগুলোর ব্যবহার নারী-পুরুষ সকলের জন্য হারাম, সেগুলো বানানোও হারাম হবে। যেহেতু সেটা হারামের উপলক্ষ। আর যে আংটি নারী-পুরুষ উভয়ে পরিধান করে, সেটা বিক্রি করা এবং বানানো জায়েয।

এমনিভাবে যে কোনো বস্তু যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ব্যবহার করা জায়েয, সেটা বানানো এবং বিক্রি করাও জায়েয।

৩৭৮. পুরুষের জন্য কালো খেযাবের বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কালো খেযাব ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য সম্পূর্ণ নাজায়েয।

৩৭৯. মহিলাদের জন্য নামাযে পা ঢাকা জরুরী নয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মহিলাদের জন্য নামাযের মধ্যে পায়ের পাতা এবং হাতের পাতা ঢাকা জরুরী নয়।

৩৮০. রসম ও রেওয়াজের পাবন্দী করা গুনাহ

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : দরিদ্র মানুষের মধ্যে শস্য বণ্টন করা একটি মহৎ কাজ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রসম-রেওয়াজের অনুসরণ করা এবং নাম ও প্রসিদ্ধির খেয়াল করা গুনাহ ও পাপ। বরং একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য দান করবে।

৩৮১. মাথার চুলের অংশ-বিশেষ মুণ্ডন করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি মাথাভর্তি চুল থাকে আর অসুখ থাকে, তাহলে পুরো মাথাই মুণ্ডন করবে। অংশ-বিশেষ মুণ্ডন করা নাজায়েয।

আর চুল কাটা যদি এমন হয় যে, শুধু ছোট করে দেয়া হয়, তাহলে এটা হলক বা মুণ্ডনের হুকুমে হবে না। কিন্তু যে চুলকে গোড়া থেকে কেটে দেয়া হয়, সেটা মুণ্ডনের হুকুমে হবে।

৩৮২. মুসলমান ব্যক্তির হাতে যবেহকৃত প্রাণী

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, এই প্রাণী মুসলমান ব্যক্তির হাতে যবেহ করা হয়েছে, তাহলে ঐ প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয হবে। কিন্তু যদি কোনো কাফের ব্যক্তির কথা দ্বারা ব্যাপারটি জানা যায়, তাহলে ঐ গোশত খাওয়া জায়েয হবে না।

৩৮৩. দাড়ির সীমারেখা কতটুকু ?

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : থুতনীর নিচের অংশও দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। আর চতুর্দিক দিয়ে চার আঙুল বা এক মুষ্টির কমে দাড়ি কর্তন করবে না।

এর প্রমাণ হলো নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীস :

اَعْفُوا اللُّحٰى

অর্থাৎ “তোমরা দাড়ি লম্বা করো।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৯)

এ জন্য এক মুষ্টির চেয়ে বড় রাখাও জায়েয আছে।

আর অগ্নিপূজারি ও হিজড়াদের বিরুদ্ধাচরণ করাও জরুরী। [কেননা এরা দাড়ি রাখে না। −অনুবাদক]

৩৮৪. হারাম মালে তৈরি বাড়িতে থাকার বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে বাড়ি হারাম সম্পদ দ্বারা বানানো হয়েছে। সেখানে থাকা মাকরূহ। মন যতই আকৃষ্ট হোক না কেন।

যে কাফের আড়াল থেকে গোশত বিক্রি করে, তার থেকে গোশত নেয়া অনুচিত। হতে পারে মৃত প্রাণীর গোশত মিলিয়ে দিবে।

৩৮৫. মহিলাদের চুড়ি পরিধান করা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : মহিলাদের জন্য যে কোনো ধরনের চুড়ি পরিধান করা জায়েয। চাই কাচের হোক অথবা স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, তাম্র বা পিতলের। তবে সৌন্দর্যের কোনো জিনিস চাই পোশাক হোক অথবা অলংকার, সেগুলো মহিলাদের জন্য ইদ্দত অবস্থায় ব্যবহার নিষেধ। এ জন্য ইদ্দতের সময় চুড়িসমূহ ভেঙে চুরে দেয়া হয়। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর কোন মহিলা এসব পরিধান করলে কোনো অসুবিধা নেই।

যে ব্যক্তির উপার্জনের নয় টাকা হালাল আর দশ টাকা হারাম, অথবা হালাল-হারাম উভয়টি সমান সমান, ঐ ব্যক্তির হাদিয়া, দাওয়াত, যিয়াফত ইত্যাদি সবকিছু নাজায়েয।

৩৮৬. লোহা এবং পিতলের আংটির বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : লোহা এবং পিতলের আংটির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিধান একই। অর্থাৎ এ ধাতুদ্বয়ের দ্বারা তৈরি আংটি ব্যবহার করা মাকরূহে তানযীহী। মাকরূহে তাহরীমী নয়।

আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকটে পুরুষের জন্যও এগুলোর ব্যবহার বৈধ।

৩৮৭. গাইরে মাহরাম পীরের সামনে মহিলার আসা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যদি পীর ছাহেব গাইরে মাহরাম হন আর মহিলা বেশি বৃদ্ধা না হয়, তাহলে তার জন্য পীর ছাহেবের সামনে আসা, তার হাতে হাত ছোঁয়ানো, বা শরীরের কোনো অংশে হাত লাগানো সম্পূর্ণ নাজায়েয।

অবশ্য যবানের দ্বারা বাইআত হয়ে যাওয়া এবং পর্দার আড়ালে অন্যান্য মানুষের উপস্থিতিতে মৌখিক কথাবার্তা বলা জায়েয আছে। বেগানা মহিলার সাথে নির্জনতায় বসা হারাম।

৩৮৮. যে হাসিতে আওয়ায বের হয় না সেটা অট্টহাসি নয়

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে হাসিতে আওয়াজ বের হয় না যদিও শরীরে কম্পন ভালোভাবে অনুভূত হয় সেটা অট্টহাসি নয়।

৩৮৯. নখ নিজে কাটুক বা অন্যের দ্বারা কাটাক, সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : নখ নিজে কাটুক বা অন্যের দ্বারা কাটাক, উভয় অবস্থায় সুন্নাত আদায় হবে।

৩৯০. চামার বা মুচির রুটির বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : চামারের বাসার রুটি খাওয়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই, যদি পবিত্র হয়।

৩৯১. খচ্চরের ব্যবসা জায়েয

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : হানাফীদের নিকট খচ্চর বানানো কারাহাতে তানযীহীর সাথে জায়েয। এর মাধ্যমে ব্যবসাও করতে পারবে। আবার ব্যক্তিগত কাজেও ব্যবহার করতে পারবে।

৩৯২. জীব-জন্তুকে খাসি করা জায়েয

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : উপকার লাভ বা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যে কোনো প্রাণীকে খাসি করা জায়েয। শুধু মানুষ ব্যতীত। কেননা, মানুষের জন্য এটা হারাম। আর ঘোড়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। গ্রহণযোগ্য মত এটাই যে, মানুষের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এমনটি করা জায়েয আছে আর এমন আশঙ্কা না থাকলে নাজায়েয।

৩৯৩. যে ঘড়ির কেইস স্বর্ণ বা রুপার সে ঘড়ির বিধান

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে ঘড়ির কেইস স্বর্ণ বা রুপার তৈরি অথবা স্বর্ণ-রুপা তার মধ্যে প্রবল, ঐ ঘড়ি ব্যবহার করা বা তার মধ্যে সময় দেখা নিষেধ। যদি হাত না লাগায় যেমন রুপার আয়নায় মুখ দেখা অথবা রুপার দোয়াতের থেকে কলমের কালি নিয়ে লেখা ইত্যাদি জায়েয।

আর যদি এমন ঘড়ি পকেটে রাখে। আর পরে না চালায়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন পকেটের মধ্যে টাকা রাখা জায়েয।

এ দুটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনি আশা করি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, ঘড়ির পাত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার কেইস। আর যে ঘড়ির উপরের ঘর রুপার সেটারও একই বিধান।

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. কর্তৃক সংকলিত তিনটি মালফূযাত

৩৯৪. যিকিরের সময় ঘুম আসা

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর নিকট কেউ একজন আরয করল যে, হযরত! আমার যিকিরের সময় ঘুম আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রহ. বললেন : মাথার নিচে বালিশ রেখে ঘুমিয়ে পড়বে। কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর যখন নিদ্রার বোঝা হাল্কা হবে তখন আবার কাজ শুরু কর।

৩৯৫. যে ব্যক্তি মনে করে যে আমার তো কিছুই অর্জিত হয়নি তাঁর সবকিছুই অর্জিত হয়েছে

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে ব্যক্তি সারাজীবন দ্বীনের খেদমত করে মনে করে যে, আমার তো কিছুই অর্জিত হয়নি, আসলে তাঁর সবকিছুই অর্জিত হয়েছে। ঐ ব্যক্তির জীবন ধন্য যে নিজের ব্যাপারে এমন ধারণা রাখে।

৩৯৬. তাহনীক

হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. এর নিকট জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন যে, "তাহনীক" অর্থাৎ বাচ্চা হওয়ার পর কোনো কিছু চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়ার বিধান কী?

উত্তরে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. বলেন : কোনো দ্বীনদার, সুন্নাতের অনুসরণকারী আলেম যদি এমনটি করেন, তাহলে সুন্নাত। নতুবা বিদআতী ব্যক্তির থুতু চাটানোর মধ্যে কী উপকার?

সমাপ্ত

আপনার মতামত

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....